# Megh Boleche Jabo Jabo by Humayun Ahmed

## [Part.2]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**
**suman_ahm@yahoo.com**

মেঘ বলেছে যাব যাব
হুমায়ূন আহমেদ
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

মেঘ বলেছে যাব যাব।

আকাশের মেঘেরা কি কথা বলে? তারা কি যেতে চায় কোথাও? তারা কোথায় যেতে চায়?

বর্ষার ঘন কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে চিত্রলেখার হঠাৎ এই কথা মনে হল। দশ-বার বছরের কিশোরীর মনে এ রকম একটা চিন্তা আসতে পারে, চিত্রলেখার বয়স পঁচিশ। এ রকম উদ্ভট চিন্তা তার জন্যে স্বাভাবিক নয়। তবুও কেন জানি নিজেকে তার মেঘের মতো মনে হয়। তার কোথায় জানি যেতে ইচ্ছা করে।

এ রকম ইচ্ছা তো সব মানুষেরই করে। সব মানুষের ভেতরই কি তাহলে এক টুকরা মেঘ ঢুকে আছে,

যে কেবলি কোথাও যেতে চায়?

আজ আমি সে মায়াবী নই
ডাইনীর আয়না সে নাই আজ
ডাইনী মরিয়া গেছে
জাদুর প্রথম কথা, শেষ কথা ভুলে গেছি আমি সব
সামান্য মানুষ হয়ে গেছি।

**জীবনানন্দ দাশ**

# ভূমিকা

অনেকদিন থেকে লেখালেখি করতে পারছিলাম না। কাগজ–কলম নিয়ে বসি—ঘণ্টাখানিক পার হয় উঠে আসি। কাগজে নানাবিধ চিত্রকলা দেখা যায়। সেইসব চিত্রকর্ম দেখে আমার পুত্র নুহাশ খুব আহ্লাদিত হলেও অন্যরা আমার দিকে কেমন কেমন করে যেন তাকায়। এক সময় লিখতে শুরু করলাম। খুবই অনাগ্রহ নিয়ে লেখা। যেন আনন্দময় লেখা নয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার জন্যে টার্ম পেপার তৈরি করছি। লেখাটা এগোতে লাগল একটু অদ্ভুত ভঙ্গিতে, সবাই প্রথম চ্যাপ্টার লিখে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার লেখে তারপর যায় তৃতীয়তে। আমি শুরু করলাম উল্টো দিকে। প্রথম যে চ্যাপ্টারটা লেখা হল—এক সময় সেটা হয়ে গেল সপ্তম চ্যাপ্টার। যা শুরু হল আমাদের ময়মনসিংহের ভাষায় তাকে বলে—"বেরাছেড়া"।

এক সময় সেই বেরাছেড়ার সমাপ্তি হল। প্রকাশক বন্ধু আলমগীর রহমান খুশি মনে পাণ্ডুলিপি ছাপতে নিয়ে গেলেন। লেখা কম্পোজ এবং প্রুফ দেখা শেষ হবার পর যখন ছাপা শুরু হবে তখন আমি তাঁকে বললাম—কয়েকটা নাম পাল্টে দিতে হবে। নামগুলো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে যাচ্ছে না। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সঙ্গত যুক্তি দেখালেন—নামের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক কী? একই নাম অথচ চরিত্রের আকাশ–পাতাল পার্থক্য তো সব সময় দেখা যায়। অকাট্য যুক্তি—কিন্তু লেখালেখির জগৎটা হিমুর জগতের মতো যেখানে যুক্তি সব সময় খাটে না। নাম পাল্টানো হল। তখন আমি বললাম, বইয়ের নামও আমি পাল্টেছি। তিনি দ্বিতীয়বার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কারণ প্রচ্ছদ হয়ে গেছে। আবার নতুন নামে প্রচ্ছদ হল।

বই বের হয়ে গেছে। এখন আমার বইয়ের বর্তমান নামটাও পছন্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আগের নামটাই ভালো ছিল। তারচেয়েও মজার ব্যাপার—চরিত্রগুলোর আগে যে নাম ছিল এখন মনে হচ্ছে সেই নামগুলোই ঠিক ছিল।

৩১ জানুয়ারি '৯৭

হুমায়ূন আহমেদ

প্রিজুডিস আমার একেবারেই নেই। বিলেতে, আমেরিকায় বাপ–ছেলে এক টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে—আর আমাদের দেশে..... শ্রদ্ধা–ভক্তি আসলে মনের ব্যাপার। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর কি কর না তা আমার সামনে সিগারেট খাওয়া না–খাওয়া দিয়ে বিচার করা যাবে না। তুমি কী বল?'

'জ্বি তা তো ঠিকই।'

'নাও একটা সিগারেট খাও।'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'ভেরি গুড। এটা এমন একটা অভ্যাস যার কোনো ভালো দিক নেই—শরীর নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, পরিবেশ নষ্ট, অর্থ নষ্ট....কোটি কোটি টাকা ধোঁয়ায় উড়ে যাচ্ছে—ভাবাই যায় না। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি।'

'তারপর বল তোমার খবরাখবর বল।'

শওকত লজ্জিত গলায় বলল, আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, বল ব্যাপারটা কী?

'আমার এক বন্ধুর বিয়ে। আমার ছোটবেলার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিয়ে হচ্ছে গাজীপুরে। ওর খুব ইচ্ছা আমি তিতলীকে নিয়ে সেই বিয়েতে যাই.....'

'ইচ্ছে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তুমি তিতলীকে নিয়ে যাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে এর মধ্যে আবার অনুরোধ কী?'

'এখনো ফরম্যালি উঠিয়ে নেয়া হয় নি.....'

'তুমি এইসব ব্যাপার নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবে না। কাবিননামা তৈরি হওয়া মানে বিয়ে হয়ে যাওয়া।'

'ফিরতে হয়তো দেরি হবে। গাজীপুর অনেকখানি দূরে—।'

'হোক দেরি কোনো সমস্যা নেই। আমি রাত দুটার আগে ঘুমাই না।'

'আমার বন্ধু বলছিল রাতটা তার ওখানে থেকে যেতে। রাস্তাটা খারাপ। প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

'রাতটা থেকে সকালে আস। কোনো সমস্যা নেই। আমি তিতলীকে বলে দিচ্ছি। তুমি চা–টা কিছু খাবে?'

'এক কাপ চা খেতে পারি।'

'বোস তুমি, আমি চায়ের কথা বলে আসি।'

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর সঙ্গে শওকত উঠে দাঁড়াল। শওকতের ভদ্রতায় মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। অসাধারণ একটা ছেলে—তিতলীর ভাগ্য ছক্কা ভাগ্য। দান ফেলেছে ছক্কা উঠে গেছে।

তিতলী লাল রঙের জামদানি শাড়ি পরেছে। লাল শাড়িতে কালো ফুল। শাড়ির পাড়টাও কালো। যেহেতু বিয়েতে যাচ্ছে সুরাইয়া মেয়েকে কিছু গয়নাও পরিয়েছেন।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হাতে চারগাছ করে চুড়ি। গলায় পাথর বসানো হার। এই হার তিতলীর ফুফু ধার দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন ক্রমাগত আসছে। বিয়ে হওয়া মেয়ে খালি গলায় থাকবে এটা ঠিক না। তিতলীর কানে সবুজ পাথরের দুটা দুল। গায়ের শাড়ির সঙ্গে কানের এই দুলজোড়া মানাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও দেখতে ভালো লাগছে।

তিতলী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মা আমাকে কেমন লাগছে? সুরাইয়া সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়ের বাঁ হাতের চেটোয় হালকা করে থু থু দিলেন। এই থু থু সুন্দর দেখানোর দোষ কাটিয়ে দেয়। খুব সুন্দর কখনো ভালো না। খুব সুন্দরকে ঘিরে থাকে অসুন্দর। তিতলী বলল, মা যাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ করে রওনা হও মা। গলার হারটা সাবধানে রাখবে। খুলে পড়ে না যায়।

'পড়বে না।'

'শওকতের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবি।'

'অবশ্যই ভদ্রভাবে কথা বলব।'

'চোখমুখ এমন শক্ত করে রেখেছিস কেন? মনে হচ্ছে ফাঁসি দেখতে যাচ্ছিস। ঘর থেকে হাসিমুখে বের হ।'

'নতুন স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে বের হলে লোকজন বেহায়া ভাববে এই জন্যে চোখমুখ শক্ত করে রেখেছি।'

'বিয়েবাড়িতে মুখ এমন শক্ত করে থাকবি না।'

'আচ্ছা। এবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।'

মতিন সাহেব মেয়েকে গাড়ি পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, গাড়ির ড্রাইভার কোথায়?

শওকত বলল, ড্রাইভার নেই। গাড়ি আমি চালাব।

মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। জামাই গাড়ি চালিয়ে যাবে। পাশে বসে থাকবে তিতলী। অসাধারণ দৃশ্য। দেখাতেও আনন্দ।

গাড়ি সাবধানে চালাবে বাবা। ঢাকার ট্রাফিকের যে অবস্থা। নিয়মকানুন বলে কিছুই নেই। অদ্ভুত দেশ।

শওকত হাসিমুখে বলল, আপনারা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার।

মতিন সাহেব তাঁর নতুন লাইটারে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন— সাবধান হওয়াই ভালো। সাবধানের মার নাই।

শওকত শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে না পড়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না। মনে হচ্ছে সে কী বলবে বা বলবে না তা গুছিয়ে নিচ্ছে। তিতলীর বসে থাকার মধ্যেও কোনো আড়ষ্টতা নেই। বাতাসে তার চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার ভালোই লাগছে।

'আমি একটা সিগারেট ধরালে কি তোমার খারাপ লাগবে?'

'জ্বি না।'

www.MurchOna.com

'আমি অবশ্যি তোমার বাবাকে বলেছি আমি সিগারেট খাই না। আসলে মাঝেমধ্যে খাই। আমি প্রফেশন্যাল না, এমেচার। তারপর বল কেমন আছ?'

'জ্বি ভালো আছি।'

'বল তো আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর বিয়েতে। গাজীপুর।'

'এখানেও আমি তোমার বাবাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছি। আমরা গাজীপুর যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু কোনো বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছি না।'

'ও।'

'তোমাকে নিয়ে একটু ঘোরার ইচ্ছা হল। কাজেই একটা অজুহাত তৈরি করে তোমাকে বের করে নিয়ে এলাম। তুমি রাগ কর নি তো?'

'রাগ করব কেন?'

শওকত হাসিমুখে বলল, আমার সবচে ছোটমামাকে আমরা ডাকি মিজু মামা। উনি ফটকাবাজি ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন। গাজীপুরে একটা জঙ্গল কিনে বাগানবাড়ি বানিয়েছেন। আজ রাতের জন্যে সেই বাগানবাড়ির চাবি আমার কাছে। জঙ্গল তোমার কাছে কেমন লাগে?'

'জানি না। জঙ্গলে তো কখনো থাকি নি।'

'সত্যিকার জঙ্গল অবশ্যি আমাদের দেশে নেই। সুন্দরবনে খানিকটা আছে তাও মূলটা পড়েছে ইন্ডিয়ায়। তুমি কখনো ইন্ডিয়া গিয়েছ?'

'জ্বি না।'

'আমি নিয়ে যাব। ইন্ডিয়ার উত্তরপ্রদেশে বড় বড় জঙ্গল আছে। কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ বইটা পড়েছ? জিম করবেটের লেখা?

'জ্বি না।'

'ওই বইটা পড়লে জঙ্গল সম্পর্কে ধারণা পেতে। তোমার গলার এই হারটা তো খুব সুন্দর। কী পাথর এটা?'

'আমি জানি না। আমার ফুফুর হার। আমার না।'

'যতদূর মনে হয় জিরকন। জিরকন ছাড়া এমন ব্রাইট রেড পাথর হয় না। আমার কাছে অবশ্যি লালের চেয়ে নীল পাথর বেশি পছন্দ। একটা পাথর আছে নাম একুয়ামেরিন। অপূর্ব নীল! মনে হয় আকাশ জমাট বাঁধিয়ে পাথর তৈরি করা হয়েছে। তবে খুব হালকা পাথর। ভঙ্গুর। আমি যে বকবক করে যাচ্ছি, তোমার বিরক্তি লাগছে না তো?'

'জ্বি না।'

'তুমি মনে হয় কথা কম বল।'

'জ্বি না। আমিও প্রচুর কথা বলি, এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'গাজীপুরে যেখানে যাচ্ছি সেখানে ছোটমামার এক বাবুর্চি থাকে—নাম মস্তাজ মিয়া। আজ রাতে সে-ই আমাদের রেঁধে খাওয়াবে। মস্তাজ মিয়ার বিশেষত্ব কী শুনবে?'

'বলুন শুনি।'

www.MurchOna.com

'মিজু মামার ধারণা—মন্তাজ মিয়া হচ্ছে পৃথিবীর পাঁচ জন সেরা রাঁধুনীর এক জন। ও শুধু দেশি রান্না পারে। রোস্ট টোস্ট পারে না। আমি শুনেছি তুমিও খুব ভালো রাঁধতে পার।'

'কার কাছে শুনলেন?'

'তোমার বড় ফুফু বললেন। তোমার হাতে নাকি জাদু আছে। আরেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসব সেদিন তুমি রাঁধবে। সব যোগাড় যন্ত থাকবে। তুমি শুধু রান্না চড়িয়ে দেবে। তোমার কী কী লাগবে একটা লিস্ট করে দিলে সেইভাবে ব্যবস্থা করে রাখব। ঠিক আছে?'

'জ্বি ঠিক আছে?'

'তোমার কোন রান্নাটা ভালো হয়? মাছ না মাংস?'

'আমার মনে হয় মাছ।'

'সর্বনাশ করেছ, মাছ তো আমি খেতেই পারি না। মাছের মধ্যে চিংড়িটা খাই। তাও যে খুব আগ্রহ করে তা না।'

শওকত আরেকটা সিগারেট ধরাল। তিতলী তাকিয়ে আছে বাঁ পাশের জানালার দিকে। গাড়িতে বসে থাকতে তার ভালোই লাগছে। লোকটা অকারণে কথা বলে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে এটাও খারাপ লাগছে না। একবার তার ইচ্ছা করল বলে—ভাব জমানোর জন্যে অকারণ কথা বলার দরকার নেই। ভাব হবার হলে আপনাতেই হবে।

'একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছি তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'জ্বি না।'

'খুব সস্তা ধরনের একটা কথা তোমাকে বলার ইচ্ছে করছে তুমি কী ভাববে ভেবে বলতে অস্বস্তি বোধ করছি। এ জাতীয় কথা ছেলেরা বাংলা সিনেমায় বলে।'

'আপনার যা বলতে ইচ্ছে করে বলুন।'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তাকিয়ে থাকলে অ্যাকসিডেন্ট হবে সেই ভয়ে তাকাচ্ছি না।'

'গাড়ি কোথাও পার্ক করুন। পার্ক করে তাকিয়ে থাকুন।'

শওকত শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি আর থামেই না।

বাগানবাড়িতে পৌঁছে শওকতের মুখের হাসি পুরোপুরি মিলিয়ে গেল। গেট তালাবন্ধ। আশপাশে কেউ নেই। ডাকাডাকি, চিৎকার, তালা ধরে ঝাঁকুনি কিছুতেই কিছু না। চারদিক জনমানবশূন্য। তিতলী বলল, আপনি না বলেছিলেন আপনার কাছে চাবি আছে।

শওকত বিরক্তমুখে বলল, ভেতরের ঘরের চাবি। গেটের চাবি নেই। সবাইকে খবর দেয়া আছে তারপরেও এ কী অবস্থা।

গেট শেষ পর্যন্ত খুলল। দারোয়ান ভেতরে ঘুমোচ্ছিল। চোখ ডলতে ডলতে সে এসে গেট খুলে দিল। এতে সমস্যার সমাধান হল না। শোনা গেল মন্তাজ মিয়ার জ্বর এসেছে বলে সে দুপুরে ঢাকায় চলে গেছে। রান্নার কোনো যোগাড় যন্তও নেই। সবকিছু মন্তাজের করার কথা। শওকত রাগে ফুঁসতে লাগল। তিতলী বলল, আপনি অস্থির হবেন না। একটা তো মোটে রাত—না খেয়ে আমি থাকতে পারব।

www.MurchOna.com

শওকত বিরক্ত গলায় বলল, না খেয়ে থাকবে কেন? আমি বাজারে যাচ্ছি, যা পারি নিয়ে আসব—দারোয়ান রাঁধবে। তুমি একা থাকতে পারবে তো? ঠিক একাও না। দারোয়ান থাকবে। থাকতে পারবে?

'পারব।'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। আর এই দারোয়ান খুব বিশ্বাসী।'

'আপনি বাজার করে আনুন। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'তুমি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখ। শোবার ঘরে ছোটখাটো লাইব্রেরির মতো আছে। গল্পের বইটই পড়তে পার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

তিতলী একা একা অনেকক্ষণ হাঁটল। বাগানবাড়িটা আসলেই সুন্দর। শহরে পাখির ডাক শোনা যায় না—এখানে অনবরত পাখি ডাকছে। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। পাখির ক্যানক্যানে ডাক খুব শ্রুতিমধুর না। শান্ত কোনো বন কি পৃথিবীতে আছে? যেখানে একটি পাখিও ডাকে না? শুধু খুব বাতাস হলে পাতার শব্দ শোনা যায়। এ রকম বন থাকলে চমৎকার হত। ভদ্রলোকের মামা—কী নাম যেন মিজু মামা তিনি জায়গাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। ঝিলের মতো একটা জায়গার পাশে বসার জন্যে সিমেন্টের আসন বানিয়েছেন। দেখলেই বসতে ইচ্ছে করে। ঝিলের পানি অবশ্যি ঘোলা। পুকুর বা ঝিলের পানি হবে আয়নার মতো চকচকে—যে পানি দেখামাত্র হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করবে। যে পানিতে মুখ দেখতে মন চাইবে। এই পানির কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

মানুষের সঙ্গে পানির আশ্চর্য মিল আছে। কোনো কোনো মানুষকে পরিষ্কার ঝকঝকে পানির মতো মনে হয়। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, সেই পানি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই পানিতে নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কিছু কিছু মানুষ এই ঝিলের পানির মতো হাত দিয়ে ছোঁয়া দূরের কথা, কাছে যেতেও ইচ্ছে করে না। তারপরেও যেতে হয়। এই যেমন সে ঝিলের এই পানি পছন্দ করছে না, তারপরেও পানির পাশেই বসে আছে।

'তিতলী তুমি এখানে?'

'জ্বি।'

'খাবারের ব্যবস্থা করেছি। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। দোকানের চা। ওভালটিন দেয়া, খেতে পারবে কি না জানি না। খাবে?'

'জ্বি খাব।'

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে চা আনতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাস্ক এবং দুটা কাপ নিয়ে এল। শার্টের বুকপকেটে এক প্যাকেট বিসকিট। মনে হচ্ছে মানুষটা খুব গোছানো স্বভাবের।

'তিতলী।'

'জ্বি।'

'বাগানবাড়ি কেমন লাগছে?'

www.MurchOna.com

'সুন্দর।'

'আমাদের গ্রামের বাড়ি কিন্তু খুব সুন্দর। বিরাট পুকুর। শান বাঁধানো ঘাট। পানিও খুব পরিষ্কার—তোমাকে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি দেখি জ্বি এবং জ্বি আচ্ছা ছাড়া কোনো কথা বলছ না। মাথা ধরেছে?'

'জ্বি।'

'এই নাও প্যারাসিটামল। আমি গাড়িতেই বুঝেছি তোমার মাথা ধরেছে—একপাতা প্যারাসিটামল নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও একটা পানির বোতল নিয়ে আসি।'

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে পানির বোতল আনতে গেল। তিতলী ট্যাবলেটের পাতা হাতে নিয়ে বসে আছে। সে নিজেকে তৈরি করছে। খুব কঠিন কিছু আজই তাকে বলতে হবে। বলতে হবে খুব সহজ ভঙ্গিতে। কথাগুলো সে মনে মনে অনেকবার বলেছে। মনে মনে বলা এক কথা, আর সামনাসামনি বলা আরেক কথা। তবু তাকে বলতেই হবে।

যে কথাটা সে বলবে তা হচ্ছে—আমি আপনাকে বিয়ে করে আপনার উপর খুব অবিচার করেছি। কারণ আমি কখনো আপনাকে আমার খুব কাছে আসতে দেব না। আমি নিজেকে সাজিয়েছি অন্য একজনের জন্যে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন—কিংবা সারাজীবন পুতুলের মতো সাজিয়ে রাখতেও পারেন। সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি কখনো আপনার অবাধ্য হব না। আমার কাছে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন।

তিতলী একদৃষ্টিতে ঝিলের পানির দিকে তাকিয়ে আছে। পানিতে কিছু শুকনো পাতা পড়েছে। বাতাসে ঢেউয়ের মতো উঠেছে। পাতাগুলো ঢেউয়ে উঠছে–নামছে। দেখতে ভালো লাগছে।

'তিতলী!'

'জ্বি।'

'নাও পানি নাও—তুমি কি মাথাধরার ট্যাবলেট প্রায়ই খাও?'

'জ্বি।'

'বেশি খেও না। কিডনির ক্ষতি করে।'

শওকত তিতলীর পাশে বসল। তিতলী সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। শওকত বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর না?

'জ্বি।'

'বাগানবাড়ি শুনতে অবশ্যি অস্বস্তি লাগে। বাগানবাড়ি শুনলেই মনে হয় নিষিদ্ধ আনন্দের জায়গা। বাগানবাড়ি না বলে খামারবাড়ি বললে মনে হয়—খুব কাজের জায়গা। A place for productive work. তিতলী তুমি কি গান পছন্দ কর?'

'করি।'

'কী ধরনের গান তোমার পছন্দ?'

'সব ধরনের।'

www.MurchOna.com

'নাচ? নাচ কেমন লাগে?'

'ভালো।'

'গানকে বলা হয় হৃদয়ের শব্দ, আর নাচকে কী বলা হয় জান?'

'জ্বি না।'

'নাচকে বলা হয় শরীরের সঙ্গীত। নাচ কত রকমের আছে জান?'

'জ্বি না।'

'নাচ মূলত চার রকমের—ভারত নাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী, কথক। ইদানীং অবশ্যি আরো দুটা ধারা ধরা হচ্ছে—ওড়িশি, কুচিপুড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

'এ ছাড়াও আছে—যেমন ধর লোকনৃত্য, ছৌ ছৌ, রায়বেঁশে, বাউল, ঝুমুর, কাঠিনৃত্য, ব্রতচারী, খেমটা, কারবা, তয়ফা, ঠুমকি, বিহু, ভাংরা, গরবা....।'

তিতলী মনে মনে হাসল। মানুষটা তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। গান, নাচ এই দুটি বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ ব্যাপার মুখস্থ করে এসেছে। তিতলী কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, নাচের এইসব নামধাম আপনি মুখস্থ করেছেন কেন?

শওকত হাসতে হাসতে বলল, এর একটা মজার ইতিহাস আছে। আরেক দিন বলব।

'আচ্ছা।'

'তুমি কি গান গাইতে জান?'

'জ্বি না।'

'তোমার ফুফু যে বললেন তুমি সুন্দর গান কর।'

'ভুল বলেছেন। আমার অনেক গুণ আছে এটা বোঝানোর জন্যে বানিয়ে বলেছেন।'

'তুমি যদি গান শিখতে চাও আমি শেখাবার ব্যবস্থা করব। শিখতে চাও?'

'জ্বি না।'

'এমনভাবে কথা বলছ কেন? তোমার কি মাথাধরা কমে নি?'

তিতলী জবাব দিল না। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে আর ইচ্ছা করছে না।

আজ রীনার জীবনে খুব আনন্দময় একটা ঘটনা ঘটেছে। তার এমনই কপাল যে আনন্দের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন আশপাশে কেউ থাকে না। নিজের সুখ অন্যকে দেখিয়েও আনন্দ। এই সুখ থেকে রীনা বারবার বঞ্চিত হয়েছে।

www.MurchOna.com

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে একটা গল্পের বই নিয়ে সে ঘুমোতে গেছে। ফ্যান ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে সে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে। এই ঘুমের আলাদা মজা। ঘুমে যখন চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে তখন কমলার মা বলল, আফনেরে কে জানি খুঁজে? বুড়া এক লোক।

রীনা বিরক্ত হয়ে বসার ঘরে গেল। মাথাভর্তি সাদা চুলদাড়ির এক ভদ্রলোক বসে আছেন। এই গরমেও তাঁর গায়ে সাদা সামার কোট। ভদ্রলোককে খুব চেনা লাগছে আবার ঠিক চেনাও যাচ্ছে না। ভদ্রলোক বললেন, কী রে রীন রীন টিন টিন চিনতে পারছিস না?

রীনা হতভম্ব গলায় বলল, ছোটমামা!

'যাক চুলদাড়ি দিয়ে তোকে বিভ্রান্ত করতে পারি নি। তোকে কিন্তু আমি একবার দেখেই চিনেছি। হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় তোর চেহারা যা ছিল—শাড়ি পরা অবস্থাতেও তাই আছে, একটুকুও বদলায় নি।'

রীনা তার ছোটমামার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত প্রিয় একজন মানুষকে কতদিন পরে দেখা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো জীবন থেকে মানুষটা হঠাৎ উঠে এসেছে। যেন একটা স্বপ্নদৃশ্য।

'মা শোন, কেঁদে সময় নষ্ট করিস না, আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি গত তিন দিন ধরে ঢাকায় আছি কিন্তু তোর ঠিকানা বের করতে পারছিলাম না। আজ বিকেলে ফ্লাইট।'

'এক্ষুনি চলে যাবে?'

'হ্যাঁ এক্ষুনি চলে যাব। আমি হংকঙের একটা সেমিনারে এসেছিলাম। হঠাৎ ভাবলাম বাংলাদেশ হয়ে যাই। তোর সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবু যাক শেষ মুহূর্তে দেখা হল।'

'তুমি এমন বুড়ো হয়ে গেলে কেন মামা?'

'বয়স কত হয়েছে দেখবি না?'

'তুমি সত্যি আজই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ ইয়াং লেডি, তুই চোখের পানি মুছে ফেলে দুই-একটা কথাটথা বল আমি শুনি। তোর বরের সঙ্গে কথা বলার শখ ছিল ও তো মনে হয় অফিসে।'

'মামা আমি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করে দিচ্ছি ও চলে আসবে।'

'কোনো দরকার নেই। আসতে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে—ততক্ষণ আমি থাকব না। মা শোন আমি তোর জন্যে কোনো গিফট আনতে পারি নি—এখানে যে আসব তেমন পরিকল্পনা ছিল না। কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেল, তারপর দেখি টিকিটও এভেইলেবল। ভালো কথা, তোর ছেলেমেয়ে কী?'

'দুই ছেলে মামা—টগর এবং পলাশ।'

'বাহ্ নাম তো খুব সুন্দর! ওরা কোথায়?'

'ওরা তার ফুফুর বাসায় বেড়াতে গেছে।'

'আমার ভাগ্য খারাপ কারো সঙ্গে দেখা হল না। মা শোন আমি কিন্তু আর দশ মিনিট

www.MurchOna.com

থাকব তারপর উঠব। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

রীনার মামা সত্যি সত্যি দশ মিনিট থাকলেন। যাবার সময় রীনার হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, তোর বিয়েতে আমি কিছু দিতে পারি নি এখানে সামান্য কিছু ডলার আছে। তুই তোর বরকে নিয়ে তোদের পছন্দমতো কোনো উপহার কিনে নিস। ছোটমামা চলে যাবার পর রীনা খাম খুলে দেখে সাতটা এক শ ডলারের নোট। নিশ্চয়ই অনেক টাকা। জীবনে এই প্রথম রীনা ডলার দেখছে। সবুজ রঙের এই নোটগুলোর কী প্রচণ্ড ক্ষমতা!

সারা বিকাল রীনা ডলারভর্তি খাম নিয়ে ঘুরে বেড়াল। সাত শ ডলারে ঠিক কত টাকা হবে তাও জানে না। জানতে খুব ইচ্ছা করছে। যত টাকাই হোক সে একটা পয়সা খরচ করবে না। জমা করে রাখবে। শুধু শীতের আগে আগে টগর এবং পলাশের জন্যে সুন্দর দুটা স্যুয়েটার কিনবে। গত বৎসর এদের জন্যে দুটা স্যুয়েটার তার খুব পছন্দ হয়েছিল। একেকটার সাড়ে চার শ টাকা করে দাম। তার বাজেটে ছিল পাঁচ শ টাকা। তারেককে ভালো একজোড়া পামসু কিনে দিতে হবে। প্রতিবছর ঈদের বাজারের সময় সে পামসু দেখে বেড়ায়। জুতা পরে মচ মচ করে খানিকক্ষণ হাঁটে। রীনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে—ভালো ফিট করেছে। দাম শুনে আর কেনে না।

এই দুটা জিনিসের জন্যে সে যা টাকা লাগে খরচ করবে। তার বেশি না। একটা টাকাও না।

সন্ধ্যার আগে আগে তারেক ফেরে, আজ ফিরল না তবে হাসান ফিরল। রীনা প্রায় ছুটে গেল হাসানের ঘরে। উৎফুল্ল গলায় বলল, কেমন আছ হাসান?

হাসান প্রাণহীন গলায় বলল, ভাবী ভালো আছি।

হাসানের নিষ্প্রাণ গলা রীনার কানে বাজল না। সে আনন্দ ও উত্তেজনায় ঝলমল করছে।

'আজ এত সকাল সকাল ফিরলে যে?'

'একদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম কেমন লাগে।'

'কফি খাবে হাসান?'

'কফি?'

'আজ তোমার ভাইকে চমকে দেবার জন্যে একটিন কফি কিনিয়ে এনেছি। এতটুকু একটা টিন, দাম নিয়েছে আশি টাকা।'

'ভাবী কফি খাব না।'

'আহা খাও। আমিও তোমার সঙ্গে খাব।'

'বেশ তো খাব।'

রীনা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, হাসান তুমি কি জান বাংলাদেশে ডলার কত করে?

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাবী।'

'এক শ ডলারের বদলে বাংলাদেশি কত টাকা পাওয়া যাবে?'

www.MurchOna.com

'তুমি ডলারের খোঁজ করছ কেন?'

রীনা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আদার ব্যাপারি তো এইজন্যে ডলারের খোঁজ করছি। কত করে ডলার তুমি জান না?

'এক শ ডলারে তিন হাজার পাঁচ শ টাকা করে পাওয়া যায়।'

রীনা দ্রুত হিসাব করে বলল—চব্বিশ হাজার পাঁচ শ, কী সর্বনাশ!

'ভাবী বিড়বিড় করে কী বলছ?'

'আমি কী বলব তুমি বুঝতে পারবে না। দেখি তুমি হাত পাত তো। চোখ বন্ধ করে হাত পাত। আহা হাত পাত না।'

হাসান হাত পাতল।

রীনা তার হাতে একটা এক শ ডলারের নোট দিয়ে বলল, এটা তোমার।

'ভাবী ব্যাপারটা কী?'

'আমি কিছু ডলার পেয়েছি, সেখান থেকে এক শ ডলার তোমাকে দিলাম। তোমার টাকায় আমি কত অসংখ্যবার ভাগ বসিয়েছি আজ সামান্য কিছু তোমাকে ফেরত দিতে পেরে আমার কী যে ভালো লাগছে তা তুমি কোনোদিনও বুঝতে পারবে না।'

'ডলার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'আমার ছোটমামা। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেন নি। তিনি আজ দুপুরে হঠাৎ বাসায় এসে উপস্থিত। যাবার সময় আমাকে সাত শ ডলার দিয়ে গেছেন।'

'তুমি তো বিরাট বড়লোক ভাবী।'

'বড়লোকের চেয়ে বড় কথা হল—আমি কী যে খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'তোমার খিলখিল হাসি শুনে বুঝতে পারছি।'

'ডলারটা পকেটে রাখ হাসান।'

হাসান ডলারটা পকেটে রাখল। রীনা বলল, তোমার মুখ এমন শুকনো কেন তোমার কি শরীর খারাপ?

'না।'

'মন খারাপ?'

হাসান কিছু বলল না। রীনার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হল, সে চিন্তিতমুখে তাকিয়ে আছে। হাসানের যে মন এতটা খারাপ তা সে বুঝতে পারে না। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে হাসানকে।

'সত্যি কিছু হয় নি?'

'না।'

'আমাকে বলতে পার। আমি শ্রোতা হিসেবে ভালো। তোমার সমস্যা আমাকে শুনিয়ে লাভ হবে না। আমি কিছু করতে পারব না। তারপরও শুনতে চাই।'

'শোনাবার মতো কোনো সমস্যা হয় নি।'

www.MurchOna.com

'বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? তিতলী বেগম।'

হাসান সামান্য হাসল। শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, না ঝগড়া হয় নি।

'আমার মনে হচ্ছে তোমরা ঝগড়া করেছ। ভালবাসাবাসির সময়ে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। কঠিন প্রেম ভেঙে যায় যায় অবস্থাও হয়।'

'এসব কিছু না ভাবী। আমাদের কখনো ঝগড়া হয় নি। মনোমালিন্য হয় নি।'

'তাহলে কী?'

হাসান সহজ গলায় বলল, তিতলীর বিয়ে হয়ে গেছে।

রীনা বিস্মিত হয়ে বলল, কী বললে?

'কাল বিকেলে ওদের বাসায় গিয়ে শুনলাম হঠাৎ করে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কবে বিয়ে হল?'

'কবে বিয়ে হল বলতে পারব না। এত কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। ও বাসাতেই ছিল—দেখা হয় নি।'

রীনা কোমল গলায় বলল, হাসান মনটা কি খুব বেশি খারাপ হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'তোমার মন ভালো করার মতো কিছু কি আমি করতে পারি?'

'কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে খাওয়াতে পার।'

'তিতলীর উপর তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে?'

'না রাগ হচ্ছে না। এক সময় আমরা দুজন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যত অন্যায়ই করুক আমরা কেউ কারো ওপর রাগ করব না। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি।'

রীনা উঠে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, আমি তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসছি। হাসান বলল, এখন কফি খাব না ভাবী। পরে একসময় বানিয়ে দিও। কারো হাতে বরং খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি পাঠাও—পানির পিপাসা হচ্ছে।

ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র রীনার চোখে পানি এসে গেল। এমন একটা কষ্টের ব্যাপার ঘটেছে অথচ সান্ত্বনার কোনো কথা সে বলতে পারছে না। সান্ত্বনা হাসান চাচ্ছেও না। চাইলে নিজেই এসে বলত—। সে বলতে চায় নি রীনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করেছে। কোনো দরকার ছিল না। কেন সে জিজ্ঞেস করতে গেল? রীনা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রাত ন'টার মতো বাজে। টেবিলে রাতের খাবার দেবার সময় হয়েছে। কমলার মা আজ টেবিলে খাবার দেবে না। তার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। রীনা শংকিত বোধ করছে। কমলার মার লক্ষণগুলো ভালো মনে হচ্ছে না। তার শরীর খারাপটা দেশে যাওয়ার ছুতো না তো? প্রতিবারই দেশে যাবার আগে কমলার মার শরীর খারাপ করে। কয়েকদিন কোনো কাজকর্ম করে না। শুয়েবসে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে মন টিকছে না, দেশে যাব। টিনের ট্রাংক গুছিয়ে সে তৈরি। কার সাধ্য তাকে আটকায়। আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে সপ্তাহখানিক থেকে সে ফিরে আসে।

www.MurchOna.com

ঘরের ছেলের বউয়ের যন্ত্রণায় টিকতে পারে না। এবার যদি ছেলের বউ যন্ত্রণা না করে, যদি আদর-যত্ন করে তাহলে কী হবে? আচ্ছা রীনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু আগে সে হাসানের এত বড় একটা দুঃসংবাদ শুনেছে। শোনার পরে সে কিনা ভাবছে কমলার মার কথা?

রীনা রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। মনোয়ারার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন।

'বউমা শুনে যাও তো।'

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে ভীত গলায় বলল, মা কিছু বলবেন?

শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলার সময় তার সব সময় একটু ভয় ভয় লাগে।

'তোমাকে দুপুরে একবার বললাম না ডেটল পানি দিয়ে আমার ঘরটা মুছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে? এখন বাজে রাত ন'টা। ঘরটা মোছা হবে কখন? আর শুকাবে কখন?'

'কমলার মার শরীরটা খারাপ। শুয়ে আছে।'

'দুদিন পরে পরেই তো শুনি শরীর খারাপ। মাখনের শরীর নিয়ে ঝি-গিরি করতে আসে কেন? পটের বিবি সেজে পালংকে ঘুমায়ে থাকলেই পারে। তুমি বালতিতে করে এক বালতি পানি, ডেটলের শিশি আর একটা ন্যাকড়া দিয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরকে দিয়ে মোছাব। উপায় কী?'

'টগরদের খাইয়ে আমি নিজেই এসে মুছে দেব।'

'তোমার মুছতে হবে না। তারপর চারদিকে বলে বেড়াবে শাশুড়ি এই করেছে সেই করেছে। ছেলের বউয়ের কথা শোনার আমার দরকার নেই। এই বয়সে কথা শুনতে ভালো লাগে না।'

'আপনি কি মা এখন ভাত খাবেন?'

'এখন ভাত খাব না তো কি শেষরাতে খাব? এটা তো মা রোজার মাস না যে সেহেরি খাওয়াবে।'

'টেবিলে ভাত বেড়ে আপনাকে খবর দেব।'

'তারেক এসেছে?'

'জ্বি না।'

'এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকে?'

'জানি না মা।'

'জানি না মা বললে তো হবে না। জানতে হবে। পুরুষমানুষ আর ছাগল এই দুই জিনিসকে চোখে চোখে রাখতে হয়। কখন কিসে মুখ দেয় কিছু বলা যায় না। রাতে যেদিনই দেরি করে ফিরবে মুখের কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকবে। মদ ফদ খেয়েছে কি না বোঝার এইটাই বুদ্ধি। একদিন তোমার শ্বশুর কী করেছে শোন; বাসায় ফিরেছে রাত বারটায়। দেখি মুখভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দেখেই সন্দেহ হল কোনোদিন পান খায় না আজ হুজুর পান খাচ্ছেন কেন? মুখের কাছে মুখ নিতেই গন্ধ

www.MurchOna.com

পেলাম। বললাম, গন্ধ কিসের? তোমার শ্বশুর বলল, জর্দা দিয়ে পান খেয়েছি তো জর্দার গন্ধ। আমি বললাম, তুমি পানই খাও না—আজ একেবারে জর্দা দিয়ে পান। ব্যাপারটা কী? তখন দেখি হুজুর গাঁইগুঁই করে। একটু চাপ দিতেই আসল জিনিস বের হয়ে পড়ল। সে নাকি বন্ধুদের চাপে পড়ে অতি সামান্য হুইস্কি খেয়েছে। আমি বললাম, অতি সামান্যটা কত?

হুজুর বললেন, এক চামচ।

আমি বললাম, কত বড় চামচ? ডালের চামচ না চায়ের চামচ?

তরকারির চামচের এক চামচ।

আমি বললাম, এক চামচ হুইস্কি যখন খেয়েছ তখন এক চামচ গু খেতে হবে। গু খেলে বমি হবে। পেটের জিনিস বের হয়ে আসবে। আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, তোমাকে আজ আমি এক চামচ গু খাওয়াব বলেই চায়ের চামচে এক চামচ গু নিয়ে এলাম।'

রীনা শংকিত গলায় বলল, খাওয়ালেন?

'গু দেখেই হুজুরের খবর হয়ে গেল। বুঝে গেল আমি খাইয়ে ছাড়ব। বমিটমি করে ঘর ভাসিয়ে ফেলল। সত্যি সত্যি তো আর খাওয়াতাম না। ভাব ধরেছিলাম। ওই ভাবেই কাজ হয়েছে। শাশুড়ির কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ মা। সব সময় ভাব ধরবে। ভাবেই কাজ হবে। পুরুষমানুষ যদি রাত এগারটা–বারটার সময় ঘরে ফেরে তখন বুঝবে খবর আছে। অনেক কথা বলা হয়েছে এখন যাও ভাত দাও। হুজুর কোথায়?'

'টগর আর পলাশকে পড়াচ্ছেন।'

'তাহলেই কাজ হয়েছে। ওদের আর ইহজনমে পাস করা লাগবে না। হুজুরকে আগে ভাত দাও। হুজুরের খাওয়া শেষ হলে আমাকে দেবে।'

তারেক ফিরল রাত বারটার একটু আগে। রীনা দরজা খুলে দিল। তারেক বিব্রতমুখে বলল, দেরি করে ফেললাম। তুমি ভাত খেয়েছ? রীনা না সূচক মাথা নাড়ল।

'তুমি খেয়ে নাও। আমি খাব না। খেয়ে এসেছি।'

'কোত্থেকে খেয়ে এলে?'

'বলছি দাঁড়াও। হাতমুখটা ধুয়ে নি। শরীর ঘামে চট চট করছে। রিকশা পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা কাহিল। গোসল করে ফেলব কি না ভাবছি।'

'ভাবাভাবির কী আছে, কর।'

'তুমি এক কাপ চা দাও। গোসল করে গরম গরম এক কাপ চা খাব। আচ্ছা থাক তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে চা দিও।'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'লাবণীদের বাসায় মিলাদের দাওয়াত ছিল। ওর স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী। না গেলে ভালো দেখায় না। দুঃখী মেয়ে সেই জন্যেই যাওয়া।'

'মিলাদ কখন ছিল?'

www.MurchOna.com

'বাদ আছর ছিল। অফিস থেকে সরাসরি সেই জন্যেই চলে গিয়েছিলাম। মিলাদে লোকজন কিছুই হয় নি। বলতে গেলে আমি আর মওলানা সাহেব। মিলাদে তো আর আজকাল লোক হয় না, গানবাজনার জলসা হলে লোক হয়।'

'মিলাদ রাত বারটা পর্যন্ত চলল?'

'আরে না। আছর ওয়াক্তের মিলাদ খুব ছোট হয়। আমি চলে আসতাম লাবণী এমন কান্নাকাটি শুরু করল। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাত হয়ে গেল।'

তারেক বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রীনার খিদে মরে গেছে। কিছু মুখে দিতে ইচ্ছা করছে না। তারপরেও তাকে খেতে বসতে হবে কারণ লায়লা তার সঙ্গে খাবে বলে এখনো খায় নি। ভাবী খায় নি বলে সে না খেয়ে বসে থাকবে লায়লা তেমন মেয়ে নয়। তার পেটে বিশেষ কোনো গল্প আছে বলেই সে ভাবীর সঙ্গে নিরিবিলিতে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে।

খেতে বসে রীনা বলল, কিছু বলবে লায়লা?

লায়লা বলল, না তো।

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও।'

'কিছু বলতে চাই না। বলব আবার কী? ভাবী তুমি কি কখনো মাড ট্রিটমেন্ট করেছ?'

'মাড ট্রিটমেন্টটা কী?'

'মাড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভাবী অদ্ভুত একটা জিনিস। মুখের চামড়া ঠিক করার জন্যে এরচে ভালো কিছু হতে পারে না। কী করতে হয় শোন—কিছু এঁটেল মাটি নিতে হয়। কাগজি লেবুর রস, জামপাতার রস আর সামান্য ফিটকিরি মিশিয়ে এঁটেল মাটিটাকে কাদা বানাতে হয়। খুব মিহি কাদা প্রয়োজনে শিলপাটায় বেটে নেয়া যায়। তারপর সেই মিহি কাদাটা মুখে মেখে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। সকালবেলা মুখ ধুয়ে ফেলা। সপ্তাহে একদিনও যদি করা যায় তাহলে মুখে কোনোদিনও রিংকেলস পড়ে না। চামড়া হয় উজ্জ্বল এবং সফট.....'

লায়লা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে রীনা মনে মনে ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল—মেয়েটা কী সুখে আছে! পৃথিবীর কোনো সমস্যাই তাকে স্পর্শ করে না। সে আছে নিজের মতো। সাজগোজের সামান্য উপকরণ পেলেই সে তৃপ্ত। সংসার চলছে না, একটা ভাইয়ের চাকরি নেই, তার নিজের বিয়ের কিছু হচ্ছে না—তাতে কী?

'ভাবী।'

'হুঁ।'

'তুমি আমাকে খানিকটা এঁটেল মাটি যোগাড় করে দেবে?'

'তুমি মাড ট্রিটমেন্ট করে কী করবে। তোমার মুখের চামড়া এমনিতেই উজ্জ্বল। আয়নায় নিজেকে দেখ না?'

'দেখি তো। সারাক্ষণই তো আয়নায় দেখি। আমার নিচের ঠোঁটটা ভাবী একটু বেশি মোটা, আরেকটু কম মোটা হলে ভালো লাগত।'

www.MurchOna.com

'মোটা ঠোঁটের আলাদা সৌন্দর্য আছে।'

'এটাও ভাবী ঠিক বলেছ। পুরুষরা মোটা ঠোঁট পছন্দ করে। মোটা ঠোঁটের মেয়েদের খুব সেক্সি লাগে তো এই জন্যে।'

হাসান ভাত খাবে না।

তার জ্বর এসেছে। রীনা গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে আসলেই জ্বর। বেশ ভালো জ্বর।

রীনা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুচি হচ্ছে না। প্লেটভর্তি ভাত রেখে উঠতেও কষ্ট হচ্ছে। ছোটবেলায় মা বলতেন না খেয়ে ফেলে রাখা প্রতিটা ভাত সত্তরটা করে সাপ হয়ে দংশন করবে। সেই স্মৃতি বোধহয় মনে রয়ে গেছে।

'ভাবী তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ?'

'না।'

'ভাবী মন সব সময় ভালো রাখতে হবে। মন খারাপ হলে শরীরের ওপর তার এফেক্ট হয়। চোখের নিচে কালি পড়ে, মুখের চামড়া টামড়া চিমসে মেরে যায়। মাথার চুলও পাতলা হয়ে যায়।'

'এই জন্যেই কি তুমি কখনো মন খারাপ কর না?'

'অনেকটা তাই। আমি দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করি ভাবী।'

'দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপনের পদ্ধতি এক সময় তোমার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে। আমি সব সময় ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় থাকি।'

'তোমাকে দেখে অবশ্যি তা বোঝা যায় না। তবে এক সময় বোঝা যাবে। হঠাৎ একদিন দেখা যাবে তুমি বুড়ি হয়ে গেছ। তোমার চামড়ায় রিংকেলস পড়েছে।'

'তখন মাড ট্রিটমেন্ট করব। এ ছাড়া আর উপায় কী?'

'ভাবী কমলার মা তো দেশে যাচ্ছে ওকে বলেছি কিছু এঁটেল মাটি নিয়ে আসতে।'

রীনা শংকিত গলায় বলল, ও দেশে যাচ্ছে নাকি?

'হ্যাঁ আমাকে তো বলল, তার নাকি শরীর টিকছে না।'

'কী সর্বনাশের কথা!'

'এক বস্তা এঁটেল মাটি নিয়ে এলে আমাদের অনেক দিন চলে যাবে।'

রীনা চা বানাতে বসেছে। লায়লা তার পাশে বসে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। রীনার মনে হল লায়লা তার মার স্বভাব পেয়েছে। দুজনই কথা বলতে পছন্দ করে। মাকে কথাগুলো বলা হচ্ছে সে শুনছে কি শুনছে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তারেক গোসল শেষ করে তার ভাইয়ের ঘরে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা আসবে। চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের অভ্যাসটা বোধহয় হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। একটা প্যাকেট কিনে আলমিরাতে রেখে দিতে হবে।

হাসানের ঘরে বাতি জ্বলছে। সে আধশোয়া হয়ে আছে। সন্ধ্যা থেকেই তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল এখন যন্ত্রণাটা বেড়েছে। জ্বর এসেছে। জ্বরটা কত কে জানে। মনে হচ্ছে

www.MurchOna.com

আজ রাতে ঘুম হবে না। আর ঘুম হলেও হাঁসের স্বপ্নটা দেখবে।

'তোর শরীর খারাপ নাকি রে?'

'না।'

'মুখটুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে আছে। তোর কাছে কি সিগারেট আছে? থাকলে একটা দে।'

হাসান প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট বের করে ভাইয়ের দিকে দিল। তারেক বলল, আরেকটা দে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাব।

'তোমার দেখি সিগারেটের নেশা হয়ে যাচ্ছে।'

তারেক হাসল। হাসানের মনে হল তার ভাইকে আজ খুশি খুশি লাগছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার জীবনে আনন্দময় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

'ভাইয়া বস।'

'তোর ভাবীকে বলেছিলাম চা দিতে। ভুলে গেছে কি না কে জানে।'

'ভাবী ভুলবে না।'

'তুই খাবি? তুই খেলে রীনাকে বলে আসি।'

'আমি খাব না। তুমি খাও।'

তারেক বসল। আরাম করে সিগারেট ধরাল। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর চাকরির ব্যাপারে আজ কথা বললাম।

'কার সঙ্গে কথা বললে?'

'লাবণীর সঙ্গে কথা বললাম। লাবণীর আপন মামা কমার্স মিনিস্টার। তাদের হাতে অনেক চাকরি। লাবণীর চাকরির ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।'

'আজ কি তুমি ওই মহিলার বাসায় গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'প্রায়ই কি যাও?'

'প্রায়ই যাব কী? মাঝেমধ্যে যাই। দুঃখী মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বললে মনে শান্তি পায়। আজ ওর হাসবেন্ডের মৃত্যুদিবস ছিল। সেই উপলক্ষে মিলাদ।'

'ও।'

'লাবণীকে চিটাগাং বদলি করে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহে চলে যাবে। অফিসের কাণ্ডকারখানা দেখ—একটা মহিলা হুট করে তাকে বদলি করে দিল চিটাগাং।'

'উনার মামাকে দিয়ে বলালেই বদলি রদ হয়ে যাবে।'

'লাবণীও চিটাগাং যেতে চাচ্ছে—সেখানে কোয়ার্টার পাবে। নিজের মতো করে থাকতে পারবে। অবশ্যি আজকালকার সোসাইটি যা হয়েছে একজন মহিলার পক্ষে বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে থাকা মুশকিল। তার উপর আবার বিধবা।'

'হুঁ।'

'একা একা চিটাগাং যেতেও ভয় পাচ্ছে। আমি বলেছি পৌঁছে দেব।'

'তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না ভাইয়া।'

www.MurchOna.com

'এত জিনিসপত্র নিয়ে একা একা যাবে কীভাবে?'

'দরকার হলে আমি পৌঁছে দেব।'

'তোর সঙ্গে যাবে কেন? তোকে সে চেনে নাকি? আমাকেই যেতে হবে। তোর ভাবীকে বলব দুদিনের একটা ট্যুর পড়ে গেছে।'

হাসান গভীর বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম সহজ সরল ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে—যেন জীবনে জটিলতা বলতে কিছুই নেই। জীবনটা শান্ত দিঘির জলের মতো।

রীনা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হল।

'তুমি এখানে আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তারেক আনন্দিত গলায় বলল, হাসানের সঙ্গে গল্প করছিলাম—ওর চাকরির একটা লাইন পাওয়া গেছে। লাবণীর এক মামা হচ্ছেন কমার্স মিনিস্টার। ফুল মিনিস্টার না—প্রতিমন্ত্রী। তবে প্রতিমন্ত্রীদেরও অনেক ক্ষমতা। মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। লাবণী বলেছে একটা বায়োডাটা তৈরি করে ওর হাতে দিতে।

রীনা গম্ভীর গলায় বলল, ভালো কথা, দিও।

তারেক উৎসাহী গলায় বলল, হাসান তুই সুন্দর করে একটা বায়োডাটা তৈরি করে দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে দে, সার্টিফিকেট মার্কশিটের ফটোকপি দিবি, দুটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, লেটার অব রেফারেন্স কিছু থাকলে তাও দিবি।

'আচ্ছা দেব।'

'আমি যাই তুই আরাম করে ঘুমো। এত চিন্তা করে কী হবে। রুটিরুজি নিয়ে এত চিন্তা করতে নাই।'

তারেক চলে যাবার পর হাসান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। গত রাতে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোতে পারে নি—মনে হয় আজো ঘুমোতে পারবে না। কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসা দরকার ছিল।

তিতলী অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সুখে আছে—গল্প করছে এই চিন্তাটাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তিতলী কী নিয়ে গল্প করে? তার গল্প করার বিষয়বস্তুর অভাব হবার কথা না। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও সে সুন্দর কথা বলে। বড়লোক স্বামীর ঘর করছে—গানও নিশ্চয়ই এখন শিখবে। সে কি তার স্বামীকে ওই গানটা শোনাবে? যে গানটা তাকে শোনাবার কথা ছিল। গানটার লাইনগুলো কী? আশ্চর্য এখনো মনে আসছে না। এক কপি গীতবিতান কিনে প্রতিটি গানের প্রথম লাইনের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই গানটা পাওয়া যাবে। হাসান সেটা চাচ্ছে না। তার ইচ্ছা আপনাতেই গানটা তার মনে আসুক। "বিধি ডাগর আঁখি"? উঁহুঁ। "চরণ ধরিতে দিও গো...." উঁহুঁ। না তাও না। তাহলে গানটা কী?

হাসানের মাথা দপ দপ করছে। সে উঠে এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ আছে—চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না। ডানদিকের

www.MurchOna.com

সাততলা বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তিতলী এবং তার স্বামী কি চাঁদটা দেখতে পাচ্ছে? আচ্ছা তারা কি জেগে আছে? জেগে থাকারই কথা। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রীরা চট করে ঘুমোতে যায় না। এক ধরনের মধুর ইনসমনিয়ায় তারা আক্রান্ত হয়। হাসানের মাথাধরাটা আরো বাড়ছে। সে বাথরুমের দিকে রওনা হল। কলের নিচে মাথা দিয়ে সে কলটা অনেকক্ষণ ছেড়ে রাখবে। কলে পানি আছে তো? কদিন ধরে পানির খুব টানাটানি যাচ্ছে। সন্ধ্যারাতেই পানির ট্যাংক খালি হয়ে থাকে। আজ কি কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ?

এক শ ডলারের নোটটা হাসান ভাঙিয়েছে। তার ভাগ্য ভালো ডলারের দাম হঠাৎ চড়ে যাওয়ায় তিন হাজার সাত শ টাকা পেয়ে গেছে। এক শ টাকার নোটে পাঞ্জাবির পকেট ভর্তি। একটা হাত সব সময় পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে হচ্ছে। সব সময় টাকা ছুঁয়ে থাকা।

হাসান আজ কিছু উপহার কিনবে। লিটনের স্ত্রীর জন্যে ভালো একটা শাড়ি। লিটনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা এবং একজোড়া স্যান্ডেল। লিটনের স্যান্ডেল দেখে সেদিন খুব মায়া লেগেছিল। উপহারের চেয়ে টাকাটা পেলে তাদের কাজে লাগত। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় বিয়ে করার যন্ত্রণায় হাসানকে যেতে হয় নি। এটা কম কি?

তার জীবনে যা ঘটেছে মনে হয় ঠিকই ঘটেছে। তিতলীর ভালো বিয়ে হয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে কষ্ট করবে তারপর সেই কষ্ট গা সহা হয়ে যাবে। সব কষ্টই মানুষের একসময় শেষ হয়ে যায়। মানুষের কষ্ট গ্যাস বেলুনের মতো—উঁচুতে উঠে থাকে—এক সময় না এক সময় সেই বেলুন নেমে আসতে থাকে। বেলুনভর্তি গ্যাস থাকে ঠিকই তবে গ্যাসের বেলুনকে উড়িয়ে রাখার ক্ষমতা থাকে না।

হাসান সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি কিনল। শাড়ি কেনার সময় তিতলীর কথা মনে পড়ল। কোন রংটা তিতলীকে মানাবে ভেবে কেনা। শাড়ি পছন্দ করার একটা বুদ্ধিও তিতলী তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। সেই বুদ্ধিটাও খুব সুন্দর। "দোকানদার অনেকগুলো শাড়ি মেলে ধরবে। তখন তুমি দেখবে কিছু কিছু শাড়ি তোমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে। ওই শাড়িগুলোই শুধু কিনবে।" তিতলী সব সময় মজার মজার কথা বলত। এখনো কি বলে?

লিটনকে তার মেসে পাওয়া গেল। কেরোসিনের চুলায় সে ভাত বসিয়েছে। একটা

www.MurchOna.com

বাটিতে ডিম ফেটে রেখেছে। ভাত নেমে যাবার পর ডিম ভাজবে। লিটন হাসানকে দেখে লাফিয়ে উঠল—আরে তুই।

'ভাবীকে দেখতে এসেছি, আমাকে নিয়ে চল।'

লিটন হাসিমুখে বলল, আশ্চর্য কাণ্ড, আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি তুই এসেছিস। খুবই অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখি কী, আমি আর শম্পা কক্সবাজারে বেড়াতে গেছি। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছি। হঠাৎ শম্পা চেঁচিয়ে বলল, ওই দেখ তোমার বন্ধু বসে আছে। আমি বললাম, তুমি তো তাকে কোনোদিন দেখ নি। চিনলে কী করে। শম্পা তখন এমন হাসতে শুরু করল যে হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত তিনটা বাজে। তারপর আর ঘুম হয় নি। রাতে চা বানিয়ে খেলাম। সকালে দোকান থেকে পরোটা এনে খেয়েছি। এখন এগারটা বাজে, এর মধ্যে ক্ষিধে লেগে গেছে। ভাত বসিয়েছি।

'নিজেই রান্না করে খাস?'

'হুঁ। খরচ বাঁচে। অবস্থা কাহিল রে দোস্ত।'

'তুই ভাত খেয়ে নে। আমি বসি।'

'তোকে একটা ডিম ভেজে দি খা।'

'না—আমি খাব না।'

'খা নারে দোস্ত। আমি গরিব মানুষ এর বেশি কী দেব। দাঁড়া আমি চট করে একটা ডিম নিয়ে আসি।'

'আমার জন্যে কিচ্ছু আনতে হবে না। তুই খেয়ে শেষ কর। তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি—গায়ে দিয়ে দেখ লাগে কি না।'

'আমার জন্যে পাঞ্জাবি কেন? আমি কী করলাম?'

'তুই বিয়ে করেছিস। ফকির অবস্থায় বিয়ে করে যে সাহস দেখিয়েছিস সেই সাহসের পুরস্কার।'

'মাই গড! স্যান্ডেলও কিনেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ। তোর এখনকার স্যান্ডেলজোড়া দয়া করে আমার হাতে দে। আমি নিজে ডাস্টবিনে ফেলব।'

'এত দামি পাঞ্জাবি কিনেছিস? টাকা পেলি কোথায়? তোর কি চাকরি বাকরি কিছু হয়েছে?'

'না। শোন লিটন তোদের উপহার দেয়ার জন্যে আমি কিছু টাকা বাজেট করেছিলাম। উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচে গেছে। এই টাকাটাও আমি দিতে চাই। কার কাছে দেব? তোর কাছে না তোর স্ত্রীর কাছে?'

লিটন কথা বলছে না। তার ডিম ভাজা হয়ে গেছে—আগুনগরম ভাত সে কপ কপ করে খাচ্ছে। অভাবের সময় মানুষের ক্ষিধে বেশি লাগে এটা বোধহয় ঠিক।

'হাসান।'

'হুঁ।'

www.MurchOna.com

'তুই যে খুব অদ্ভুত একটা প্রাণী তা কি তুই জানিস?'

'না।'

'তোর বন্ধুবান্ধবরা সবাই কিন্তু এটা জানে।'

'জানলে তো ভালোই।'

'কত মানুষের দোয়া যে তোর উপর আছে!'

'দোয়ায় তো কাজ হয় না।'

'তা হয় না। কাজ হলে আমার দোয়াতেই তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ভালো চাকরি বাকরি করে সুখে ঘর–সংসার করতি।'

'আমি সুখেই আছি।'

'সুখে থাকলে তো ভালোই।'

লিটন নতুন পায়জামা–পাঞ্জাবি পরল। স্যান্ডেল পরল। হাসিমুখে বলল, হাসান আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

'খুবই ভালো দেখাচ্ছে শুধু মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িটায় সমস্যা করছে। ভালোমতো শেভ কর।'

'নাপিতের দোকানে শেভ করব। শম্পা আজ কী যে খুশি হবে—ওর খুশি খুশি মুখ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গত চার দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'কেন?'

'খুবই লজ্জার ব্যাপার—তোকে বলতেও লজ্জা লাগছে।'

'লজ্জা লাগলে বলার দরকার নেই।'

'শোন। তোকে না বললে আর কাকে বলব, হয়েছে কী, শেষবার যখন শম্পার সঙ্গে দেখা হল সে হঠাৎ খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে? আমি বললাম, কত? সে বলল, পাঁচ শ টাকা দিলেই হবে। আমি বললাম, আজ তো সঙ্গে নেই। পরের বার যখন আসব নিয়ে আসব। টাকার যোগাড় হয় নি যাওয়াও হয় নি। আজ তুই যখন বললি, উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচেছে তুই টাকাটা দিয়ে দিতে চাস তখন আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তুই বোধহয় লক্ষ্য করিস নি আমি সেই সময় ডিম ভাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পুরুষমানুষের চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।'

শম্পা শাড়ি দেখে ছেলেমানুষের মতো খুশি হল। কয়েকবার বলল, আশ্চর্য এত সুন্দর শাড়ি! এত সুন্দর রং!

লিটন বলল, যাও তো তুমি শাড়ি পরে আস। আর এই খামটা রাখ।

'খামে কী?'

'এক হাজার টাকা আছে। রেখে দাও—টুকটাক খরচ আছে না?'

শম্পা খুবই লজ্জিত ভাবে হাসানের দিকে তাকাচ্ছে। লিটন বলল, হাসান মিষ্টি এনেছে—মিষ্টি ভেতরে দিয়ে আস। বাচ্চারা খাক। আর শোন তুমি হাসানের সঙ্গে

www.MurchOna.com

দু-একটা কথাটথা বল। এমন মূর্তির মতো বসে আছ কেন?

শম্পা আরো লজ্জিত হয়ে বলল, আমি শাড়িটা পরে আসি। আর শোন তুমি এই চার দিন আস নি কেন?

'মানুষের কাজকর্ম থাকে না?'

শম্পা হাসানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লিটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি গতকাল তোমার মেসে গিয়েছিলাম। তুমি ছিলে না। কেউ তোমাকে বলে নি?

'কী আশ্চর্য! তুমি মেসে উপস্থিত হলে কোন আন্দাজে। তোমাকে না বলেছি আজেবাজে জায়গায় থাকি কখনো যাবে না।'

'কেন তুমি চার দিন আসলে না?'

শম্পার চোখে পানি এসে গেছে। একটু আগে যে মেয়ে শাড়ি হাতে আনন্দে ঝলমল করছিল এখন সে প্রায় বাচ্চাদের মতোই শব্দ করে কাঁদছে। হাসান খুব অস্বস্তিতে পড়েছে। আবার তার খুব ভালোও লাগছে। তার মন বলছে লিটনের সব সমস্যার সমাধান হবে। তাদের দুজনের সুন্দর সংসার হবে। সেই সংসারে চাঁদের মতো খোকাখুকু আসবে। ভালবাসার পবিত্র অশ্রু প্রকৃতি কখনো অবহেলা করে না।

লিটন খুবই বিব্রত বোধ করছে। তার অসহায় মুখ দেখেও হাসানের মায়া লাগছে। এদের দুজনের মাঝখানে এখন তার আর থাকা ঠিক না। তার সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই সুন্দর আনন্দময় দৃশ্য দেখার লোভও সামলানো যাচ্ছে না।

লিটন বলল, শম্পা তুমি যাও তো শাড়িটা পরে আস। আর শোন প্লেটে করে হাসানকে একটু মিষ্টি দাও। ওর মিষ্টিই ওকে খাইয়ে দি। বেলপাতায় বেলপূজা। হা হা হা।

শম্পা শাড়ি হাতে ভেতরে চল গেল। লিটন বলল, হাসান আমার বউকে কেমন দেখলি?

'সুন্দর। খুব সুন্দর।'

'ছেলেমানুষ—বয়সও অবশ্য কম। জুন মাসে আঠার হবে। এই কদিন আসি নি কেঁদেকেটে কী সিন ক্রিয়েট করল দেখলি। তুই থাকায় রক্ষা নয়তো আরো হইচই করত।'

'লিটন তুই এক কাজ কর বউকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরে বেড়া। কিছু টাকা তো আছে?'

'কোথায় ঘুরব?'

'জাদুঘর, চিড়িয়াখানা কিংবা এক কাজ কর—সদরঘাটে গিয়ে একটা নৌকা ভাড়া কর। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরবি। কিছু খাবারদাবার সঙ্গে নিবি, একটা ফ্লাস্কে করে চা।'

'নৌকা ভাড়া কত জানিস?'

'ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া। পঞ্চাশ টাকা করে ঘণ্টা। নৌকায় বসে দুজনে গল্পগুজব করবি।'

www.MurchOna.com

'মাজি ব্যাটা তো সব শুনবে।'

'শুনুক, অসুবিধা কী?'

'তুইও চল আমাদের সাথে।'

'আরে না। আমি না। পুরো ব্যাপারটাই দুজনের।'

'শম্পার চুল কত লম্বা দেখেছিস?'

'হ্যাঁ, খুব লম্বা চুল।'

'সেদিন কী বলল শোন, ফট করে বলল, আমি যদি তার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া করি তাহলে সে চুল কেটে ফেলবে। যা সেনসেটিভ স্বভাব—কেটে ফেলবে তো বটেই। আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।'

লিটন তৃপ্তির হাসি হাসছে। হাসান মুগ্ধ হয়ে লিটনের হাসি দেখছে। না, শম্পা মেয়েটা ভাগ্যবতী। সে তার এক জীবনে অসংখ্যবার স্বামীর সুন্দর হাসি দেখবে।

হিশামুদ্দিন সাহেব বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়লেন তখন হঠাৎ তাঁর মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। অস্পষ্ট কাঁপুনি। আশ্চর্য কাণ্ড! সেই কাঁপুনি তাঁর শরীরের প্রতিটি কোষে ঢুকে যাচ্ছে। শরীরও কাঁপছে। ব্যাপারটা কী? তিনি এক হাতে বেসিনে ধরে ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলালেন। ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় ছুটে যেতে হয়। তাঁর পা জমে গেছে—তিনি বাথরুম থেকে বেরোবার আশা ছেড়ে দিলেন। বের হওয়া এখন অসম্ভব। তাঁকে যেতে হবে দরজা পর্যন্ত। দরজার লক খুলতে হবে। অথচ পা জমে আছে। ভূমিকম্পের দুলুনি আরো বাড়ছে। তাঁর শরীরের দুলুনিও বাড়ছে। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন—চিত্রলেখা! চিত্রলেখা! নিজের গলা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে কি না তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চারদিক থেকে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। সবাই যেন টিনের থালাবাসন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। তিনি আবারো ডাকলেন—চিত্রলেখা! চিত্রলেখা। কেউ কি আযান দিচ্ছে। তিনি আযানের শব্দও শুনছেন।

মহাপ্রাকৃতিক বিপদে মানুষ আযান দেয়। আযান কে দিচ্ছে? মোতালেব?

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকছে—বাবা দরজা খোল। দরজা খোল। কে ডাকছে? চিত্রলেখা? তার গলা তো এমন না। মনে হচ্ছে দশ বছরের কোনো বালিকা।

'বাবা তোমার কী হয়েছে?'

www.MurchOna.com

'ভূমিকম্প হচ্ছে রে মা।'

'দরজাটা খোল তো বাবা।'

'আমি নড়তে পারছি না রে মা।'

খোলা কল দিয়ে ছড়ছড় শব্দে পানি পড়ছে। বাথরুমের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে। হিশামুদ্দিন বুঝতে পারছেন তাঁর বাথরুমের দরজার পাশে অনেকেই ভিড় করেছে। দরজায় শব্দ হচ্ছে। তারা বোধহয় দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টা বাদ দিয়ে তাদের উচিত—নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়া। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কারো দিকে তাকাতে হয় না। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কারো দিকেই না। শুধুই নিজেকে বাঁচানো। তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। প্রকৃতি মানুষের ডিএনএ কোডে এই ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির মমতা তার সৃষ্টির জন্যে। প্রকৃতি জানে মহা বিপদের সময় যদি একে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে তাহলে কেউ বাঁচবে না। কাজেই প্রকৃতি এই বিধান ডিএনএ–তে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যে বিধানে ভয়ংকর বিপদে মানুষের সব চিন্তা নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু এরা এমন করছে কেন? এরা কেন ছুটে গিয়ে মাঠে কিংবা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে না। টিনের থালাবাসন পেটানোরও বা অর্থ কী। আনন্দের কোনো ব্যাপার তো না যে ঘণ্টা বাজাতে হবে?

বাথরুমের দরজা ভাঙা হয়েছে। দরজার ওপাশে উদ্বিগ্নমুখে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মোতালেব, রহমতউল্লাহ, চিত্রলেখা। চিত্রলেখা বাথরুমে ঢুকে বাবার হাত ধরল। পানির ট্যাপ বন্ধ করল। হিশামুদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। চিত্রলেখা বলল, ভূমিকম্প হচ্ছে না। তোমার শরীর খারাপ করেছে। মনে হয় প্রেসার সাডেন শুট করেছে। তুমি কি আমার হাত ধরে ধরে হাঁটতে পারবে? নাকি তোমাকে কোলে করে নিতে হবে?

'হাঁটতে পারব।'

'তাহলে এস।'

'পা আটকে গেছে। পা নাড়াতে পারছি না।'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপাতত পা না নাড়ালেও চলবে। তোমাকে কোলে করে নেবার ব্যবস্থা করছি।'

হিশামুদ্দিন সাহেব খুবই বিস্মিত হচ্ছেন। কল বন্ধ করা হয়েছে অথচ এখনো পানি পড়ার ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দটা মাথার ভেতর ঢুকে পড়েছে। অনন্তকাল এই শব্দ মাথার ভেতর হতেই থাকবে। একঘেয়ে শব্দের জন্যে হিশামুদ্দিন সাহেবের কেমন ঘুমও পেয়ে গেছে। যন্ত্রণাময় ঘুম। প্রবল জ্বরের সময় এ ধরনের ঘুম পায়। ঘুম হচ্ছে অথচ শারীরিক সব যন্ত্রণা টের পাওয়া যাচ্ছে। সবার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—এ রকম।

হিশামুদ্দিন সাহেব শুয়ে আছেন তাঁর নিজের খাটে। ঘর অন্ধকার। জানালার সব পরদা টেনে দেয়া। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। দিনের শুরুটা ঠাণ্ডা। ফ্যানের বাতাসে তাঁর শীত শীত লাগছে। গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে দিতে কি চিত্রলেখাকে বলবেন? শীত শীত ভাবটা খুব যে খারাপ লাগছে তা না। মাঝে মাঝে একটু শুধু কাঁপন লাগছে—

www.MurchOna.com

এই যা।

'শরীরটা এখন কেমন লাগছে বাবা?'

'ভালো।'

'তোমার ব্লাডপ্রেসার এখন অনেকখানি কমেছে। তবে পালস রেট এখনো হাই—মিনিটে ৯৮, তবে রেগুলার হয়েছে—আগে খানিকটা ইরেগুলারিটি ছিল। তোমাকে আমি ট্রাংকুলাইজার দিয়েছি। এতে ঘুম হবে কিংবা তন্দ্রার মতো হবে। তোমার থরো চেকাপের একটা ব্যবস্থা আমি করছি। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা তুমি নাড়াতে পার কি না একটু দেখ তো।'

হিশামুদ্দিন পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়ালেন। চিত্রলেখা বলল, গুড। এখন ব্রেকফাস্ট কর। হালকা কিছু খাও। দুধ সিরিয়েল, আধ কাপ ফলের রস। এক কাপ আগুনগরম চা।

'তুই তো সত্যিকার ডাক্তারদের মতো কথা বলছিস।'

'আমি তো সত্যিকারেই ডাক্তার। আমি এখন একটু বের হব। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তোমার কানে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল সেটা কি এখনো হচ্ছে?'

'না।'

'একসেলেন্ট। কাঁপছ কেন? তোমার কি শীত লাগছে?'

'একটু মনে হয় লাগছে।'

'গায়ে চাদর দিয়ে দেব?'

'না।'

'আমি রহমতউল্লাহকে তোমার নাশতা দিয়ে যেতে বলেছি।'

'কটা বাজে?'

'এখন বাজছে আটটা পঁয়ত্রিশ।'

'আজ এগারটার সময় একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'শুধু আজ না, আগামী এক সপ্তাহ তোমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তুমি বিছানায় শুয়ে রিলাক্সড করবে। গল্প করবে। বইটই পড়বে।'

'আজ এগারটায় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা ক্যানসেল করা যাবে না।'

'সব অ্যাপয়েন্টমেন্টই ক্যানসেল করা যায়। মৃত্যুর সঙ্গে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটাকেও পেছনের ডেটে সরানোর জন্য আছি আমরা—ডাক্তাররা।'

'সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু ক্যানসেল হয় না।'

'আজ হয় না একদিন হবে। মানুষ অমরত্বের কৌশল জেনে যাবে। এজিং প্রসেস—বৃদ্ধ হবার প্রক্রিয়াটা জানার চেষ্টা হচ্ছে—যেদিন মানুষ পুরোপুরি জেনে যাবে ব্যাপারটা কী সেদিনই দেখবে মৃত্যু জয় করার চেষ্টা শুরু হবে।'

'ভালো।'

'তিন হাজার সনের মানুষের অমর হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

হিশামুদ্দিন সহজ গলায় বললেন, তিন হাজার সনের মানুষ তাহলে খুব দুঃখী মানুষ।

www.MurchOna.com

মৃত্যুর আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত।'

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বলল, মৃত্যুর আবার আনন্দ কী?

হিশামুদ্দিন হাসিমুখে বললেন, আনন্দ তো মা আছেই। আমরা জানি একদিন আমরা মরে যাব এই জন্যেই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর লাগে। যদি জানতাম আমাদের মৃত্যু নেই তাহলে পৃথিবীটা কখনো এত সুন্দর লাগত না।

'তুমি ফিলোসফারদের মতো কথা বলছ বাবা।'

'আর বলব না। ক্ষিধে লেগেছে নাশতা দিতে বল। আর শোন দুধ সিরিয়েল খাব না। দুধ-চিড়া খাব। দুধ-চিঁড়াও না—দই-চিঁড়া। পানিতে ভিজিয়ে চিঁড়াটাকে নরম করে টক দই, সামান্য লবণ, কুচিকুচি করে আধটা কাঁচামরিচ....এটা হচ্ছে আমার বাবার খুবই প্রিয় খাবার।'

'তুমি যেভাবে বলছ আমারও খেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। এক কাজ করলে কেমন হয় আগামীকাল আমরা এই নাশতাটা খাব—আজ আমার মতো খাও।'

'আচ্ছা।'

'আমি চলে যাচ্ছি, রহমতউল্লাহ ঠিক দশটার সময় দুটা ট্যাবলেট দেবে তুমি হাসিমুখে খেয়ে নেবে।'

'আচ্ছা হাসিমুখেই খাব।'

হিশামুদ্দিন সাহেব নাশতা খেলেন। রহমতউল্লাহ তাকে খাটে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভীতচোখে তাকিয়ে আছে। সাধারণত তিনি তার নাশতা বা খাবার একা একা খান। কেউ পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। আজো লাগছে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

'রহমতউল্লাহ।'

'জ্বি স্যার।'

'কাল দই-চিঁড়া খাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'দই-চিঁড়া আমার বাবার খুব প্রিয় খাবার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হিশামুদ্দিনের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি ঠিক কথা বলছেন না। দই-চিঁড়া তাঁর বাবার প্রিয় খাবার না। গরিব মানুষদের কোনো প্রিয় খাবার থাকে না। খাদ্যদ্রব্য মাত্রই তাদের প্রিয়। তাঁর বাবা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিছু খেতে পারতেন না তখন বলেছিলেন, দই-চিঁড়া দে। দই-চিঁড়া বলকারক, খেতেও ভালো। সেই দই-চিঁড়ার ব্যবস্থা হয় নি। তাঁর বাবার বিচিত্র ধরনের অসুখ হয়েছিল। অসহ্য গরম লাগত। কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে হাওয়া করেও সেই গরম কমানো যেত না। রাতে ঘরে ঘুমোতে পারতেন না। বারান্দায় হাওয়া বেশি খেলে বলে বারান্দায় শুইয়ে রাখা হত। এক রাতে অবস্থা খুব খারাপ হল। কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ এনে খাওয়ানো হল। সেই ওষুধের নাকি এমনই তেজ যে খাওয়ামাত্র মরা রোগী লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে।

www.MurchOna.com

মকরধ্বজ খাওয়ার পর তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হল, তিনি ছটফট করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ছটফটানি কমত—তিনি তখন বলতেন—আমার শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। আরো জোরে হাওয়া কর। আরো জোরে। রাত দুটার দিকে তাঁর জ্বলুনি বোধহয় একটু কমল। তিনি ক্লান্তভঙ্গিতে বললেন—আজ মৃত্যু হবে কি না বুঝতে পারছি না। চাঁদনী রাত ছিল। মরণ হলে খারাপ ছিল না। শরীরের জ্বলুনিটা কমত। জ্বলুনি আর সহ্য হয় না।

দুর্ভাগাদের কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। তাঁর শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নি। তিনি মারা যান পরের রাতে। সে রাতে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। চাঁদ বা তারা কোনোটাই ছিল না।

আচ্ছা তিনি কি তাঁর বাবাকে গ্লামারাইজড করছেন না? একটা দুষ্ট প্রকৃতির লোককে দুঃখী, মহৎ এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা আসলে সে রকম না। তাঁর বাবা ছিলেন চোর, অসৎ প্রকৃতির মানুষ, সর্বরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন দুর্বল মানুষ। দুর্বল মানুষদের চরিত্রও দুর্বল থাকে। তাঁর চরিত্রও দুর্বল ছিল। তাঁর খারাপ পাড়ায় যাতায়াত ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিয়েও করেছিলেন। সেই মেয়েকে তিনি অবশ্যি ঘরে আনেন নি। তবে সেই নষ্ট মেয়ের গর্ভের একটি সন্তানকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। এই ঘটনা চিত্রলেখাকে বলা হয় নি, হাসানকেও বলা হয় নি। তিনি পাশ কাটিয়ে গল্প বলছেন। এটা ঠিক হয় নি।

'রহমতউল্লাহ!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি হাসানকে একটু খবর দাও।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'পান দিতে বল। চা খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। জর্দা ছাড়া পান।'

'জ্বি দিচ্ছি।'

'একটা পাতলা চাদর আমার গায়ে দিয়ে দাও। শীত লাগছে।'

'ফ্যান বন্ধ করে দিব স্যার?'

'না ফ্যান বন্ধ করতে হবে না।'

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ ভালো ঠাণ্ডা লাগছে। তাঁর বাবা মৃত্যুর সময় অসহ্য গরমে ছটফট করেছেন। আর তিনি নিজে হয়তো শীতে কাঁপতে কাঁপতে মারা যাবেন। তাঁর বাবার কোনো সাধই পূর্ণ হয় নি। তাঁর নিজের প্রতিটি সাধ পূর্ণ হয়েছে। তিনি যদি চান তাঁর মৃত্যু হবে জোছনা দেখতে দেখতে তাহলে হয়তো-বা কৃষ্ণপক্ষের রাতেও পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে।

'স্যার!'

'হুঁ।'

'পান এনেছি স্যার।'

'পান খাব না। নিয়ে যাও। আরেকটা পাতলা চাদর গায়ে দাও। শীত বেশি লাগছে।'

www.MurchOna.com

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুমি চলে যাও।'

রহমতউল্লাহ্ চলে গেল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল ঠিকই তবে দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে। মনে হয় তার প্রতি চিত্রলেখার এ ধরনের নির্দেশ আছে।

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করে আছেন। পানিতে ডুবে যারা মারা যায় সমগ্র জীবনের ছবি তাদের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। খাটে শুয়ে যাদের মৃত্যু তাদের চোখের উপর দিয়ে কিছু কি ভাসে? যাপিত জীবনের খণ্ডচিত্র?

রহমতউল্লাহ্ আবার ঘরে ঢুকেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত।

'কিছু বলবে?'

'হাসান সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে স্যার।'

'ভালো। ভেরি গুড। সে এলে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপা এই ওষুধ দুটা দিয়ে গেছেন। দশটার সময় আপনাকে খাওয়াতে বলেছেন।'

'আচ্ছা দাও।'

হিশামুদ্দিন ট্যাবলেট দুটা গিলে ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঝিমুনির মতো এসে গেল। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

হাসান অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। তাকে চা-স্যান্ডউইচ দেয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে খানিকটা আদর-যত্ন করা হচ্ছে। অন্য সময় এরচে দীর্ঘ সময় বসে থাকলেও চা-টা কিছুই দেয়া হয় না। হিশামুদ্দিন সাহেব খুব অসুস্থ এই খবরটা তাকে দেয়া হয়েছে। অসুস্থতার ফলে তাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা সে ধরতে পারছে না। গুরুতর অসুস্থ মানুষ ল'ইয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বিষয়-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ মওলানা ডেকে এনে তওবা করেন। পরকালে নির্ভয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। তবে তওবার ব্যাপারটা নিম্নবিত্তের মানুষদের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে। হিশামুদ্দিন সাহেবদের মতো অকল্পনীয় বিত্তের মানুষরা তওবা করেন না।

'হাসান সাহেব!'

হাসান প্রায় লাফিয়ে উঠল। হিশামুদ্দিন সাহেবের মেয়ে চিত্রলেখা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে আজ খুব বিষণ্ন লাগছে। বাবার অসুখের ব্যাপারে সে হয়তো চিন্তিত।

'ম্যাডাম স্লামালিকুম।'

'আমাকে ম্যাডাম ডাকবেন না তো—শুনতে কুৎসিত লাগে। আমাকে নাম ধরে ডাকবেন—চিত্রলেখা। কোনো সমস্যা নেই। চা খাওয়া হয়েছে?'

'জ্বি।'

'বাবা অসুস্থ শুনেছেন বোধহয়?'

'জ্বি।'

'অসুখ যতটা সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ না। বেশ জটিল। আমি বেশ চিন্তিত বোধ করছি। ভালো কোনো ক্লিনিকে তাঁকে ট্রান্সফার করলে ভালো হত। আমি ক্লিনিক খুঁজে বেড়ালাম। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। ক্লিনিকে সুযোগ-সুবিধা কী আছে জানতে চাইলে ওরা বলে—এসি আছে, কালার টিভি আছে, ফ্রিজ আছে, ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা কী তা বলে না।'

'স্যারের কী হয়েছে?'

'ব্লাডপ্রেসার খুব ফ্লাকচুয়েট করছে। পালস ইরেগুলার। তাঁর এখন দরকার কনসটেন্ট মনিটরিং।'

'কোনো হাসপাতালে কি ভর্তি করাবেন? ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা পিজি?'

'এখনো বুঝতে পারছি না। আজ দিনটা দেখে আগামীকাল ডিসিশান নেব। আপনি আসুন। বাবার ঘুম ভেঙেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

'উনি আমাকে কেন ডেকেছেন বলতে পারেন?'

'লাইফ স্টোরি সম্ভবত বলবেন।'

'এখন কি উনার কথা বলা ঠিক হবে?'

'আমি তাতে কোনো অসুবিধা দেখছি না। কথা বলে তিনি যদি আনন্দ পান তাহলে কথা বলাই উচিত। উনি যে গুরুতর অসুস্থ তা আমি তাঁকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

'জ্বি।'

'বাবা যে আপনাকে গল্প বলেন তার পেছনের কারণটা কি আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'জ্বি না।'

'বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন। খ্রিস্টানরা যখন কোনো অপরাধ করে তখন তারা পাদ্রীদের কাছে কনফেসন করে। বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন।'

'উনি তো কোনো অপরাধ করেন নি।'

'অপরাধ না করেও কেউ কেউ নিজেকে অপরাধী ভাবে। বাবার মা-বাবা, ভাইবোন হতদরিদ্র ছিলেন। অনেকেই মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়। যারা বেঁচে আছেন তাদের অবস্থা শোচনীয়। অথচ মাঝখান থেকে বাবা হয়ে গেলেন বিলিওনিয়ার। এই কারণেই তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবেন। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী হাসান সাহেব। কী, ঠিক বলছি না?'

'জ্বি।'

'আপনার কথাবার্তা দেখছি—জ্বি এবং জ্বি নাতে সীমাবদ্ধ। হড়বড় করে কথা বলা অভ্যাস করুন তো। হড়বড় করে যারা কথা বলে তাদের মন সব সময় প্রফুল্ল থাকে। এটা হচ্ছে রিসেন্ট ফাইন্ডিং নিউজউইকে উঠেছে।'

হাসান চুপ করে রইল। চিত্রলেখা বলল, বাবার অপরাধবোধের আরেকটা বড়

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কারণও আছে। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কোনো সাহায্য করেন নি। কেউ কেউ সাহায্যের জন্যে এসেছিল তাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছেন।

'ও।'

'বাবার অনেক কিছু আমি বুঝতে পারি না। এই ব্যাপারটিও পারি না।'

'বুঝতে বোধহয় চেষ্টাও করেন নি।'

'ঠিক বলেছেন, চেষ্টাও করি নি। আমার উচিত ছিল বাবার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, আমি সেটাও করি নি। বাবা যেমন পৃথিবীতে একা আমিও একা। আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু আমার কথা বলার মানুষ নেই। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি—আমার ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'কারণ আপনি বাবার খুব পছন্দের মানুষ। কী করে বললাম বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কাল রাতে খেতে বসে বাবা হঠাৎ বললেন, হাসানকে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে বলি। আমি বললাম, বেশ তো বল। উনি তৎক্ষণাৎ বললেন—না থাক। বাবার সমস্যা কী জানেন? তাঁর সমস্যা হচ্ছে—তিনি যাদের পছন্দ করেন তাদের কখনো তা জানান না। তার পছন্দ এবং অপছন্দ দুটা ব্যাপারই খুব গোপন। আমি বোধহয় বকবক করে আপনার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। চলুন বাবার ঘরে যাই।'

হাসানকে দেখেই হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার কী হয়েছে হাসান?

হাসান হকচকিয়ে গেল। সে রোগীর ঘরে ঢুকেছে। রোগী তাকে দেখে বলছেন তোমার কী হয়েছে।

'কিছু হয় নি স্যার।'

'তোমাকে মৃত মানুষদের মতো দেখাচ্ছে।'

'আমি ভালোই আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?'

'আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ভালোই আছি—কিন্তু আমার মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভালো নেই। ডাক্তাররা যখন রোগীর সামনে অতিরিক্ত রকমের হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করে তখন বুঝতে হয়—সামথিং ইজ রং। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

হাসান বসল। হিশামুদ্দিন সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন—আমার বাবা প্রসঙ্গে নানান সময় তোমাকে নানান কথা বলেছি। আমার কথা শুনে শুনে তাঁর একটা ছবি নিশ্চয়ই তোমার মনে তৈরি হয়েছে। ছবিটা কেমন?

'স্যার ছবিটা খুবই সুন্দর। আপনার বাবাকে আমার অসাধারণ মানুষ বলে মনে হয়।'

হিশামুদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, তিনি খুবই সাধারণ মানুষ। ভণ্ড টাইপের মানুষ। মিথ্যাবাদী, চোর, স্বার্থপর, অলস...যে কটি খারাপ গুণ মানুষের থাকা সম্ভব সবকটি তাঁর মধ্যে ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেছিলেন—সেই ঘরে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল। ওই মহিলা বাবাকে এক পর্যায়ে ছেড়ে চলে যান... আমি কী বলছি তুমি মন দিয়ে শুনছ তো?'

www.MurchOna.com

'জ্বি স্যার শুনছি।'

'বাবা ওই মহিলার গর্ভজাত সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তাকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁর অন্য সন্তানরাও দেখতে পারত না। কেউ তার সাথে রাতে ঘুমোত না। সে ঘুমোত একা একা। সে জ্বরে ছটফট করলে কেউ এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর দেখত না। বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সেই ছেলেটা সারাজীবন করেছে। তোমার বুদ্ধি কেমন হাসান?'

'আমার বুদ্ধি স্যার মোটামুটি পর্যায়ের।'

'মোটামুটি পর্যায়ের বুদ্ধি দিয়েও তুমি আশা করি বুঝতে পারছ সেই ছেলেটি কে। পারছ না?'

'জ্বি স্যার পারছি।'

'এখন বল তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? তোমার সমস্যা কী?'

'তেমন কোনো সমস্যা নেই স্যার।'

'সমস্যা থাকলে বলতে পার। বিত্তবান মানুষরা নিজের সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও অন্যের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।'

হাসান কিছু বলল না, চুপ করে রইল। একবার তার ইচ্ছা করছিল বলে ফেলে—স্যার আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। বলতে লজ্জা লাগল। একজন অসুস্থ মানুষকে চাকরির কথা বলা যায় না। লিটনের কথা কি সে স্যারকে বলবে? নিজের কথা বলা না গেলেও অন্যের কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

'আমার এক বন্ধুর জন্যে কি স্যার আপনি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন?'

'তোমার বন্ধু?'

'জ্বি স্যার। খুব ভালো ছেলে।'

'কী করে বুঝলে খুব ভালো ছেলে?'

'আমি তাকে স্কুলজীবন থেকে দেখছি। ও খুব কষ্টে আছে। বিয়ে করে খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

'চাকরি বাকরি নেই বিয়ে করে ফেলল? ও তো বোকা। বোকাদের সমস্যার সমাধান করতে নেই। বোকাদের সমস্যা নিজের ঘাড়ে নিলে কী হয় জান হাসান?'

'জ্বি না।'

'তখন নিজের সমস্যার সঙ্গে বোকার সমস্যাও যুক্ত হয়।'

হাসান চুপ করে গেল। হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার বন্ধুর নাম কী?

'লিটন।'

'ভালো নাম কী?'

'হামিদুর রহমান।'

'পড়াশোনা কী?'

'এম. এ. পাস করেছে।'

'কত টাকা বেতনের চাকরি হলে তোমার বোকা বন্ধুর সমস্যার সমাধান হয়?'

www.MurchOna.com

'মাসে হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ওরা মহাখুশি হবে। একটা কিছু পেলেই হয় স্যার।'

'তুমি একটা কাগজে তার নাম–ঠিকানা লিখে মোতালেবের কাছে দিয়ে যাও।'

'স্যার থ্যাংক য়্যু।'

হাসান লক্ষ্য করল হিশামুদ্দিন সাহেব হাসছেন। এই মানুষটাকে সে খুব কম হাসতে দেখেছে। উনি হাসছেন কেন?

'হাসান!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি বরং আজ যাও। এখন আবার কেন জানি মাথাটা ঝিমঝিম করছে।'

'স্যার আমি কাল এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'কাল এসে খোঁজ নিতে হবে না। তোমার সঙ্গে যেমন কথা আছে তেমনি আসবে বুধবার বিকেল তিনটায়।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

পরের বুধবার বিকাল তিনটায় এসে হাসান জানতে পারল, হিশামুদ্দিন সাহেব আজ দুপুরের আগে মারা গেছেন।

বাড়িভর্তি মানুষ। কম্পাউন্ডের ভেতরে এবং বাইরে প্রচুর মানুষ। হাসান গেট থেকেই বিদেয় হল। একবার মুহূর্তের জন্যে তার ইচ্ছা হল সে চিত্রলেখার সঙ্গে দেখা করে—সান্ত্বনার দুটা কথা বলে। পর মুহূর্তেই মনে হল সান্ত্বনার কথা সে জানে না। এবং চিত্রলেখার মতো মেয়েদের সান্ত্বনার দরকার নেই।

রেজিস্ট্রি করা চিঠি।

লিটন সই করে চিঠি নিল। রেজিস্ট্রি চিঠি তাকে কে পাঠাবে? সাধারণ চিঠিই আসে না আর রেজিস্ট্রি চিঠি। ইংরেজিতে টাইপ করে তার নাম লেখা।

হামিদুর রহমান। নিজের নাম অথচ অপরিচিত লাগছে। ভালো নামটা সে ভুলতে বসেছে। চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। এটিও অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। জেনারেল ম্যানেজার মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। কে আছে সেখানে? বন্ধুবান্ধবদের কেউ। ভাগ্যবানদের একজন। বিদেশে চাকরি করছে। তার সুখ ও আনন্দ পুরোনো বন্ধুকে জানাতে চাচ্ছে। সে এই মেসের ঠিকানা জানল কী করে?

www.MurchOna.com

পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। লিটন বলল, কী ব্যাপার?

'স্যার বকশিশ।'

লিটন বিস্মিত হয়ে বলল, বকশিশ কেন? সে কি এতই হতভাগ্য যে বিদেশ থেকে একটা চিঠি আসার জন্যে বকশিশ দিতে হবে?

'জান ভাই বকশিশ–টকশিশ নেই।'

পিয়ন বিমর্ষমুখে চলে যাচ্ছে। টাকা থাকলে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেয়া যেত। টাকা নেই।

লিটন খিচুড়ি বসিয়ে দিল। চালডালের খিচুড়ি। আনাজপাতি থাকলে দিয়ে দেয়া যেত। কিচ্ছু নেই। চিঠিটা বিছানায় পড়ে আছে। থাকুক পড়ে। বন্ধুর চিঠি পড়ার কোনো আগ্রহ এই মুহূর্তে সে অনুভব করছে না। তার মনটা খুব খারাপ। শম্পার শরীর ভালো না। গা দিয়ে গুটির মতো বের হয়েছে। সম্ভবত হাম। বড়দের হাম হওয়া খুব কষ্টের। বেচারি কষ্টের মধ্যে পড়েছে—অথচ সে কিছু করতে পারছে না। সে রোজই সন্ধ্যার পর যাচ্ছে। দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত থেকে চলে আসছে। তাকে ভদ্রতা করেও কেউ বলছে না— জামাই আজ থেকে যাও। শম্পাকে এখনো ডাক্তার পর্যন্ত দেখানো হয় নি। এমন কষ্টে মানুষ পড়ে?

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর লিটন চিঠি খুলে পড়ল। জন স্মিথ জুনিয়ার নামের এক ভদ্রলোক তাকে জানাচ্ছেন যে, মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সিঙ্গাপুর শাখার একজিকিউটিভ অফিসার প্রোডাকশান শাখায় তাঁকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। তিন বৎসর মেয়াদি এই নিয়োগ। পরবর্তী এক্সটেনশন কোম্পানি শর্তে আলোচনাসাপেক্ষ। মাসিক বেতন সাত হাজার সিঙ্গাপুরি ডলার। ফ্রি ফার্নিশড কোয়ার্টার। ফ্রি মেডিকেল। তাকে অতি দ্রুত সিঙ্গাপুর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। ঢাকায় মতিঝিলে কোম্পানির একটা অস্থায়ী অফিসের ঠিকানা দেয়া হয়েছে। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তারা তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

এর মানে কী? কেউ কি রসিকতা করছে? এপ্রিলফুল জাতীয় কিছু? কিংবা কোনো দুষ্ট লোক টাকা কামানোর ফন্দি করছে। সব অভাবী যুবকদের এই জাতীয় চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। মতিঝিল অফিসে ছুটে যাবে। সেই অফিসের একজন বলবে—আমরা সব খবরাখবর আনিয়ে দিচ্ছি তার খরচ বাবদ এক শ ডলার লাগবে। আমাদের অফিসে একটা ফরম ফিলাপ করতে হবে। ফরমের দাম তিন ডলার। সাত দিনে রমরমা ব্যবসার পর কোম্পানি ডুব মারবে।

আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। হয়তো তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনো চিঠিই তার নামে আসে নি। পুরোটাই সে কল্পনায় দেখছে।

মতিঝিলের যে অফিসের ঠিকানা আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয়া যায়। দুটা বাজে। অফিস কি বন্ধ হয়ে গেছে না খোলা? চারটা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকলে অফিসে পৌঁছানো যাবে। কারণ তাকে যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। লিটন কাপড় পরল।

অফিস খোলাই ছিল। বয়স্ক একজন ভদ্রলোক তার ঘর বন্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন—

www.MurchOna.com

লিটন তার চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দিল। তিনি চিঠি খুলেই বললেন— ও আপনি। আপনার নামে ফ্যাক্স এসেছে আমাদের কাছে। আমাদের কাছ থেকে কী ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্স চাচ্ছেন।

লিটন কী বলবে বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোক বললেন, আপনার হাতে তো এখনো দিন পনের সময় আছে। এর মধ্যে গোছগাছ করে নিন।

লিটন অস্পষ্ট গলায় বলল, ও আচ্ছা।

'আপনার টিকিট সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে—পি. টি. এ। আমরা আনিয়ে রাখব।'

লিটন আবারো বলল, জ্বি আচ্ছা। কেন সে জ্বি আচ্ছা বলছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না।

'কাল তো অফিস ছুটি আপনি পরশু সকালের দিকে চলে আসুন।'

লিটন আবার বলল, জ্বি আচ্ছা।

'আপনার ভাগ্য খুব ভালো। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। পৃথিবীজুড়ে এদের শাখা।'

লিটন ক্ষীণ গলায় বলল, চাকরিটা কি সত্যি পেয়েছি?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। লিটন কুণ্ঠিত মুখে বলল, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

'পরশু আসুন। বিশ্বাস না হবার কী আছে। আপনার হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এইসব কোম্পানি যে শুধু শুধু চাকরি দিচ্ছে তা তো না। বাংলাদেশে তারা কোটি কোটি টাকার কাজ করছে। এইসব কাজের একটা শর্ত আছে—এ দেশের কিছু ছেলেমেয়েকে চাকরি দিতে হবে। এইসব শর্ত তারা মানে না। কালেভদ্রে মানে। আপনার স্ট্রং রিকমন্ডেশন ছিল—আপনি পেয়ে গেছেন।'

'পরশু আসব?'

'জ্বি পরশু আসুন। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?'

লিটনের পাসপোর্ট আছে। সেই পাসপোর্টে কি কাজ হবে? সেখানে মালয়েশিয়ার একটা মিথ্যা ভিসা আছে।

'পাসপোর্ট না থাকলে অসুবিধা নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে আপনি একা যাবেন না ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন?'

'ফ্যামিলি নিয়ে যাব।'

'সব পার্টিকুলারস নিয়ে আসবেন। ফ্যাক্স করে দেব। কোনো সমস্যা হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

লিটন রাত ন'টা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটল। সব কেমন অদ্ভুত লাগছে। শম্পাকে কি ব্যাপারটা জানানো উচিত না? উঁহুঁ—উচিত হবে না। পরে দেখা যাব মালয়েশিয়ার ভিসার মতো ফলস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পরশুর আগে কিছু জানা যাবে না। বেছে বেছে কালই কিনা ছুটি পড়ে গেল?

আচ্ছা পুরো ব্যাপারটা তো সত্যি হতেও পারে! সে কত অসংখ্য মানুষকে চাকরির কথা বলেছে তাদের কেউ একজন দয়াপরবশ হয়ে সুপারিশ করেছে। পুরোটাই ভাগ্য।

www.MurchOna.com

কথায় আছে না—পাথরচাপা ভাগ্য। তারটাও তাই ছিল হঠাৎ পাথর সরে গেছে। হাসানের সঙ্গে কথা বললে হয়। ওকে চিঠিটা দেখানো যেতে পারে। না তাও ঠিক হবে না। হাসান মন খারাপ করবে। বেচারার মন খারাপ করিয়ে কোনো দরকার নেই।

আজ সারারাত রাস্তায় হাঁটলে কেমন হয়?

পকেটের চিঠিটার একটা ফটোকপি করিয়ে রাখা দরকার। যদি হারিয়ে যায়। একটা না কয়েকটা ফটোকপি করানো দরকার।

পুরো ব্যাপারটা সত্যি হলে সামনে বিরাট ঝামেলা। শম্পার পাসপোর্ট। কাপড়চোপড় বানানো।

সিঙ্গাপুর দেশটা কেমন? শীতকালে বরফ পড়ে? বরফ পড়া দেখার তার খুব শখ ছিল। এই শখটা বোধহয় এবার মিটবে।

লিটন চায়ের স্টলে ঢুকল। তার পকেটে একটি টাকাও নেই। না থাকুক—এক কাপ চা খেয়ে সে যদি বলে, ভাই ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি আপনাকে কাল টাকাটা দিয়ে যাব তাহলে দোকানদার নিশ্চয়ই তাকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেবে না। মানুষ এখনো এতটা নিচে নামে নি। মানুষের মনে মমতা, করুণা, দয়া এখনো আছে।

চা খেয়ে সে যাবে আজিমপুর গোরস্থানে। বাবার কবর জিয়ারত করবে। কতদিন হয়েছে যাওয়া হয় না। কবরের চিহ্ন এখন আর নিশ্চয়ই নেই। না থাকুক।

লিটন চায়ে চুমুক দিচ্ছে। এরা তো চা খুব ভালো বানায়। অপূর্ব লাগছে। আরেক কাপ চা কি খাবে? এক কাপ চায়ের দাম বাকি রাখা আর দু কাপের দাম বাকি রাখা তো একই ব্যাপার।

কর্মহীন লোক নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। মতিনউদ্দিনের বেলায় এই কথাটি সর্বাংশে সত্য। তিনি নানান কাজে প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাঁকে দেখে মনে হতে পারে—এমন কাজের একজন মানুষ নিজের সংসার কেন চালাতে পারছেন না। তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডের একটি হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা। তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলো দেশের সবকটি দৈনিকে নিয়মিত পাঠান। এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে সম্পাদকের কাছে লেখা দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। একটি দৈনিক বাংলায় এবং একটি সংবাদে। তিনি পত্রিকার কাটিং ফাইল করে রেখেছেন।

আজো তিনি খুব ব্যস্ত। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ শুরু করেছেন। এটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ

www.MurchOna.com

নয় তবে শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, প্রবন্ধের নাম—

"নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা"

শিরোনামটি তাঁর তেমন পছন্দ হচ্ছে না। এক দুই তিন করে নম্বর দেয়া আরো তিনটি শিরোনাম তাঁর খাতার উপর লেখা। প্রবন্ধ শেষ হবার পর ঠিক করবেন কোন শিরোনামটা শেষ পর্যন্ত যাবে। বাকি তিনটি শিরোনাম হল—

১. আমার চক্ষে নারী।

২. বেগম রোকেয়া থেকে মাদার তেরেসা।

৩. হে নারী।

এখন রাত বাজছে সাড়ে আটটা। টিভিতে বাংলা খবর শেষ হয়ে গেছে। 'নৃত্যের তালে তালে' নামে নাচের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। মতিনউদ্দিন টিভির সামনেই বসে আছেন। তবে টিভি দেখছেন না বা শুনছেনও না। টিভির সাউন্ড অফ করে দেয়া আছে।

টিভির বাংলা সংবাদ মতিনউদ্দিন সাহেব সব সময় শোনেন। কর্মহীন লোকরা দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকতে ভালবাসে এবং এটাকে তার প্রধান দায়িত্বের একটি বলে মনে করে। মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু যে টিভির সংবাদ শোনেন তা না, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাও শোনেন। আগে রেডিও পিকিঙের এক্সটারনাল সার্ভিস শুনতেন। ইদানীং শোনেন না, কারণ তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে খবর দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

বেছে বেছে আজকের দিনটাতেই মতিনউদ্দিন টিভির খবর শুনলেন না। নারী বিষয়ক প্রবন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগ দেবার কারণে এই ঘটনাটা ঘটল। আজ টিভি শুনলে তিনি বড় রকমের বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। কারণ আজ এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। টিভিতে তাঁর মেজো কন্যা নাদিয়া মেহজাবিন–এর নাম বলা হয়েছে। আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় থেকে নাদিয়া মেহজাবিন আটটি লেটার নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছেলে ও মেয়ে সবার মধ্যে প্রথম হয়েছে।

রাত দশটায় সুরাইয়া স্বামীর ঘরে ঢুকলেন। মতিনউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, এখন ভাত খাব না। পরে খাব। তোমরা খেয়ে নাও। আমি যখন লেখালেখির কোনো কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাকে খাওয়াদাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবে না। এই কথাটা কতবার বলতে হবে?

সুরাইয়া বললেন, আজ এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। আটটার বাংলা সংবাদে বলেছে।

মতিনউদ্দিন স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানির শব্দ শুনলেন। তাকিয়ে দেখলেন দরজা ধরে নাদিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে ফোঁপাচ্ছে এবং তার চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে। মেয়েদের চরিত্রের এই দুর্বলতায় তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। মাত্র টিভিতে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করেছে। পাস–ফেল জানতে জানতে আরো দুদিন—এর মধ্যেই নাকের জলে চোখের জলে একাকার। তাঁর রাগ উঠে গেল। তিনি প্রবন্ধের স্বার্থে রাগ সামলাবার চেষ্টা করলেন। মাথায় রাগ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী জটিল প্রবন্ধ লেখা যায় না।

www.MurchOna.com

মতিনউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন—গাধা মেয়ে কাঁদছ কেন?

সুরাইয়া নিজেও কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—তোমার মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। আটটা লেটার পেয়েছে।

'কী বললে?'

'ওদের স্কুলের হেডমিসট্রেস এসেছেন। মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। স্কুল থেকে দুজন টিচারও এসেছেন।'

'নাদিয়া ফার্স্ট হয়েছে? কী বলছ এইসব! সে ফার্স্ট হবে কী জন্যে?'

সুরাইয়া এইবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে বললেন—আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি নিজে একটু নাদিয়ার হেডমিসট্রেসের সঙ্গে কথা বল। আমার মাথা যেন কেমন করছে।

'উনাদের চা–টা দাও। আমি যাচ্ছি। ফলস নিউজ হতে পারে। হয়তো নাদিয়ার নামে নাম একটা মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে বেকুব হেডমিসট্রেস মনে করেছে তোমার মেয়ে।'

'টিভিতে ওদের স্কুলের নামও বলেছে।'

'বাংলাদেশ টিভির নিউজের কোনো মূল্য আছে? মূল্য থাকলে আমরা ব্যাটারি পুড়িয়ে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনি? পাঞ্জাবিটাতে ইস্ত্রি দিয়ে দুটা ডলা দিয়ে দাও—আমি দেখছি ব্যাপার কী? অল্পতে অস্থির হয়ো না। অস্থির হবার মতো কিছু হয় নাই। বোঝাই যাচ্ছে ফলস নিউজ।'

রাত এগারটার ভেতর মতিনউদ্দিন জেনে গেলেন ঘটনা সত্যি। মিষ্টি নিয়ে নাদিয়ার বড়ফুফু চলে এসেছেন। নাদিয়ার স্কুলের কিছু বান্ধবী এসেছে। আশপাশের বাসার কিছু মহিলা এসেছেন। সবকটা পত্রিকা অফিস থেকে লোক এসেছে। বাবা–মা দুপাশে মেয়ে মাঝখানে এইভাবে ছবি তোলা হবে। মতিনউদ্দিন রাজি হলেন না। তিনি বিনীত গলায় বললেন, ভাই আমি আমার মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। ওদের দিকে কোনোদিন লক্ষ্য করি নি। আজ যদি মেয়েকে সাথে নিয়ে ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপতে দেই সেটা খুবই অন্যায় হবে। মেয়ে তার মাকে নিয়ে ছবি তুলুক। সেটাই হবে ঠিক এবং শোভন। মতিন সাহেব কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হলেন। মেয়ের জন্যে কোনো একটা উপহার কিনতে ইচ্ছে করছে। এত রাতে দোকানপাট সব বন্ধ থাকার কথা। তারপরেও চেষ্টা করে দেখা। কিছু কিছু দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। একটা ভালো হাতঘড়ি কি পাওয়া যাবে? মেয়েটা ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। পরীক্ষার জন্যে ঘড়িটা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই মেয়ে মুখ ফুটে তা বলে নি। ভালো একটা ঘড়ির কত দাম পড়বে কে জানে। তাঁর কাছে এত টাকা নেই। টাকা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ছ–সাত শ'র বেশি হবে না। এই টাকায় ভালো ঘড়ি হবে না। একটা কলম কিনে দেয়া যায়। কলমটা নিশ্চয়ই সে খুব যত্ন করে রাখবে। তার ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে তখন তাদেরকে সে কলমটা দেখিয়ে বলবে—আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। যেদিন আমার এস.এস.সি.র রেজাল্ট হল সেই রাতে বাবা কিনে নিয়ে এসেছেন।

শাড়ি কাপড়ের একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল। মতিনউদ্দিন মেয়ের জন্যে

www.MurchOna.com

একটা শাড়ি কিনে ফেললেন। সাড়ে ছয় শ টাকা দাম। হাফসিল্ক। শাড়ির রং গাঢ় কমলা। রংটা মতিনউদ্দিনের খুবই পছন্দ হল। তিনি ইতস্তত করে দোকানিকে বললেন, আমার মেয়ে শ্যামলা এই শাড়িটাতে তাকে মানাবে তো?

দোকানি শাড়ি প্যাক করতে করতে বলল, একটা পেত্নীকে যদি এই শাড়ি পরিয়ে দেন তাকে লাগবে রাজকুমারীর মতো।

'আরো দশটা দোকান দেখেশুনে কিনতে পারতাম কিন্তু জিনিসটা আজই দরকার। আমার মেয়ের জন্য উপহার। ওর এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে, বিজ্ঞান গ্রুপ। লেটার পেয়েছে আটটা। কাল সব পত্রিকায় তার ছবি দেখবেন। নাম হল নাদিয়া মেহজাবিন। মেহজাবিন শব্দের অর্থ হল চাঁদকপালী। আরবিতে মে হচ্ছে চন্দ্র। জাবিন হল কপাল। আসলেই আমার মেয়েটা চাঁদকপালী।'

দোকানদার সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হল।

'আপনার মেয়ে?'

'জ্বি ভাইসাহেব আমার মেজো কন্যা। নাদিয়া মেহজাবিন।'

দোকানদার ড্রয়ার খুলে এক শ টাকা ফেরত দিল। শাড়ির দাম পড়ল সাড়ে পাঁচ শ।

মতিনউদ্দিন দোকানদারের ভদ্রতায় মোহিত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল।

ঘরে অনেকরকম খাবার ছিল। নাদিয়ার ফুফু হোটেল থেকে রোস্ট, পোলাও আনিয়েছেন। মতিনউদ্দিন কিছুই খেতে পারলেন না—যাই খান ঘাসের মতো লাগে। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল মেয়ের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করেন। তাও করতে পারলেন না। মেয়ে তার সামনেই আসে না। নিজ থেকে মেয়েকে ডেকে গল্প করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

রাতে যথাসময়ে শুতে গেলেন। সুরমা বললেন, তিনি আজ নাদিয়ার সঙ্গে ঘুমোবেন। এটাও তার মনঃকষ্টের কারণ হল। তিনি ভেবেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবেন— তা হল না। না হলে কী আর করা।

'মেয়ের শাড়ি কি পছন্দ হয়েছে?'

'হয়েছে বোধহয় কিছু তো বলল না।'

'নতুন শাড়ি পরে সালাম করল না। শুধু পরীক্ষায় ফার্স্ট–সেকেন্ড হলে হবে না আদব কায়দা তো শিখতে হবে। ফার্স্ট–সেকেন্ড হওয়া কঠিন কিছু না—আদব কায়দায় দুরস্ত হওয়া কঠিন।'

'শাড়ি পরতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগবে। পরে আসতে বলব?'

'না থাক। যন্ত্রণা ভালো লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে।'

মতিনউদ্দিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তিনি নিশ্চিত আজ রাতে তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হবে না। বুকও কেমন যেন ধড়ফড় করছে। হার্ট অ্যাটাক ট্যাটাক হবে না তো। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে থাকলেও কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। এটা হচ্ছে কপাল। সংসার থেকেও সন্ন্যাসী। মতিনউদ্দিন তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। মাথায় কিচ্ছু আসছে না। চিন্তাভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেছে। নজরুলের সেই কবিতাটা

www.MurchOna.com

যেন কী? বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কবিতাটা ঠিক না। বেশিরভাগই নারী করে—পুরুষ করে সামান্যই। তাকে দিয়েই এর প্রমাণ। তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মতিনউদ্দিনের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। তিনি বাতি জ্বালালেন—ঘরে আজ পানি রাখা হয় নি। ভুলে গেছে। পানির জন্যে যেতে হবে রান্নাঘরে। তিনি দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। নাদিয়ার ঘরে বাতি জ্বলছে। মা-মেয়ের হাসি শোনা যাচ্ছে। এই হাসিতে তিনি যুক্ত হতে পারছেন না। আশ্চর্য। আচ্ছা তিতলীকে কি খবরটা দেয়া হয়েছে? তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ কি একটা টেলিফোন করে নি। করে নি নিশ্চয়ই—করলে ওরা চলে আসত। খবর না দেয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। তিতলীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়ে সংবাদ জানবে। এর আনন্দও তো কম না। মতিনউদ্দিন পরপর দু গ্লাস পানি খেলেন তার পিপাসা মিটল না। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যতই পানি খাচ্ছেন—পিপাসা ততই বাড়ছে। তিনি আরেক গ্লাস পানি হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। ঘুম যখন হবেই না—বারান্দায় বসে থাকা যাক। আবারো নাদিয়ার হাসি শোনা যাচ্ছে। মা-মেয়ে কী নিয়ে এত হাসাহাসি করছে? দরজায় টোকা দিয়ে তাদের কি বলবেন—এই তোমরা বাইরে চলে আস। সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করি। না থাক। তারা আসবে, মুখ গম্ভীর করে বসে থাকবে এরচে মা-মেয়ে গল্প করুক। সুরাইয়ার জন্যে একটা শাড়ি কিনে আনলে হত। কাগজে লিখে দিতেন—মাতা শ্রেষ্ঠাকে সামান্য উপহার। ইতি মতিনউদ্দিন। না সেটাও ঠিক হত না। বাড়াবাড়ি হত। কোনোক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করা উচিত না। বাড়াবাড়ি করার কারণে বড় বড় জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তারচে বরং মনে মনে নারী জাগরণ বিষয়ক প্রবন্ধটার খসড়া করে ফেলা যাক। শুরুটা ইন্টারেস্টিং হওয়া দরকার। পড়তে গিয়ে পাঠক ভাববে গল্প পড়ছে। গল্পের লোভ দেখিয়ে তাকে জটিল প্রবন্ধে ঢুকিয়ে দেয়া হবে—শুরুটা এ রকম করলে কেমন হয়—

ঘুঘু ডাকা ছায়া ঢাকা ছোট্ট সুন্দর সবুজ গ্রাম।
গ্রামের নাম পায়রাবন্দ। সেই গ্রামের একটি
শিশু তার নাম রোকেয়া.....

নাদিয়ার ঘর থেকে আবার হাসির শব্দ আসছে। মতিনউদ্দিন উঁচু গলায় বললেন, তোমরা একটু আস্তে হাসাহাসি কর, মানুষকে ঘুমোতে দেবে না।

হাসির শব্দ থেমে গেল। মতিন সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাসাহাসি করছিল করত। তিনি কেন ধমক দিলেন। সারাজীবন তিনি কি শুধু ভুলই করে যাবেন! তাঁর চোখে পানি এসে গেল। কেউ সেই পানি দেখল না।

শওকতের অভ্যাস হচ্ছে ভোরবেলা দুটা খবরের কাগজ নিয়ে চা খেতে বসা। নাশতাটা জরুরি না, খবরের কাগজ পড়াটা জরুরি। তিতলী সেই সময় তার সামনেই থাকে তবে সে নাশতা খায় না। সঙ্গ দেবার জন্যে যে বসে তাও না। নিজ থেকে একটি কথাও বলে না। শওকত কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় সেই জবাবও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

www.MurchOna.com

মানুষের অভ্যস্ত হবার ক্ষমতা অসাধারণ। শওকত মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

আজ শওকত খবরের কাগজ তিতলীর দিকে বাড়িয়ে দিল—বিস্মিত গলায় বলল, নাদিয়ার ছবি ছাপা হয়েছে।

তিতলী কিছু বলল না, সে তার চায়ের কাপে চা ঢালছে। তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয় নি, কাজেই জবাব দেবার কিছু নেই।

শওকত বলল কী ব্যাপার, তুমি এই খবর পেয়েছ?

'পেয়েছি।'

কখন পেয়েছ?'

'কাল রাতে।'

'রাতে মানে কটার সময়?'

'এগারটার সময়। নাদিয়া টেলিফোন করেছিল।'

'আমি তো তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমাকে কিছু বল নি কেন?'

'বলার কী আছে?'

'এত বড় একটা খবর তুমি আমাকে জানাবে না?'

'এখন তো জানলেই।'

'তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে—তুমি নিজ থেকে আমাকে কিছু বলবে না?'

তিতলী জবাব দিল না, চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। শওকত বিরক্তমুখে বলল, তুমি যা করছ তা যে ছেলেমানুষি তা কি বুঝতে পারছ?

তিতলী এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। শওকত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যা করছ তা হচ্ছে হাস্যকর ছেলেমানুষি। যখন ছেলেমানুষিটা শুরু করেছিলে আমি তোমাকে বাধা দেই নি। আমার ধারণা ছিল বাধা দিলে এটা আরো বাড়বে। আমি ভেবেছি সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি ঠিক হচ্ছে না।

'এখন কী করবে?'

'শোন তিতলী! আমার ধৈর্য অপরিসীম। আমি তোমাকে আরো সময় দেব। দু বছর, তিন বছর, চার বছর... কোনো অসুবিধা নেই। আমি দেখতে চাই এক সময় তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ।'

'যদি কোনোদিনই ভুল বুঝতে না পারি?'

'তুমি তো বোকা মেয়ে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে—আমি নিশ্চিত তুমি ভুল বুঝতে পারবে। তখন আমরা জীবন শুরু করব। সে জীবন অবশ্যই আনন্দময় হবে।'

'আনন্দময় হলেই তো ভালো।'

'ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে?'

'না।'

'টেলিফোনে কথা হয়েছে?'

'না।'

www.MurchOna.com

'শোন তিতলী আমি চাচ্ছি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হোক, কথা হোক।'

'কেন চাচ্ছ?'

'আমার ধারণা ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার যদি দু–একবার দেখা হয়—তুমি তোমার ভুল আরো দ্রুত বুঝতে পারবে। এক কাজ করা যাক—আমি ভদ্রলোককে বাসায় একদিন খেতে বলি।'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'তোমার অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই। আমি তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করব।'

তিতলী চুপ করে আছে। তার দৃষ্টি চায়ের কাপের দিকে।

শওকত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তিতলী ঠিক তার সামনে বসা। নতুন বউরা শ্বশুরবাড়িতে এসে শুরুর কিছুদিন ঘোমটা দিয়ে থাকে। তার মাথায়ও ঘোমটা। লালপাড়ের কালো শাড়িতে তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। দেবী প্রতিমার মতো মেয়েটি চোখমুখ শক্ত করে বসে আছে। শওকত নিশ্চিত জানে এই শক্ত মুখ একদিন কোমল হবে। সেই একদিনটা কবে এটাই সে জানে না।'

'তিতলী!'

'জ্বি।'

'আমি আশপাশে থাকলে তোমার কি অসহ্য লাগে?'

'না।'

'আমি আশপাশে থাকলে তোমার মুখ শক্ত হয়ে থাকে এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। নাদিয়াকে কনগ্রাচুলেট করতে যাবে না?'

'যাব।'

'আমি সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা নেই—তবে আমি একাই যেতে চাই।'

'ব্যাপারটা খুব অশোভন হবে না? তুমি আমার সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করছ সেটা তো তোমাদের বাড়ির কেউ জানে না। সবাই জানে আমরা খুব সুখে আছি। আনন্দে আছি।'

'সেটা জানাই তো ভালো।'

'তাদের জন্যে ভালো তো বটেই। তাদের সেই ভালোতে যেন খুঁত না থাকে সেই চেষ্টা তো আমাদের করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে কিছু অভিনয় দরকার। কাজেই হাসিমুখে আমার সঙ্গে চল।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা। তুমি তো জানই আমি পি.এইচডি করতে বাইরে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'অর্থাৎ তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই।'

www.MurchOna.com

'না।'

'সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভালো। এখানে থাকতে পার বা ইচ্ছে করলে তোমার মা-বাবার সঙ্গে থাকতে পার।'

'আমি এখানেই থাকব।'

'বেশ তো থাকবে। যদি এর মধ্যে তোমার ইচ্ছা করে আমার কাছে যেতে—চিঠি দিলেই আমি টিকিট পাঠাব তুমি চলে আসবে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার সব কথাই তো এ পর্যন্ত শুনে আসছি—এখন তুমি কি আমার একটা কথা শুনবে? কথাটা হচ্ছে—চল আমার সঙ্গে দুজন মিলে কোনো সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসি। যেমন ধর নেপাল। সুন্দর দৃশ্যের পাশে থাকলে মন সুন্দর হয়। পুরোনো অসুন্দর ধুয়েমুছে যায়। যাবে?'

'তুমি বললে যাব।'

'ভেরি গুড।'

'তোমার নাশতা খাওয়া তো হয়েছে আমি কি এখন উঠতে পারি?

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, পার। তার মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে সমস্যাটা সামলাতে পারছে না। ভবিষ্যতেও পারবে কি না বুঝতে পারছে না।

হাসান নামের ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কি দেখা করা উচিত? তার সমস্যা মেটানোর জন্যে ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করাটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক কি সাহায্য করবেন? মনে হয় করবেন। যে কোনো বিবেকবান মানুষেরই সাহায্য করা উচিত। তিতলীকে না জানিয়ে ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলে হয়। সহজ স্বাভাবিকভাবে সবাই মিলে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করা হবে। ক্ষতি কী?

'তিতলী! তিতলী!'

তিতলী এসে দাঁড়াল, কিছু বলল না। শওকত বলল, আচ্ছা যাও। এমনি ডেকেছিলাম। ও আচ্ছা শোন, নাদিয়ার ইন্টারভ্যুটা পড়েছ?

'না।'

'পড় নি কেন? নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ আমার কেনা খবরের কাগজও পড়বে না?'

'আমি কোনো প্রতিজ্ঞা করি নি।'

'পড়ে দেখ। ভালো লাগবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমার প্রিয় মানুষ কে? সে তোমার নাম বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তিতলী!'

'থ্যাংক য়্যু।'

'তুমি কি আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখবে? খুব ছোট্ট অনুরোধ?'

'কী অনুরোধ?'

www.MurchOna.com

'হাসলে তোমাকে কেমন দেখায় আমি জানি না। একটু হাস আমি দেখি। এত বড় খুশির একটা খবর পেয়েছ এমনিতেই তো হাসা উচিত।'

'উচিত কাজ কি মানুষ সব সময় করতে পারে?'

'না, উচিত কাজ মানুষ সব সময় করতে পারে না। মানুষ বরং অনুচিত কাজটাই সব সময় করে। আমাকে বিয়ে করাটা ছিল খুবই অনুচিত কাজ সেই কাজটা তুমি করেছ। বিয়ের পর পুরোনো সমস্যা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হওয়াটা ছিল উচিত কাজ— তুমি করছ উল্টোটা। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস কথা বলি।'

তিতলী বসল।

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো। তুমি কি আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও? চুপ করে থেকো না, বল হ্যাঁ বা না।

'মুক্তি চাইলে পাব?'

তিতলী তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। শওকত চুপ করে রইল। তিতলীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সম্ভবত জবাব তার জানা নেই।

ইংরেজিতে লেখা একটা ছোট্ট চিঠি।

যার বঙ্গানুবাদ মোটামুটি এ রকম—

*প্রিয় হাসান সাহেব,*

*আশা করি ভালো আছেন। আমার বাবা গত মাসের ৯ তারিখে মাইয়োকার্ডিয়েল ইনফ্রেকশনে মারা গেছেন। তাঁর জীবনের অংশবিশেষ যা আপনি লিখেছেন তা আমাকে দিয়ে গেলে বাধিত হব। আপনি আপনার জনৈক বন্ধুর জন্যে বাবার কাছে চাকরি চেয়েছিলেন। তিনি সে ব্যবস্থা করে গেছেন। আশা করি ইতিমধ্যে আপনার বন্ধু সে খবর জানেন। আপনি ভালো আছেন তো?*

*বিনীতা*

*চিত্রলেখা*

অফিস অফিস গন্ধওয়ালা চিঠি। অফিস বস ডিকটেট করেছেন—পি.এ. ডিকটেশন নিয়ে চিঠি টাইপ করেছে। ফাইনাল কপি বস পড়েছেন, দু-একটা বানান ঠিক করে নাম সই করেছেন। চিঠি চলে গেছে ডিসপাচ সেকশানে। চিঠিতে নাম্বার বসিয়ে ডিসপাচ

www.MurchOna.com

ক্লার্ক চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে। চিঠিতে আন্তরিক অংশ হচ্ছে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা আপনি ভালো আছেন তো? এটাকেও আন্তরিক ধরার কোনো কারণ নেই। অফিসিয়েল চিঠিকে ব্যক্তিগত 'ফ্লেভার' দেয়ার এটা একটা টেকনিক।

হাসান চিঠি পেয়েছে বিকেলে। সন্ধ্যা মিলাবার পরপরই ফাইল হাতে হিশামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে উপস্থিত হল। গেটের দুজন দারোয়ানই তাকে খুব ভালো করে চেনে—তারপরেও তারা এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তাকে তারা এই প্রথম দেখছে। হাসান বলল, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করব। উনি আছেন না?

দারোয়ানের একজন গম্ভীর গলায় বলল, ম্যাডাম বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি অফিসে যাবেন।

দারোয়ানরা দর্শনপ্রার্থীদের আটকে দিতে পারলে খুশি হয়। হাসান লক্ষ্য করল দারোয়ান দুজনের মুখেই তৃপ্তির ভাব।

'উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভেতরে খবর দিয়ে দেখুন। ইন্টারকম তো আছে।'

'আমাদের উপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেয়ার।'

'ও আচ্ছা। আমার কাছে ম্যাডামের কিছু জরুরি কাগজপত্র ছিল।'

দারোয়ানদের একজন নিতান্ত অনিচ্ছায় ইন্টারকমের দিকে এগোচ্ছে। তার যেতে-আসতে প্রচুর সময় লাগবে—হাসান সিগারেট ধরাল। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে আগে বুকের উপর সে যেমন চাপ অনুভব করত এখনো তাই করছে।

'আপনি যান। সিগারেট ফেলে দিয়ে যান।'

হাসান সিগারেট ফেলল। সিগারেট হাতে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না—এমন নির্দেশ কি আছে? দারোয়ানরা ক্ষমতাবানদের যেমন সম্মান দেখাতে ভালবাসে তেমনি ক্ষমতাহীনদের অপমান করতেও ভালবাসে। গেটের সামনে চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে থাকলে সে নিশ্চয়ই বলত না—সিগারেট ফেলে দিয়ে আসুন।

হাসান বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। কতক্ষণ হয়েছে? তার হাতে ঘড়ি নেই। বসার ঘরেও ঘড়ি নেই। সময় কতটা পার হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় অনেকক্ষণ হয়েছে। একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগছে। নীরব একটা বাড়ি। শব্দ নেই, হইচই নেই। টিভি চলছে না, কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। এ রকম শব্দহীন ঘরে মানুষ বাস করে কী করে। বাড়িতে নানান রকম শব্দ হবে—শিশুরা চিৎকার করবে—দাপাদাপি করবে। তাদের হাসি এবং কান্নার শব্দ ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাবে....

'সরি হাসান সাহেব দেরি করে ফেলেছি। দেরিটা ইচ্ছাকৃত না। নিন চা নিন।'

চিত্রলেখা নিজেই হাতে করে চায়ের কাপ এনেছে। তার এই ভদ্রতায় দীর্ঘ অপেক্ষা এবং গেটের সামনের অপমান ভুলে যাওয়া যায়।

'আপনি এসেছেন শোনার পর হট শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। সারাদিন নানান জায়গায় ছোটাছুটি করেছি। গা ঘেমে ছিল। একা একা নিশ্চয়ই খুব বোর

www.MurchOna.com

হচ্ছিলেন?'

'বোর হচ্ছিলাম না।'

'বাবার মৃত্যুর খবর জানতেন?'

'উনি যেদিন মারা গিয়েছিলেন আমি সেদিনই এসেছিলাম। উনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আসি নি—এমনিতেই এসেছিলাম। বাড়ির সামনে প্রচুর গাড়ি দেখলাম। খবর শুনলাম—তারপর ভাবলাম আমার কিছু করার নেই। চলে গিয়েছি।'

'আপনি মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না তাই না?'

'জ্বি না।'

'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন, উনাকে একবার শেষ দেখার ইচ্ছাও আপনার হয় নি?'

'জ্বি না। জীবিত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি সেই স্মৃতিই আমি রাখতে চাই। মৃত মুখের স্মৃতি রাখতে চাই না।'

'এটা অবশ্য ভালোই বলেছেন। বাবার জীবনী লেখা কাগজগুলো কি এনেছেন?'

'জ্বি। ফাইলে সব গোছানো আছে। কিছু বানান ভুল থাকতে পারে। বাংলা বানানে আমি খুব কাঁচা।'

'এখানে ক'পৃষ্ঠা আছে?'

'পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো। স্যার যখন যা বলেছেন আমি লিখেছি। সাজাই নি। আপনি যদি বলেন—সাজিয়ে দেব।'

চিত্রলেখা হাসছে। হাসান বুঝতে পারছে না মেয়েটার হাসির কারণ কী। বাবার মৃত্যুশোক এই মেয়ে সামলে উঠেছে। সামলে না উঠলেও তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার জীবনের উপর এত বড় একটা ঝড় গেছে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'এই লেখাগুলো আপনি আমার সামনে বসে কুটিকুটি করে ছিঁড়ুন।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

চিত্রলেখা ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, বাবা নিজেই আমাকে বলে গেছেন কাগজগুলো যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়। আপনাকে যা বলা হয়েছে—তা ঠিক না। ভুল বলা হয়েছে। উইসফুল থিংকিঙের মতো উইসফুল পাষ্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। বাবা তাই করেছেন।

'ও আচ্ছা।'

'তাঁর বড় বোন পুষ্পের কথা আছে না? যিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি হঠাৎ মারা যান নি। বিষ খেয়েছিলেন। বিষ খাওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। এই তরুণী মেয়েটিকে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে কুৎসিত নোংরামির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। বাবার উচিত ছিল তাঁর নিজের সংগ্রামের গল্প বলা। কী করে তিনি ধাপে ধাপে এতদূর উঠেছেন। এত শক্তি পেয়েছেন কোথায়? বাবা যে স্কুলে পড়তেন সেই স্কুলের

www.MurchOna.com

একজন শিক্ষক নজিবুর রহমান তাঁকে নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন। নিজে দরিদ্র মানুষ হয়েও বাবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়েছেন। এই অসাধারণ মানুষটির জন্যে বাবা কিছুই করেন নি। তিনি শেষ জীবনে খুব কষ্টে পড়েছিলেন, বাবা তাকে দেখতে পর্যন্ত যান নি।'

চিত্রলেখা একটু থামতেই হাসান বলল, এইসব কথা বলতে আপনার বোধহয় খারাপ লাগছে। প্রসঙ্গটা থাক।

'আমার বলতে খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। আমি মনে হয় বাবাকে একটু একটু বুঝতে পারছি। তাঁর চরিত্রের একটা অদ্ভুত দিক কী জানেন? জীবনে বড় হবার জন্যে তিনি যাদের সাহায্য নিয়েছেন পরবর্তী সময়ে তাদের পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। আবার কারো কারো প্রতি অকারণ মমতা পোষণ করেছেন। যেমন ধরুন আপনি। কারোর কথায় বা কারোর সুপারিশে বাবা কাউকে চাকরি দিয়েছেন বা চাকরির যোগাড় করেছেন এমন নজির নেই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে ভিন্ন ব্যবস্থা হল। তাৎক্ষণিকভাবে বাবা সব ঠিকঠাক করলেন। আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই খুব খুশি?'

'জ্বি খুবই খুশি।'

'উনি কি সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছেন?'

'জ্বি।'

'আপনার প্রতি নিশ্চয়ই তিনি খুব কৃতজ্ঞ। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিটা কী একটু বলুন তো শুনি। তিনি কী করলেন? আপনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন?'

'ও আমার ভূমিকাটা জানে না। ওকে কিছু বলি নি।'

'কিছুই বলেন নি?'

'জ্বি না।'

'বলেন নি কেন?'

'বলতে ইচ্ছা করে নি।'

চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে। তার চোখে কৌতুক ঝিলমিল করছে। মনে হচ্ছে হাসানের এই ব্যাপারটায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'লোকচরিত্র বোঝার ব্যাপারে বাবার ক্ষমতা ছিল অসীম। আমার ধারণা আপনাকে উনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আপনি কি জানেন বাবা আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছিলেন?'

'কী বললেন?'

'চমকে উঠবেন না। এটাও বাবার পুরোনো স্বভাব। কারো সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তিনি লোক লাগিয়ে দিতেন। আপনার উপর বিরাট একটা ফাইল আছে। আপনি কোথায় যান, কী করেন মোটামুটি সবই সেই ফাইলে আছে।'

হাসান হতভম্ব গলায় বলল, ও।

www.MurchOna.com

'তিতলী নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার খুব ভাব ছিল তাই না?'

'জ্বি।'

'উনাকে নিয়ে আপনি মাঝেমধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতেন।'

'এইসবও কি ফাইলে আছে?'

'জ্বি।'

'আপনার এক ভাই রকিব সম্পর্কে অনেক কিছু আছে।'

'কী আছে?'

'থাক আপনার না জানলেও চলবে। আপনি বরং তিতলীর কথা বলুন। উনার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়?'

'জ্বি না।'

'দেখা করতে ইচ্ছে করে না?'

'জ্বি না।'

'ভুল কথা বলছেন কেন? আপনি তো মাঝে মাঝেই তিতলীদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন।'

'ফাইলে লেখা?'

'জ্বি। ভুল লেখা?'

'জ্বি না ভুল লেখা না।'

'আপনি তো এখনো বুড়িগঙ্গায় নৌকায় চড়ে একা একা ঘোরেন তাই না?'

'জ্বি।'

'আপনার কি মনে হয় না—আপনার কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক।'

'হতে পারে।'

'আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ বকবক করলাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে কথা বলার কেউ নেই। বাবার সব দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার হাতে। সামাল দিতে পাচ্ছি না। আপনার মতো একটা জীবন আমার হলে মন্দ হত না। কাজকর্ম নেই। ঘুরে বেড়ানো—হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি। বিষণ্ন মনে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ।'

চিত্রলেখা কিশোরীদের মতো হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, সরি। ঠাট্টা করলাম কিছু মনে করবেন না।

হাসান বলল, আজ উঠি?

'আচ্ছা। ভালো কথা, হাসান সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাবা আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিতেন না?'

'জ্বি।'

'আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দেব। মাঝে মাঝে এসে আমার বকবকানি শুনে যাবেন।'

হাসান কিছু বলল না। চিত্রলেখা বলল, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন?

www.MurchOna.com

'বুঝতে পারছি না। সুমিদের বাসায় যেতে পারি।'

'আপনার ছাত্রী?'

'জ্বি।'

চিত্রলেখা হাসতে হাসতে বলল—এখন তো সে আপনার ছাত্রী না। এক সময় ছিল। আচ্ছা খান শুধু শুধু আপনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছি...। আসুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দি।

চিত্রলেখা হাসানের সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটছে। দারোয়ান দুজন চট করে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিল।

হাসান বলল, যাই।

চিত্রলেখা জবাব দিল না। তার বাবা হিশামুদ্দিন সাহেব এই ছেলেটিকে এত পছন্দ কেন করতেন তা সে বোঝার চেষ্টা করছে। হিশামুদ্দিন সাহেব হাসানের ফাইল এত যত্ন করে কেন তৈরি করেছেন। তাঁর মাথায় অন্য কোনো পরিকল্পনা কি ছিল?

বেল টিপতেই সুমি দরজা খুলে দিল। সহজ গলায় বলল, স্যার কেমন আছেন? যেন সে স্যারের বেল টেপার জন্যেই বসার ঘরে চুপচাপ বসে ছিল।

হাসান বলল, কেমন আছ সুমি?

সুমি বলল, ভালো। স্ট্রং ডায়রিয়া হয়েছিল—এখন ভালো।

'স্ট্রং ডায়রিয়ার জন্যেই কি তোমাকে এমন রোগা রোগা লাগছে?'

'না। বাবা চলে গেছেন তো খুব মন খারাপ। এই জন্যেই রোগা রোগা লাগছে। মন খারাপ হলে মানুষকে রোগা রোগা লাগে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। আপনারও নিশ্চয়ই মন খারাপ। আপনাকেও খুব রোগা রোগা লাগছে।'

'আমার মন অবশ্যি একটু খারাপ। তুমি ঠিকই ধরেছ।'

'স্যার বসুন। কী খাবেন বলুন, চা না কোক?'

'বাসায় আর কেউ নেই?'

'কাজের মেয়েটা আছে—রহমত চাচা আছে। মা গিয়েছে মেজোখালার বাসায়। আমারও যাবার কথা ছিল।'

'যাও নি কেন?'

'আপনি আসবেন তো—এই জন্যে যাই নি।'

হাসান হেসে ফেলল। সুমির এই ব্যাপারটা খুব মজার। এমনভাবে কথা বলে যেন সে ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখছে। দু মাস পর আজ হাসান এসেছে। তাও আসার কথা ছিল না। বেবিট্যাক্সি দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ বেবিট্যাক্সির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা স্টার্টারের হাতল ধরে অনেক টানাটানি করে হাল ছেড়ে দিল। হাসান বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে দেখে সুমিদের বাসা দুটা বাড়ির পরেই। বাসার আশপাশেই যখন আসা হল তখন সুমিকে দেখে যাওয়া যাক। এই ভেবে সুমিদের বাসায় আসা। অথচ মেয়েটা ভবিষ্যদ্বক্তা জেন ডিক্সনের মতো কথা বলছে।

www.MurchOna.com

'স্যার।'

'হুঁ।'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'

'কে বলল করছি না। করছি তো।'

'উঁহুঁ। আপনি বিশ্বাস করছেন না। আপনার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি মনে মনে হাসছেন। কেউ যখন মনে মনে হাসে তখন তার চোখ হাসতে থাকে। মুখ থাকে খুব গম্ভীর।'

'আমার বুঝি এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন।'

'সেটা কীভাবে?'

'ফুলিকে আমি বলব—আমার পড়ার টেবিলের উপর থেকে নীল ভেলভেটের ডায়েরিটা আনতে। ওই ডায়েরিতে আজকের তারিখে আমি লিখে রেখেছি—আজ হাসান স্যার আমাদের বাসায় আসবেন।'

'বল কী?'

'ডায়েরিটা আমি নিজেই আনতে পারতাম। আমি আনলে আপনি ভাবতেন আমি আপনার সামনে থেকে চলে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ডায়েরিতে এটা লিখে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই ফুলিকে দিয়ে আনাব।'

সুমি গম্ভীরমুখে বসে আছে। পা দোলাচ্ছে। হাসান মনে মনে বলল, মেয়েটা খুবই অন্যরকম। বিরাট একটা বাড়িতে একা একা বড় হয়ে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটুকু ভালবাসা তার প্রয়োজন তার মা একা তাকে ততটুকু ভালবাসা দিতে পারছে না। মেয়েটা নিঃসঙ্গ। সঙ্গপ্রিয় মানুষের জন্যে নিঃসঙ্গতার শাস্তি—কঠিন শাস্তি। এই শাস্তি মানুষকে বদলে দেয়।

'স্যার।'

'বল।'

'আমার বাবার ধারণা আমার ই.এস.পি. ক্ষমতা আছে। ই.এস.পি. হচ্ছে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন।'

'তুমি এই কঠিন বাক্যটা জান!'

'হ্যাঁ জানি। বাবা আমার সম্পর্কে কী বলে জানেন?'

'না।'

'জানতে চান?'

'হ্যাঁ জানতে চাই।'

'বাবা বলেন—আমি ইচ্ছা করলেই মানুষের ভবিষ্যৎ বলে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে পারি। বাবার কথা কিন্তু ঠিক না। আমি সবার ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। যাদের খুব পছন্দ করি শুধু তাদেরটা বলতে পারি।'

'আমাকে কি তুমি খুব পছন্দ কর?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সেটা আমি আপনাকে বলব না।'

'ফুলিকে ডেকে বল ডায়েরিটা আনতে। দেখি ডায়েরিতে তুমি কী লিখেছ?'

হাসান ডায়েরি দেখে সত্যিকার অর্থেই একটা ধাক্কার মতো খেল। ডায়েরিতে গোটা গোটা হরফে লেখা—"আজ হাসান স্যার আমাকে দেখতে আসবেন। তবে আমার জন্যে কিছু আনবেন না। খালি হাতে আসবেন।"

হাসান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার তো দেখি আসলেই ই.এস.পি. আছে। তুমি আমার সম্পর্কে আর কী বলতে পার?

'অনেক কিছুই বলতে পারি। আপনি কাকে বিয়ে করবেন—তাও বলতে পারি।'

'বলতে পারলে বল।'

'উঁহুঁ আমি বলব না।'

'বলবে না কেন?'

'শুধু শুধু কেন বলব? স্যার আপনি চা খাবেন, না কোক খাবেন?'

'চা খাব।'

'আগে একটু কোক খেয়ে নিন না। তারপর চা খাবেন। আমি কোক দিয়ে খুব একটা মজার ড্রিংকস বানাতে পারি। বাবা শিখিয়েছেন। কী করতে হয় জানেন—কোকের গ্লাসে দুটা কালো কাঁচা মরিচ মাঝামাঝি চিরে দিয়ে দিতে হয়। তার সঙ্গে এক চামচ লেবুর রস এবং সামান্য বিট লবণ দিতে হয়। তারপর কোকের গ্লাসটা ডিপ ফ্রিজে দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করতে হয়। সার্ভ করার আগে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া গ্লাসে দিয়ে দিতে হয়। না দিলেও চলে। আমি দেই নি। বাসায় গোলমরিচের গুঁড়া ছিল না, এই জন্যে দেই নি।'

'তুমি কি ড্রিংকস বানিয়ে রেখেছ?'

'হুঁ।'

'বেশ তো তাহলে নিয়ে এস খাই।'

'বাবার ধারণা ড্রিংকসটা খুব ভালো। আমার ভালো লাগে না। ঝাল তো এই জন্যে ভালো লাগে না। আপনার কি ঝাল পছন্দ?'

'হ্যাঁ পছন্দ।'

'ঝাল কম খাবেন। ঝাল বেশি খেলে পেটে আলসার হবে।'

'আচ্ছা কমই খাব। তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে কেন?'

সুমি পা দোলাতে দোলাতে বলল, চশমা নিয়েছি তো এই জন্যে অন্যরকম লাগছে। চশমা পরলে সবাইকে অন্যরকম লাগে। কাউকে বেশি অন্যরকম লাগে, আবার কাউকে কম অন্যরকম লাগে। আমাকে বেশি লাগছে।

হাসান কাঁচা মরিচের কোক খেল। চা খেল। সে ভেবেছিল মিনিট দশেক থেকে

www.MurchOna.com

চলে যাবে। সে থাকল প্রায় দু ঘণ্টা। নানান রকম সমস্যায় সে পর্যুদস্ত। বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় কোনো সমস্যা মাথায় থাকে না। বরং মনে হয়—পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন নয়। বেঁচে থাকার আনন্দ আলাদা। শুধুমাত্র সেই আনন্দের জন্যেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায়।

হাসান বলল, সুমি আজ উঠি?

সুমি বলল, আচ্ছা।

'আবার আসবেন' বাক্যটা বলল না। এই মেয়ে কখনো তা বলে না। কারণটা কী? সে জানে আবার কবে স্যার আসবেন সেই জন্যেই কি? এই হাস্যকর যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না। জানে না বলেই তারা মনের আনন্দে বর্তমান পার করতে পারে।

হাসানের বড় মামা—মুকুল মামা ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেছিলেন। ডাক্তারেরা তার পেট পরীক্ষা করে বললেন—স্টোমাক ক্যানসার মেটাসথিসিস হয়ে গেছে। শরীরে ক্যানসারের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেছে। আয়ু আছে তিন মাস। ভবিষ্যৎ জানার পর মুকুল মামার জীবন বিষময় হয়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন তিন মাস আগে থেকেই। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদেন—আমার জীবনটা রক্ষা কর। আমার জীবনটা রক্ষা কর। মুকুল মামার জন্যে ভবিষ্যৎ জেনে ফেলাটা সুখকর হয় নি। আনন্দময় কোনো ভবিষ্যৎ আগেভাগে জেনে ফেললে কী হবে? সেই আনন্দ অনেকখানি কমে যাবে। মানুষকে সুখী থাকা উচিত বর্তমান নিয়ে। মানুষ তা পারে না। বর্তমানে সে দাঁড়িয়েই থাকতে পারে না। তার এক পা থাকে অতীতে আরেক পা ভবিষ্যতে। দু নৌকায় পা, সেই দু নৌকা আবার যাচ্ছে দুদিকে।

রাস্তায় নেমে হাসান রিকশা নিল। রাত বেশি হয় নি—ন'টা বাজে। এখনি বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বেকারদের রাত দশটার আগে বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ করে তিতলীদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা হয়। যখন হয় তখন আর কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছাটা হু-হু করে বাড়তে থাকে। তিতলীদের বাড়িতে যাবার জন্যে অজুহাত একটা আছে। ভালো অজুহাত। নাদিয়া এমন চমৎকার রেজাল্ট করেছে তাকে কনগ্রাচুলেট করা তার অবশ্যই কর্তব্য। যেদিন নাদিয়ার রেজাল্টের কথা জেনেছে সেদিনই সে নাদিয়ার জন্যে ভালো একটা কলম কিনেছে। কলমের বাক্সটা গিফট র‍্যাপে মুড়েছে। ছোট্ট একটা চিরকুট গিফট র‍্যাপে ঢোকাল। সেখানে লেখা—

*নাদিয়া,*

*ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়ে এতদিন শুধু পত্রিকায় দেখেছি। বাস্তবে এদের সত্যি সত্যি কোনো অস্তিত্ব আছে তা মনে হত না। রেজাল্ট হবার পর তোমাকে বাস্তবের কেউ মনে হয় না। মনে হয় তুমি অন্য কোনো গ্রহের। তুমি আমার অভিনন্দন নাও।*

*ইতি*

*হাসান ভাইয়া।*

www.MurchOna.com

উপহারটা নাদিয়াকে এখনো দেয়া হয় নি। অনেকবারই সে তিতলীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। শেষ পর্যন্ত গেট খুলে ভেতরে ঢোকে নি। হয়তো বাড়িতে ঢুকে দেখা যাবে তিতলী মার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ির নানান গল্প করছে। হাসান সেই আনন্দময় মুহূর্তে প্রবেশ করামাত্র ছন্দপতন হবে। আজ বোধহয় যাওয়া যায়। তিতলী মার বাড়িতে এলেও এত রাত পর্যন্ত নিশ্চয়ই থাকবে না। নববিবাহিতা তরুণীরা মার বাড়িতে এত সময় নষ্ট করে না। এরা দ্রুত অতীত ভুলতে চেষ্টা করে। মেয়েরা তাদের শরীরে সন্তান ধারণ করে। সন্তান ধারণ করে বলেই হয়তো প্রকৃতি তাদের ভবিষ্যৎমুখী করে রাখে। অতীত তাদের কাছে পুরোনো গল্পের বইয়ের মতো। যে গল্প একবার পাঠ করা হয়েছে বলে কৌতূহল মরে গেছে। দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করে না। বইটি হারিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

হাসান তিতলীদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে যতটুকু মনের জোর দরকার এই মুহূর্তে ততটুকু মনের জোর তার নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে তিতলী তার মার বাড়িতে। কারণ ঘরে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। বারান্দায়ও বাতি জ্বলছে। এতগুলো বাতি জ্বলার কথা না। বাইরের বারান্দার বাতি তো কখনোই জ্বালানো থাকে না। ঘটনা কী ঘটেছে হাসান তা অনুমান করার চেষ্টা করছে। তিতলী এসে কলিংবেল টিপেছে। নাদিয়া বাইরের বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল। তারপর আপাকে দেখে এতই আনন্দিত হল যে বাতি নেভাতে ভুলে গেল। তিতলী এ বাড়িতে এলে গেটের ভেতর একটা গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি অবশ্যি নেই। তিতলীর স্বামী এসে হয়তো তিতলীকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। রাত এগারটার দিকে আবার এসে নিয়ে যাবেন।

হাসান হাঁটা শুরু করল। আজ থাক আরেকদিন সে আসবে। নাদিয়ার উপহারটা মনে হয় দীর্ঘদিন পকেটে পকেটে ঘুরবে। গিফট র‍্যাপ কুঁচকে যাবে, ময়লা হয়ে যাবে উপহার আর দেয়া হবে না। সবচে ভালো হত হঠাৎ যদি রাস্তায় নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। উপহারটা তার হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলা যেত। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা শূন্য। নাদিয়া এমন মেয়ে যে কখনো ঘর থেকে বের হয় না। ঘর থেকে বের হলেই তার নাকি কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। চার দেয়ালের ভেতরে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই নাকি তার শান্তি শান্তি লাগে। কী অদ্ভুত কথা!

বাসায় ফিরতে হাসানের ইচ্ছা করছে না। আজ বাসার পরিস্থিতি খুব খারাপ থাকার কথা। তারেক এক দিনের অফিস ট্যুরের কথা বলে চিটাগাং গিয়েছিল। এক দিনের জায়গায় সাত দিন কাটিয়ে আজ দুপুরে ফিরেছে। ট্যুরের ব্যাপারটা যে মিথ্যা রীনার কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। চার দিনের দিন অফিস থেকে তারেকের এক কলিগ এসেছিল খোঁজ নিতে—তারেকের অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে কি না, তার কাছেই রীনা জেনেছে তারেক দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছে। রীনা খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—দুইয়ে দুইয়ে চার করা তার জন্যে কোনো সমস্যাই না। হাসান এখনো জানে না ভাবী হিসাব মিলাতে বসেছে কি না। সব ঘটনা জানার পর রীনার প্রতিক্রিয়া কী হবে হাসান তাও

www.MurchOna.com

বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করে ধৈর্য হারালে সমস্যা হবে। তবে ভাবী সম্ভবত ধৈর্য হারাবে না।

তারেক দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। সন্ধ্যায় গোসল করে পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে। দুবার চা চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। তার চেহারা এবং কথাবার্তায় কোনোরকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং মুখটা হাসি হাসি। টগরের কথা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর টগর ঠিকই শব্দে কাশছে তারেক সেটা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করল। রীনাকে ডেকে বলল, টগরের বুকে কফ বসে গেছে। এক কাজ কর সরিষার তেলে রসুন দিয়ে তেলটা গরম করে বুকে মালিশ করে দাও। আর এক কাপ কুসুমগরম পানিতে এক চামচ মধু দিয়ে ওই পানিটা খাইয়ে দাও। কফ আরাম হবে। ঘরে মধু আছে?

রীনা স্বাভাবিক গলায় বলল, না মধু নেই।

তারেক বলল, এক শিশি মধু ঘরে সবসময় রাখবে। মেডিসিন বক্সে যেমন নানান ধরনের ওষুধপত্র থাকে তেমনি এক শিশি মধু থাকা উচিত। কোরান শরিফে কয়েকবার মধুর কথা উল্লেখ করা আছে। হাসানকে বল মধু নিয়ে আসুক।

'হাসান বাসায় নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে—কাগজটা পড়ে দি। আমি এনে দেব।'

তারেক মধু এনে দিয়ে রাতের খাবার খেতে গেল। সে সাধারণত চুপচাপ খাওয়া শেষ করে। আজ রীনার সঙ্গে গল্প শুরু করল। রাজনৈতিক গল্প। তারেক বিএনপির সমর্থক ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর সে কিছুটা আওয়ামী লীগঘেঁষা হয়ে পড়েছে।

'শেখ হাসিনা দেশ তো মনে হয় ভালোই চালাচ্ছে, কী বল?'

'হুঁ।'

'সাহস আছে। রাজনীতিতে সাহসটা অনেক বড় জিনিস। কর্নেল ফারুক গং-কে কেমন জেলে ঢুকিয়ে দিল দেখলে?'

'হুঁ।'

'ভালো কাজ করলে সাপোর্ট পাবে। তবে মূল সমস্যাটা কোথায় জান?'

'না।'

'মূল সমস্যা মানুষের ভেতর না। মূল সমস্যা সিংহাসনে। সিংহাসনে কিছুদিন বসলেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীকে দেখ—লোকে যে তাঁকে এখনো ভালো বলে কেন বলে? সিংহাসনে বসেন নি বলেই বলে। দু মাস সিংহাসনে বসতেন দেখতে মানুষ গান্ধীজীর নাম শুনে থুতু দিত। ছাগল নিয়ে ঘুরেও লাভ হত না। ঠিক বলছি না?'

'হুঁ।'

'ঘরে কি পান আছে?'

'আছে।'

www.MurchOna.com

'কাঁচা সুপারি আছে?'

'না।'

'কাল অফিস থেকে ফেরার সময় কাঁচা সুপারি নিয়ে আসব। কাঁচা সুপারি হার্টের জন্যে ভালো। কাঁচা সুপারিতে এলকলিয়েড বলে একটা জিনিস থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত কম্পাউন্ড। এটা হার্টের জন্যে উপকারী। পেপারে পড়েছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমাদের গ্রামের মানুষদের মধ্যে হার্টের অসুখ নেই তার মূল কারণ ওরা কাঁচা সুপারি খায়।'

'ও।'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে তারেক নিজেই বিপুল উৎসাহে ছেলের বুকে তেল মালিশ করে দিল। কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নিজে ঘুমোতে এল রাত এগারটার দিকে। পান খেয়ে তার মুখ লাল। হাতে সিগারেট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শেষ সিগারেটটা খাবে। সুখী সুখী চেহারা। রীনা মশারি খাটাল। পানির গ্লাস, জগ এনে রাখল। ঘুমোতে যাবার আগে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে সহজ গলায় বলল, চিটাগাঙের ওয়েদার কেমন?

তারেক বলল, ভালো।

'বৃষ্টি হচ্ছে না?'

'একদিন হয়েছিল।'

'এই কদিন লাবণীর বাসাতেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। আর বল কেন যন্ত্রণা—ওরা এপার্টমেন্ট দিয়েছে। কমপ্লিট হবার আগেই দিয়ে বসে আছে। ইলেকট্রিসিটির কানেকশান নেই। গ্যাসের কানেকশান নেই। দুটা বাথরুমের একটায় কোনো ফিটিংসই নেই। এই অবস্থায় ওদের ফেলে রেখে আসতে পারি না।'

'আমাকে তুমি মিথ্যা কথা বলে গিয়েছ। বলেছ ট্যুরে যাচ্ছ।'

'তাই বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যা না—ট্যুরেই গিয়েছিলাম। চিটাগাং অফিসের হিসাবপত্র অডিট হচ্ছে। ঢাকা থেকে অডিট টিম যাচ্ছে, আমি সেই অডিট টিমে আছি।'

চুল বাঁধা শেষ করে রীনা স্বামীর দিকে ফিরল। সহজ গলায় বলল, আমি এর মধ্যে তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানলাম তুমি দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছ।

'ও এই ব্যাপার। আসলে হয়েছে কী—অডিটের ডেট হঠাৎ করে পিছিয়ে দিল। এদিকে মানসিকভাবে আমি তৈরি চিটাগাং যাব। তখন ভাবলাম যাই ঘুরেই আসি।'

'তুমি তো মিথ্যা কখনো বল না। আজ এমন সহজ ভঙ্গিতে মিথ্যা বলছ কেন? আমি তো কোনো রাগারাগিও করছি না হইচইও করছি না। মিথ্যা বলার দরকার কী? তুমি কি

www.MurchOna.com

লাবণী মেয়েটির প্রেমে পড়েছ?'

'আরে কী যে বল, প্রেমে পড়াপড়ির এর মধ্যে কী আছে। একটা অসহায় মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে সাহায্য করেছি। এর বেশি কিছু না।'

'এর বেশি কিছু না?'

'না।'

'দয়া করে তুমি আমাকে সত্যি কথা বল—এর বেশি তোমার কাছে কিচ্ছু চাচ্ছি না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো সমস্যা তৈরি করব না। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি কী সমস্যা করব? আচ্ছা তুমি ছ'দিন ওই মেয়েটির বাড়িতেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। ওর হল টু বেডরুম এপার্টমেন্ট। আমি একটাতে ছিলাম, ওরা মা-মেয়ে একটাতে ছিল।'

'রাতে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসে নি?'

'এসেছে।'

'কী নিয়ে গল্প করলে? পলিটিক্স?'

'না—লাবণী তার জীবনের নানান গল্প করত, শুনতাম। খুবই দুঃখী মেয়ে।'

'মেয়েটির সঙ্গে তোমার শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়েছে?'

'আরে ছিঃ ছিঃ এইসব কী বলছ?'

'হয়েছে কি না সেটা বল? গল্প করতে করতে হয়তো অনেক রাত হয়ে গেল। মেয়েটা ঠিক করল রাতটা তোমার সঙ্গেই থাকবে।'

'কী যে তুমি বল রীনা, আমি ফেরেশতার মতো মানুষ!'

'ইবলিশ শয়তানও এক সময় ফেরেশতা ছিল—তারপর সে শয়তান হয়েছে।'

'এইখানে তুমি একটা ভুল করলে। অধিকাংশ মানুষ এই ভুলটা করে। ইবলিশ কিন্তু ফেরেশতা ছিল না। ইবলিশ আসলে ছিল জ্বিন।'

'জ্বিন ছিল না ফেরেশতা ছিল সেটা পরে দেখা যাবে—এখন বল, মেয়েটার সঙ্গে কি তোমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে?'

'পানি দাও। এক গ্লাস পানি খাব।'

রীনা পানি এনে দিল। তারেক কয়েক চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিল। রীনা বলল, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব কি দেবে, না দেবে না? হ্যাঁ বলবে কিংবা না বলবে। তুমি যা বলবে তাই আমি বিশ্বাস করব। সত্যি কথা বলার অনেক উপকারিতা আছে। তুমি তো বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছ—এখন তোমার উচিত সত্যি কথা বলা। এখন মিথ্যা কথা বললে ঝামেলা আরো বাড়বে। সবকিছু জট পাকিয়ে যাবে। এখন তোমার উচিত জট কমানো। তুমি কি মেয়েটার সঙ্গে ঘুমিয়েছ? আমি খুব ভদ্রভাবে তোমাকে প্রশ্নটা করলাম। আসলে কী বলতে চাচ্ছি তা নিশ্চয়ই বুঝছ? মেয়েটার সঙ্গে রাতে ঘুমিয়েছ?

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি কি তোমাকে বিয়ে করতে চায়?'

www.MurchOna.com

'চাইলেই বা উপায় কী?'

'উপায় থাকবে না কেন? বিয়ে তো আর কিছুই না এক ধরনের কনট্রাক্ট। আরবিতে নিকাহনামার অর্থ হচ্ছে sex contract । তুমি পুরোনো কনট্রাক্ট বাতিল করে নতুন কনট্রাক্ট করবে।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ রীনা।'

'আমি মোটেই রাগি নি। তবে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে বাস করব না। আগামী পরশু আমি চলে যাব। কালকের দিনটা আমার যাবে গোছগাছ করতে। তোমার সংসার তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে যাব। তারপর তুমি আমাকে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করবে। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর ওই মেয়েটিকে বিয়ে কোরো। চাকরিজীবী মেয়ে আছে তোমার জন্যে সুবিধাও হবে। তোমার একার রোজগারে সংসার চলছে না। দুজনের রোজগারে চলবে।'

'রীনা তুমি খুবই রেগে গেছ বুঝতে পারছি। রাগারই কথা।'

'আমি মোটেও রাগি নি। ব্যাপারটা জানার পর থেকেই আমি এটা নিয়ে ভাবছি। তোমাকে যে কথাগুলো বললাম তার প্রতিটি শব্দ নিয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেছি। যাই হোক এখন ঘুমোতে চল।'

রীনা বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল। গত চার রাতে তার এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আজ বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। শান্তিময় ঘুম।

রীনা খুব শান্ত ভঙ্গিতেই তার সুটকেসে কাপড় ভরল। কয়েকটা ব্যবহারি শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট। ব্যস এই তো। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে নেই নেই করেও অনেক কিছু জমে গেছে। সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। থাকুক তার স্মৃতি হিসেবে কিছু জিনিসপত্র। সঙ্গে করে সামান্য হলেও কিছু টাকা-পয়সা নেয়া দরকার। সেটা নিতে ইচ্ছে করছে না। ছোটমামার দেয়া সাত শ ডলারের কিছুই নেই। রীনা ভেবেছিল একটা টাকাও সে খরচ করবে না। সব জমা করে রাখবে। অথচ কত দ্রুতই না সেই টাকাটা খরচ হল। তারেকের অফিসের কিছু দেনা শোধ করা ছাড়া টাকাটা আর কোনো কাজে লাগে নি। তার হাত আজ পুরোপুরি খালি।

বউ হিসেবে যখন সে বাবার বাড়ি থেকে আসে তখনো খালি হাতে এসেছিল। বাবা কয়েকবার বলেছিলেন, মেয়েটার হাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দাও। টুকটাক খরচ

www.MurchOna.com

আছে। ফট করে স্বামীর কাছে চাইতেও পারবে না লজ্জা লাগবে। বিয়েবাড়ির উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত তার হাতে টাকা দেয়ার ব্যাপারটা মনে রইল না। সে গাড়িতে উঠল এক্কেবারে খালি হাতে। আজ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময়ও খালি হাতে বিদায় নেয়া ভালো। যেভাবে এসেছি—সেভাবে যাচ্ছি। না তাও ঠিক না। সে স্বামীর কাছে এভাবে আসে নি। তার দরিদ্র বাবা ধারদেনা করে অনেক গয়নাপাতি দিয়েছিলেন। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তিও হয়েছে। রীনার মা ঝাঁঝালো গলায় বলেছিলেন—এত যে ঋণ করলে শোধ দিবে কীভাবে? টাকার গাছ পুঁতেছ? রীনার বাবা হাসিমুখে বলেছিলেন, মেয়েটা ঝলমলে গয়না পরে স্বামীর কাছে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখাতেও অনেক আনন্দ। তোমার এই মেয়ে সুখের সাগরে ডুবে থাকবে।

সুখের সাগরে ডুবে থাকার এই হল নমুনা। নয় বছর স্বামীর সঙ্গে থেকে আজ সব ফেলে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

রীনা তার গলার হারটা সঙ্গে নিল। বাবার দেয়া গয়না একে একে বিক্রি করে সংসারের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে। হারটা রয়ে গেছে। হার বিক্রি করে নগদ কিছু টাকা হাতে নিতে হবে। মানুষের সবচে বড় বন্ধু অর্থ। স্বার্থহীন বন্ধু। যে মানুষের চারদিকে শক্ত দেয়াল হয়ে মানুষকে রক্ষা করে। রীনার সে রকম বন্ধু নেই। আশ্রয় দেবার মতো আত্মীয়স্বজনও নেই। সে যার কাছেই উঠবে সেই ব্যস্ত হয়ে উঠবে তাকে তাড়িয়ে দিতে। তাকে উঠতে হবে স্কুলজীবনের কোনো বান্ধবীর বাসায়। তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে না। স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব অন্যরকম ব্যাপার। এই বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কখনো কমে না। রীনার সঙ্গে তার স্কুলজীবনের বন্ধুদের কোনো যোগ নেই। কে কোথায় আছে সে জানেও না। একজন থাকে বারিধারায়। সুস্মিতা। তার সঙ্গে নিউমার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। সুস্মিতা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুস্মিতা বাড়ির নম্বর, টেলিফোন নম্বর সব একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল। কাগজটা অনেকদিন ছিল টেবিলের ড্রয়ারে। তারপর উড়ে চলে গেল। সুস্মিতার ঠিকানাটা জানা থাকলে কাজ হত।

বিকালের মধ্যে রীনা সব গুছিয়ে ফেলল। বিকেলে বাচ্চারা খাবে তার জন্যে নুডলস। রাতের জন্যে পোলাও। দুজনই খুব পোলাও পছন্দ করে। রোজ খেতে বসে বলবে, মা "পিলাউ"। টগর সব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে শুধু পোলাও বলতে গিয়ে বলে পিলাউ। পোলাও থাকলে তার আর কিচ্ছু লাগবে না। তরকারি না হলেও চলবে। কপ কপ করে 'পিলাউ' খাবে। সেই খাওয়া দেখার ভেতরও আনন্দ আছে। আজ রীনা এই আনন্দ পাবে না। টগর 'পিলাউ' খাবে একা একা। না, একা একা নিশ্চয় খাবে না—লায়লা থাকবে।

রীনা এক শ টাকার একটা নোট এবং কিছু ভাংতি টাকা সঙ্গে নিল। যেখানেই যাক, রিকশা ভাড়া, বেবিট্যাক্সি ভাড়া তো দিতে হবে।

আলমিরা খুলে টগর এবং পলাশের জুতাজোড়া নিল। জন্মের এক মাস পর এলিফ্যান্ট রোডের এক দোকান থেকে রীনা নিজে এই দু জোড়া জুতা কিনেছিল। লাল ভেলভেটের জুতা। এখনো ঝলমল করছে। জুতাজোড়া কেনার সময় সে বিস্মিত হয়ে

sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ভাবছিল—জন্মের সময় মানুষের পা এত ছোট থাকে? রীনার অনেক দিনের শখ টগর এবং পলাশের যেদিন বিয়ে হবে সেদিন কাচের বাক্সে জুতাজোড়া রেখে সেই বাক্সটা মায়ের বিয়ের উপহার হিসেবে সে দেবে। প্রতীকী উপহার। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া—দেখ একদিন তুমি এ রকম ছোট ছিলে—আজ বড় হয়েছ। তোমার সংসারে এ রকম ছোট একটা শিশু আসবে। চক্র কোনোদিন ভাঙবে না চলতেই থাকবে।

এই জীবনে রীনার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নি। কে জানে এই ইচ্ছাটাও হয়তো পূর্ণ হবে না। টগর-পলাশের বিয়ে হয়ে যাবে সে খবরও পাবে না। রীনার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চোখের পানি ফেলতে নেই। চোখের পানি বাড়ির জন্যে ভয়াবহ অমঙ্গল নিয়ে আসে। রীনা চায় না, এই বাড়ির অমঙ্গল হোক। এই বাড়িতে টগর এবং পলাশ থাকে। হাসান থাকে, লায়লা থাকে। তার শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন। এদের সবাইকে রীনা অসম্ভব পছন্দ করে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সবচে বেশি পছন্দ করে তার শাশুড়ি মনোয়ারাকে। কেন করে সে নিজেও জানে না।

সব গোছানোর পর রীনা মনোয়ারার ঘরে উঁকি দিল। যাবার আগে একটু দেখা করা। তাঁকে কিছু বলে যাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভব না।

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজা ফাঁক করল। মনোয়ারা বললেন, বউমা তোমার শ্বশুর কোথায় জান?

'জানি না মা।'

'বারান্দায় গিয়ে উঁকি দাও—তোমার শ্বশুরকে দেখবে রাস্তার ওই পাশে যে চায়ের স্টল আছে, বিসমিল্লাহ টি-স্টল, ওইখানে বসে আছে।'

'খবর দিয়ে আনব মা?'

'না খবর দিয়ে আনতে হবে না। কয়েকদিন ধরেই আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। ঠিক এই সময় বুড়ো চায়ের স্টলে বসে থাকে কেন জানতে চাও?'

'কেন?'

'মেয়েস্কুল ছুটি হয়। মেয়েগুলো শরীর দোলাতে দোলাতে রাস্তা দিয়ে যায়। আর আমাদের বুড়ো এই দৃশ্য চোখ দিয়ে চাটে। বুঝলে কিছু?'

রীনা চুপ করে রইল।

'একটা বয়সের পর পুরুষমানুষের এই রোগ হয়। চোখ দিয়ে চাটার রোগ। খুবই ভয়ংকর রোগ। আল্লাহপাক এই বিষয়টা জানেন বলেই এই বয়সে চোখে ছানি ফেলে দেন। আমাদের বুড়োর চোখ পরিষ্কার, ছানি পড়ে নি। তার খুব সুবিধা হয়েছে। রোজ বিকেলে চা খেতে যাচ্ছে। জীবনে তাকে চা খেতে দেখলাম না, এখন চা খাওয়ার ধুম পড়েছে। ভেবেছে আমি কিছু টের পাই নি। কোনো ভরা বয়সের মেয়ে ঘরে এলে বুড়ো কী করে লক্ষ্য করেছ? তার মা ডাকার ধুম পড়ে যায়। মা মা বলে আদরের ঘটা। মা ডাকলে মাথায়, পিঠে, পাছায় হাত বোলানোর সুযোগ হয়ে যায়—। সুযোগ আমি বার

www.MurchOna.com

করছি। আজ বাসায় ফিরুক। সাপের পা তো কেউ দেখে নাই। তোমার শ্বশুর আজ সাপের পা দেখবে, শিয়ালের শিং দেখবে।'

'মা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'একা যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'একা যাবার দরকার নেই, বুড়ো শয়তানকে সাথে নিয়ে যাও। বুড়ো একদিনে অনেক মেয়ে দেখে ফেলেছে আর না দেখলেও চলবে। যাচ্ছ কোথায়?'

'আমার এক বান্ধবীর বাসায়।'

'শয়তানটাকে সাথে নিয়ে যাও। তুমি বন্ধুর বাসায় যেও। শয়তানটাকে রিকশায় বসিয়ে রাখবে। সে রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করবে। এটাই তার শাস্তি। আর শোন মা তুমি দেরি করবে না। সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরবে। বাড়ির বউ সন্ধ্যার পর বাইরে থাকলে সংসারের অমঙ্গল হয়। বাড়ির বউকে দুটা সময়ে অবশ্যই ঘরে থাকতে হয়। সূর্য ওঠার সময় এবং সূর্য ডোবার সময়। এই কথাগুলো মনে রাখবা মা। তোমার ছেলে দুটাকে যখন বিয়ে দিবে তখন তাদের বউদেরও বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রীনা শাশুড়ির ঘর থেকে বেরোল। টগর-পলাশ বারান্দার দেয়ালে মহানন্দে রং পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছে। দেয়ালে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ কর্ম। এই নিষিদ্ধ কর্মের জন্যে দু ভাই অতীতে অনেক শাস্তি পেয়েছে। আজ পেল না। রীনা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। দু ভাই মাথা নিচু করে বসে আছে। ভয়ে কেউ মাথা তুলছে না। রীনার খুব শখ ছিল যাবার আগে ছেলে দুটির মুখ ভালোমতো দেখে যায়। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মাকে দেখে এরা দুজন মাথা আরো নিচু করে ফেলল। দেয়ালে দু মাথাওয়ালা একটা ভূত আঁকা হয়েছে। রীনা ভূতের দিকে তাকিয়ে আছে। রীনা নরম গলায় ডাকল টগর। টগর মার গলায় বিপদের আভাস পেয়েছে সে ছুটে দাদিমার ঘরে ঢুকে গেল, মুহূর্তের মধ্যেই তাকে অনুসরণ করল পলাশ। মার হাত থেকে মুক্তির এই একটিই উপায়।

'ভাবী শোন।'

বারান্দায় লায়লা দাঁড়িয়ে আছে। তার গলার স্বর ভারি। মনে হয় সে এতক্ষণ কাঁদছিল। চোখে কাজল লেপ্টে আছে।

'কী ব্যাপার লায়লা?'

'তুমি একটু আমার ঘরে আস তো ভাবী।'

রীনা লায়লার ঘরে ঢুকতেই লায়লা দরজা বন্ধ করে দিল। রীনা বলল, ব্যাপার কী বল তো?

লায়লা কান্না চাপতে চাপতে বলল, ভাবী তুমি বল আমি কি এতই ফেলনা? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

'ব্যাপারটা কী?'

'আমি জানি আমার চেহারা ভালো না। রং ময়লা—তাই বলে আমার জন্যে

www.MurchOna.com

ডিভোর্সড ছেলে খুঁজতে হবে?'

'কে খুঁজছে ডিভোর্সড ছেলে?'

'বড়বুবু একটা ছেলের সন্ধান এনেছেন। ডিভোর্সড। আগের ঘরের একটা ছেলে আছে তিন বছর বয়স। আমার চেহারা খারাপ বলে আমার ভাগ্যে বুঝি সেকেন্ডহ্যান্ড হাসবেন্ড।'

'বিয়ে তো এখনো হয়ে যায় নি লায়লা।'

'না হোক বড়বুবু কেন সেকেন্ডহ্যান্ড হাসবেন্ডের খোঁজ আনবে। ভাবী তুমি তো জান সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসই আমি দু চোখে দেখতে পারি না। নিউমার্কেটে কত সুন্দর সুন্দর সেকেন্ডহ্যান্ড স্যুয়েটার পাওয়া যায়। আমার বন্ধুরা সবাই কিনেছে। আমি কখনো কিনেছি?'

'লায়লা চুপ কর তো!'

'কেন আমি চুপ করব? ভাবী আমি কি মানুষ! আমাকে আগেভাগে কিছু না বলে মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমিও হাসিমুখে সেকেন্ডহ্যান্ডটার সাথে কথা বলেছি। গাধাটা আবার যাবার সময় বড়বুবুকে বলেছে মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আরে গাধা তোর তো যে কোনো মেয়েই পছন্দ হবে।'

'লায়লা শোন এখানে তোমার পছন্দটাই জরুরি। তুমি তোমার পছন্দ-অপছন্দটা কড়া করে বলবে। তুমি যে জীবন যাপন করবে সেটা তো তোমার জীবন। অন্যের জীবন তো না।'

লায়লাকে শান্ত করে রীনা বের হয়ে এল। ভাগ্য ভালো সুটকেস হাতে বেরোতে তাকে কেউ দেখল না।

রীনা রিকশায় উঠেছে। ঢাকায় তার থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে। ময়মনসিংহ চলে গেলে কেমন হয়। রীনার বড়মামা ময়মনসিংহ জজকোর্টের পেশকার। কেউটখালিতে বাসা। বাসে ময়মনসিংহ যেতে আড়াই ঘণ্টার মতো লাগে। সে পৌঁছবে সন্ধ্যার পরপর। তখন কেউটখালিতে গিয়ে বড়মামাকে খুঁজে বের করতে হবে। বাসার ঠিকানা রীনার জানা নেই। যদি খুঁজে না পাওয়া যায়। যদি মামা এর মধ্যে বাসা বদল করে থাকেন? দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রীনা দুশ্চিন্তাকে আমল দিল না। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। মুখ শুকিয়ে পানির পিপাসা হচ্ছে। কোনো একটা দোকানের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে সে কি এক বোতল পানি কিনে নেবে? কত দাম এক বোতল পানির?

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাবেন?

রীনা বলল, কমলাপুর রেলস্টেশন।

বলেই মনে হল সে ভুল করেছে। সে যাবে মহাখালি বাসস্টেশন। মহাখালি বাসস্টেশন থেকেই ময়মনসিংহের বাস ছাড়ে। শুধু শুধু কমলাপুর রেলস্টেশন বলল কেন? ভুলটাকে ঠিক করতে ইচ্ছা করছে না। যাক কমলাপুরেই যাক। ময়মনসিংহ যাবার কোনো একটা

www.MurchOna.com

ট্রেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া না গেলে একটা রাত রেলস্টেশনে কাটিয়ে দেয়া তেমন কঠিন হবে না। স্টেশনে সারা রাত গাড়ি আসা–যাওয়া করবে। অসুবিধা কী? জনতার মধ্যেই আছে নির্জনতা।

যে চেয়ারটায় হিশামুদ্দিন বসতেন সেই চেয়ারে চিত্রলেখা বসে আছে। প্রথম দিন অস্বস্তি লেগেছিল—এরপর আর লাগে নি। এমন ব্যস্ততায় তার দিন কাটছে যে অস্বস্তি লাগার সময়ও ছিল না। ব্যস্ত মানুষদের অস্বস্তি বোধ করার সময় থাকে না। চিত্রলেখার দিন কাটছে বাবার কর্মপদ্ধতির মূল সূত্রগুলো ধরতে। তাকে কেউ সাহায্য করছে না। যাদের সাহায্য করার কথা তারা এক ধরনের নীরব অসহযোগিতা করছেন। অফিসের প্রধান প্রধান কর্তাব্যক্তিরা এগিয়ে আসছেন না। তাদের প্রশ্ন করেও তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। এ রকম কেন হচ্ছে চিত্রলেখা বুঝতে পারছে না। তারা কি চান না সব আগের মতো চলুক?

চিত্রলেখার সামনে তিন কর্মকর্তা বসে আছেন, জিএম আবেদ আলি, এজিএম ফতেহ খান এবং প্রোডাকশান ম্যানেজার নূরুল আবসার। তাদের চা দেয়া হয়েছে। তারা বিমর্ষমুখে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আবেদ আলি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। চিত্রলেখা বলল, আপনি সিগারেট ধরাবেন না। সিগারেটের ধোঁয়া আমার পছন্দ না। বন্ধঘরে ধোঁয়া যেতে চায় না। অসহ্য লাগে।

আবেদ আলি সিগারেটের প্যাকেট সরিয়ে রাখলেন। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

চিত্রলেখা বলল, আমি যদি কারোর চাকরি টার্মিনেট করতে চাই আমাকে কী করতে হবে বলুন তো?

আবেদ আলি কিছু বললেন না, ফতেহ খান বললেন, আপনি যা করবেন কোম্পানি আইন মোতাবেক করবেন। কোম্পানি আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা মালিকদের দেয়া হয় নি। মালিক চেয়েছেন বলে চাকরি নেই এই ব্যবস্থা এখন নেই।

'প্রাইভেট কোম্পানিতে কোনো একটা ব্যবস্থা তো থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাটা জানতে চাচ্ছি।'

ফতেহ খান বললেন, আপনাকে ল'ইয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। কোম্পানির নিজস্ব ল'ইয়ার আছে তাঁর কাছে জেনে নিন।'

www.MurchOna.com

'আপনারা কিছু জানাবেন না?'

'আমরা তেমন জানি না।'

'আপনি জানেন না সেটা বলুন। আমরা বলছেন কেন? আবেদ আলি সাহেব হয়তো জানেন, নূরুল আবসার সাহেবও হয়তো জানেন। অন্যদের দায়িত্ব নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

নূরুল আবসার বললেন, মিস চিত্রলেখা আপনাকে একটা কথা বলি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না, আপনি একসঙ্গে সবকিছু বুঝে ফেলতে চেষ্টা করছেন। আমাদের এই কোম্পানি অনেক বড় কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত তারা দীর্ঘদিন থেকে জড়িত। বছরের পর বছর কাজ করে আমরা যা শিখেছি আপনি এক সপ্তাহে তা শিখে ফেলতে চান, তা কী করে হবে! ধীরে চলার একটা নীতি আছে সেই নীতি মেনে চলাই ভালো।

'আমাকে ধীরে চলতে বলছেন?'

'অবশ্যই ধীরে চলতে বলছি।'

'আপনাদের ধারণা আমি ধীরে চলছি না?'

'আমাদের ধারণা আপনি একসঙ্গে সব জেনে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন। ছটফট করছেন।'

'আপনিও বললেন—আমাদের ধারণা। আপনি বলুন আমার ধারণা। নাকি আপনাদের তিন জনের ধ্যান–ধারণা সব এক রকম।'

'আমরা সব একজিকিউটিভ ডিসিশান মেকিঙে থাকি। আমাদের ধ্যান–ধারণা এক রকম হওয়ারই তো কথা।'

'গত মাসে কোম্পানি প্রায় এক কোটি টাকা লোকসান করেছে। কেন করেছে আবেদ আলি সাহেব আপনি বলুন?'

'এক কোটি টাকা না—সত্তর হাজার পাউন্ড। একটা বিশেষ খাতে লোকসান হয়েছে। সেই লোকসান আমরা সামলে উঠব। ব্যবসায়ে লাভ–লোকসান থাকে। বিজনেস হচ্ছে এক ধরনের গ্যামলিং।'

'লাভ–লোকসান ব্যবসায় থাকবে তাই বলে ব্যবসা গ্যামলিং হবে কেন? আমরা তো জুয়া খেলতে বসি নি।'

আবেদ আলি ভুরু কুঁচকালেন। মনে মনে বললেন—ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। চিত্রলেখা বলল, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি—এত বড় একটা লোকসান হল কেন?

'যথাসময়ে এলসি খোলা হয় নি। তারপর আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল যার জন্যে পেনাল্টি দিতে হয়েছে।'

'কী ত্রুটি?'

'ম্যাডাম বিষয়টা তো জটিল—চট করে বোঝাতে পারব না। সময় লাগবে।'

'সময় আপনাকে দিচ্ছি—আপনি বোঝাতে শুরু করুন। কাগজ–কলম লাগবে?'

আবেদ আলি বললেন, মিস চিত্রলেখা, বসের কন্যাকে প্রাইভেট পড়ানো আমার

www.MurchOna.com

দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না। তারপরেও আমি আপনাকে বোঝাব। তবে এখন না। এখন আমাকে যেতে হবে। আমার জন্যে লোকজন অপেক্ষা করছে। আপনাকে আরো একটা কথা বলি মিস চিত্রলেখা, যখন–তখন আপনি মিটিং ডাকবেন না। এতে সবারই কাজের ক্ষতি হয়। মিটিং যখন ডাকবেন—এজেন্ডা ঠিক করে ডাকবেন। এজেন্ডা জানা থাকলে আমাদেরও তৈরি হয়ে আসতে সুবিধা হয়।

আবেদ আলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। শুধু ফতেহ্ খান বললেন, ম্যাডাম তাহলে যাই? চিত্রলেখা বলল, আচ্ছা যান। তাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করা হল তবে সে অপমান গায়ে মাখল না। সে বাবার চেয়ারে কিশোরী মেয়েদের মতো খানিকক্ষণ দোল খেল। তারপরই চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলল।

কিছু মজার মজার ফাইল এই ড্রয়ারে আছে। ফাইলগুলো বাড়িতে ছিল সে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিনই সে খুব মন দিয়ে পড়ে। হিশামুদ্দিন সাহেব তার অফিসের প্রতিটি কর্মচারী সম্পর্কে আলাদা আলাদা নোট রেখে গেছেন। পড়তে পড়তে চিত্রলেখার প্রায়ই মনে হয়—বাবা যেন জানতেন একদিন চিত্রলেখা এই ফাইল পড়বে। পড়ে পড়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ফাইল তৈরি করা ছাড়াও হিশামুদ্দিন সাহেব আরো একটা কাজ করে গেছেন। কোম্পানি পরিচালনা সম্পর্কে দীর্ঘ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চিঠির মতো করে লেখা এই নির্দেশনামা চিত্রলেখা বলতে গেলে প্রতিদিনই একবার করে পড়ছে।

*মা চিত্রলেখা,*

*তোমার মাথায় বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার মাথায় তিন মন ওজনের পাথর চেপে বসেছে? তুমি নিশ্বাস নিতে পারছ না?*

*যদি এ রকম মনে হয় তুমি পাথর ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। আমি একটি কর্মকাণ্ড শুরু করেছি আমার মৃত্যুর পরেও তা চলতে থাকবে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা আমার কোনো কালেই ছিল না। এই পৃথিবীতে সবকিছুই সাময়িক।*

*অবশ্য পুরো ব্যাপারটা তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দেখতে পার। আমার ধারণা তোমার সেই যোগ্যতা আছে। যদি তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও তাহলে তোমাকে আমার কিছু উপদেশ দেবার ইচ্ছা।*

*পুরোনো কালে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধবিগ্রহ চলত। দু দল যুদ্ধ করছে। সেনাপতিরা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই সময় হঠাৎ যদি কোনো কারণে কোনো একদলের সেনাপতি নিহত হন তখন সেই দল সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটা এখনো আছে। এখনো সেনাপতির মৃত্যু মানে যুদ্ধে পরাজয়। সৈন্যরা এখনো যুদ্ধ করে তাদের নিজেদের জন্যে না—যুদ্ধ করে তাদের সেনাপতির জন্যে।*

www.MurchOna.com

সেনাপতিকে সৈন্যদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই কাজটা সবচে কঠিন। তুমি তা পারবে। ভালোভাবেই পারবে।

কোম্পানি পরিচালনা শুরুতে তোমার কাছে জটিল মনে হবে—কাজটা কিন্তু জটিল নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়া এবং ঘোড়াটাকে দৌড়ানো শুরু করাটা জটিল, কিন্তু একবার যখন ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করে তখন জটিলতা কিছু থাকে না। শুধু দেখতে হয়—পথ ঠিক আছে কি না। পথে কোনো খানা-খন্দ পড়ল কি না। অবশ্য আরেকটা জিনিস দেখতে হয় তোমার শেষ সীমাটা কোথায়? গোলটা কী?

তুমি অবশ্যই কোমল হবে। সেই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের নির্মমতাও তোমার মধ্যে থাকতে হবে। যেখানে নির্মম হওয়া দরকার সেখানে কখনো কোমল হবার চেষ্টা করবে না। দয়া, করুণা এইসব মানবিক গুণাবলি কোম্পানি পরিচালনার কাজে আসে না বরং কাজ শ্লথ করে দেয়। মনে কর কেউ একটা অন্যায় করল, কিংবা কারো কোনো কাজে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হল। তুমি যদি তার শাস্তি না দাও তাহলে এই অন্যায়টি সে আবারো করবে। সে ধরে নেবে যে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে। শুধু সে না অন্যরাও তাই ভাববে। You have to be cruel, only to be kind. কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে তেমনি অন্যায়ের শাস্তিও থাকবে।

ক্ষমা অত্যন্ত মহৎ গুণ। কোম্পানি পরিচালনায় ক্ষমা একটা বড় ত্রুটি।

কোম্পানির কার্যপ্রণালীর প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাকে জানতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি—কোম্পানির অতি তুচ্ছ কাজ যে কজন করে তাদের একজন হল রশীদ। রশীদ হল সাইকেল পিয়ন। তার একটা সাইকেল আছে। হাতে হাতে চিঠি পাঠাতে হলে চিঠি এবং ঠিকানা দিয়ে রশীদকে বললেই সে চলে যাবে। তুমি কি জান রশীদ তার এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করে? তাকে তুমি ঠিকানা লিখে চিঠি দেবে এবং তা সে পৌঁছাবে না এটা কখনো হবে না।

একবার কী হয়েছে শোন—সে একটা চিঠি নিয়ে গেল। যার চিঠি সে বাসায় ছিল না। রশীদ বাসার সামনে রাত তিনটা পর্যন্ত বসে রইল। কোম্পানি ঠিকমতো তখনই চলবে যখন যার যা কাজ তা ঠিকমতো করা হবে।

তোমাকে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একটি অপ্রিয় কাজ করতে হবে—কাজটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার পদে নতুন কাউকে আনা। অবশ্যই তোমাকে আবেদ আলিকে অপসারণ করতে হবে। কাজটা আমিই করে যেতাম। তোমার জন্যে রেখে গেলাম। আবেদ আলি অত্যন্ত কর্মঠ। সে নিজের কাজ খুব ভালো জানে। তার সমস্যা হল সে নিজেকে এখন অপরিহার্য বিবেচনা করছে। যখন এই কাজটা কেউ করে তখন নানান সমস্যা হতে থাকে। সে নিজের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দেয়। কাজকর্মেও হেলাফেলা ভাব চলে

www.MurchOna.com

*আসে। সে তার প্রতি অনুগত একটা শ্রেণীও তৈরি করে নেয়। আবেদ আলি তাই করেছে।*

*আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটার আমি তৈরি করে রেখেছি। আইনগত কিছু জটিলতা আছে বলেই তৈরি করে যাওয়া। তুমি যদি কোম্পানির দায়িত্ব নাও তাহলে এই টার্মিনেশন লেটার সই করে তুমি তাকে দেবে। আর তুমি যদি দায়িত্ব না নাও তাহলে যেমন আছে তেমনি থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে তার প্রয়োজন আছে।....*

চিত্রলেখা আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটারে নিজের নাম সই করল। তারিখ বসাল। ইন্টারকমে বলে দিল—সাইকেল পিয়ন রশীদকে যেন পাঠানো হয়।

রশীদ এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। বেঁটেখাটো মানুষ। মালিক শ্রেণীর কারো দিকে চোখ তুলে তাকানোর বোধহয় তার অভ্যাস নেই। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

'কেমন আছ রশীদ?'

'ভালো।'

'এই ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে এসো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার সাইকেলটি ঠিক আছে?'

'বেল নষ্ট।'

'বেল ঠিক করার ব্যবস্থা কর।'

'কেয়ারটেকার স্যারকে বলেছিলাম।'

'উনি ব্যবস্থা করেন নি?'

রশীদ চুপ করে রইল। সে কখনো তার উপরওয়ালাদের বিষয়ে কোনো নালিশ করে না।

'আচ্ছা আমি বলে দেব।'

'আমি চলে যাব? চিঠি দিয়ে এসে আপনাকে রিপোর্ট করব?'

'দরকার নেই। তুমি যাও।'

চিত্রলেখা কেয়ারটেকারকে ডেকে পাঠাল। কেয়ারটেকারের নাম সালাম। সে ভীতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

'কেমন আছেন সালাম সাহেব?'

'জ্বি আপা ভালো। কাজকর্মে মন বসছে না আপা।'

'মন বসছে না কেন?'

'স্যার নাই। কী কাজ করব কার জন্য করব?'

'আমার জন্যে করবেন।'

'তা তো অবশ্যই।'

'আমাদের যে সাইকেল পিয়ন রশীদ তার সাইকেলের বেল নষ্ট। বেল ঠিক হচ্ছে না কেন?'

www.MurchOna.com

'আমাকে তো আপা সে কিছু বলে নাই।'

'সে বলেছে। যেহেতু আপনার কাজকর্মে মন নাই আপনি শুনতে পান নি। বাবার মৃত্যুতে আপনি এতই ব্যথিত যে, কোনো কিছুই আপনি এখন মন দিয়ে শুনছেন না। আচ্ছা আপনি যান—আমাদের জিএম সাহেবকে একটু আসতে বলে দিন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

চিত্রলেখা ঘড়ি দেখল। তিনটা বাজে। অফিস আরো এক ঘণ্টা চলবে। সে অফিস থেকে ঠিক চারটায় বের হবে। আজ তার পরিকল্পনা হল রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটা।

আবেদ আলি বিরক্তমুখে ঢুকলেন।

'আমাকে ডেকেছেন?'

চিত্রলেখা বলল, আবেদ আলি সাহেব বসুন।

'মিটিঙের মাঝখান থেকে উঠে এসেছি।'

'কিসের মিটিং?'

'এলসি খোলার দেরি এবং ইরেগুলারিটি বিষয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করছি।'

'ও আচ্ছা।'

'কী জন্যে ডেকেছিলেন?'

'একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গের জন্যে ডেকেছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন, তারপর বলছি।'

আবেদ আলি বসলেন। তার ভুরু কুঞ্চিত। চিত্রলেখা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক গলায় বলল, কোম্পানির বৃহত্তর স্বার্থে আমাকে একটি অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। আপনার সার্ভিস আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে—কোম্পানির স্বার্থ আপনি এখন আর আগের মতো দেখছেন না। সত্তর হাজার পাউন্ডের যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে—তার দায়–দায়িত্বও সম্পূর্ণ আপনার।

'কী বলছেন?'

'যা সত্যি তা বলছি।'

'আমাকে ছাড়া আপনি তো সাত দিনও চলতে পারবেন না। আপনি তো সামান্য মানুষ আপনার বাবারও আমি ডানহাত ছিলাম।'

'আমার বাবা যেহেতু নেই; আমার বাবার ডানহাতেরও প্রয়োজন নেই তাই না? নিন এইটা হচ্ছে আপনার জব টার্মিনেশন লেটার। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানেন, এই চিঠি বাবাই লিখে টাইপ করে রেখে গেছেন। আমি শুধু নাম সই করেছি। কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও তাদের উপস্থিতির ব্যবস্থা রেখে যায়।'

আবেদ আলি চিঠি পড়ছেন। তার হাত কাঁপছে। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত।

'আবেদ আলি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনার দায়িত্ব আপনি এজিএম সাহবেকে বুঝিয়ে দেবেন।'

www.MurchOna.com

'ম্যাডাম ব্যাপারটা কি আরেকবার কনসিডার করা যায় না?'

'জ্বি না, যায় না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আপনি এখন আসুন।'

'আপনি বিরাট সমস্যায় পড়বেন। হাতেপায়ে ধরে আবার আমাকেই আপনার আনতে হবে।'

'আনতে হলে আনব। এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের দরকার নেই।'

চিত্রলেখা আরেক কাপ চায়ের কথা বলল। অফিসে বসার পর থেকে তার খুব ঘন ঘন চা খাওয়া হচ্ছে। অভ্যাসটা কমাতে হবে। মাথা ধরেছে। মাথাধরা কমানোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওষুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। খোলা বাতাসে বসা দরকার। এসি দেয়া বদ্ধঘরে এক সময় দম আটকে আসে। চিত্রলেখা এসি বন্ধ করল। জানালার পরদা সরাল। জানালা খুলল। দিনের আলো নিভে আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেঘ বলেছে যাব যাব? মেঘেরা কোথায় যেতে চায়? হিমালয়ের দিকে না অন্য কোথাও? মানুষের পাখা থাকলে ভালো হত। মেঘদের সঙ্গে উড়ে বেড়াত। মেঘেদের সঙ্গে বাস করলেই জানা যাবে মেঘেরা কোথায় যেতে চায়।

'আসব?'

চিত্রলেখা জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, আসুন। রশীদ তাহলে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বসুন।

হাসান বসল।

সে হিশামুদ্দিন সাহেবের এই বিশাল অফিসে এই প্রথম এসেছে। তার চোখে বিস্ময়।

'চা খাবেন?'

'জ্বি না।'

'খেয়ে দেখতে পারেন। এরা চা খুব ভালো বানায়। দার্জিলিঙের চা পাতা এবং বাংলাদেশের চা পাতা সমান সমান নিয়ে একটা মিকচার তৈরি হয়। সেই মিকচার দিয়ে চা বানানো হয়।'

'তাহলে দিতে বলুন।'

'আপনাকে ডেকেছি কী জন্যে জানেন?'

'জ্বি না।'

'আপনাকে ডেকেছি কারণ আজ বিকেলে আপনাকে নিয়ে ঘুরব। গাড়িতে করে না— হণ্টন।'

'বৃষ্টি আসছে তো!'

'আসুক। আমার একটা রেইনকোট আছে—আপনার জন্যে ছাতা আনিয়ে দিচ্ছি। বৃষ্টির সময় রেইনকোট পরে হাঁটা আমার খুব পুরোনো অভ্যাস। নোট করছেন তো?'

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, কী নোট করব?

'কথাবার্তা যা বলছি এইসব—এই যে একটু আগে বললাম, আমার পুরোনো অভ্যাস

www.MurchOna.com

হচ্ছে বৃষ্টিতে রেইনকোট পরে হাঁটা। আমি তো আগে একবার আপনাকে বলেছি—বাবার মতো আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করব। কাজেই আপনি যত বেশি সময় আমার সঙ্গে কাটাবেন ততই আপনার লাভ।'

হাসান তাকিয়ে আছে। চিত্রলেখাকে কেমন যেন অস্থির লাগছে।

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'অকারণে আপনাকে ডেকে আনায় আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?'

'জ্বি না।'

'বিরক্ত হলেও কিচ্ছু করার নেই। আমি মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করি। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।'

'আপনার এ রকম অবস্থা যখনই হবে খবর দেবেন—আমি চলে আসব।'

'বৃষ্টি মনে হয় আসছে—তাই না?'

'জ্বি।'

চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টি দেখছে।

তারেক মাগরেবের নামায শেষ করে বারান্দায় এসে বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

চা তৈরিই ছিল। লায়লা চায়ের কাপ এনে সামনে রাখল। তারেক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোর অবস্থা কী?

লায়লা বিস্মিত গলায় বলল, আমার আবার কী অবস্থা?

'পড়াশোনার অবস্থা।'

'পড়াশোনার অবস্থা খুবই খারাপ। এইবার পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারব না।'

'তাহলে এ বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর দে।'

'ভাইয়া আর কিছু বলবে?'

'না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই এনে দে।'

লায়লা সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই এনে দিল। তারেক বলল, টগর আর পলাশকে বই নিয়ে বসতে বল। আমি পড়া দেখিয়ে দেব।

তারেক চুকচুক করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। নামাযের সময় সে মাথায় টুপি পরেছিল, সেই টুপি এখনো খোলা হয় নি। টুপি মাথায় তাকে শান্ত সমাহিত মনে হচ্ছে। চা খেতে

www.MurchOna.com

খেতে সে পা নাচাচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যাকালীন এই চায়ের আসর তার ভালো লাগছে।

এক মাসের ওপর হল রীনা নেই। তার অনুপস্থিতিতে বড় ধরনের যে সমস্যার আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখন মনে হচ্ছে সে আশঙ্কা অমূলক। সে না থাকায় বরং কিছু সুবিধা হয়েছে। তারেক ঘুমাচ্ছে একা। বেশ হাতপা ছড়িয়ে ঘুমাতে পারছে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে পারছে। কথা বলার কেউ নেই। টুথপেস্টের মুখ লাগানো হয় নি, ব্রাশটা বেসিনে পড়ে আছে কেন এই নিয়েও বলার কেউ নেই। রীনা মশারি না খাটিয়ে ঘুমাতে পারত না। তারেকের কাছে মশারি ছিল অসহনীয় যন্ত্রণা। এখন মশারি খাটাতে হচ্ছে না। ফুলস্পিডে ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকলে মশারা কাছে ভিড়তে পারে না। মানুষের কাছে ফ্যানের বাতাসটা আরামদায়ক। মশাদের কাছে সেই বাতাস হল টর্নেডো। প্রচণ্ড টর্নেডোর সময় মানুষ যেমন ডিনার খেতে বসে না, মশারাও তেমনি রক্ত খেতে আসে না। এই সহজ সত্য সে রীনাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে—রীনা বুঝতে চায় নি। এখন আর বোঝাবুঝির কিছু নেই।

মনোয়ারা ছেলের ওপর রাগ করে চলে গেছেন। এটা একটা দুঃখের ব্যাপার হয়েছে। তারেক তার মাকে খুবই পছন্দ করে। মার সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা না বললে তার দমবন্ধ লাগে। মা না থাকার একটা ভালো দিকও আছে। মার ঘরটাকে তারেক বর্তমানে নামাযঘর করে ফেলেছে। পাঁচ ওয়াক্তের জায়গায় এখন শুধু দু ওয়াক্ত করে নামায পড়া হচ্ছে। শুরু হিসেবে এটা খারাপ না।

রীনার অভাব লায়লা অনেকটাই পূরণ করেছে। রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখছে। টগর–পলাশকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজও করছে। কলেজে যাচ্ছে খুব কম। মনে হয় এ বছর বি.এ. পরীক্ষা সে ড্রপই করবে। সংসারের জন্যে এটা ভালো। বি.এ. পরীক্ষার চেয়ে সংসার অনেক বড়।

টগর–পলাশের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। 'মা নেই কেন? কবে আসবে?' এ জাতীয় কথা তারা তারেককে এখনো জিজ্ঞেস করে নি। তবে লায়লাকে এবং হাসানকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে। তারা কী জবাব দিচ্ছে কে জানে। সময় এবং সুযোগমতো একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। অবশ্যি জিজ্ঞেস না করলেও হয়। এরা ঝামেলা করছে না এটাই বড় কথা। এমন কি হতে পারে মা ঘরে না থাকায় তারা আনন্দিত? হতে পারে। খাওয়া নিয়ে তাদের বকাঝকা কেউ করছে না, চড় থাপ্পড় মারছে না। দেয়ালে ছবি আঁকছে কেউ কিছু বলছে না। প্রায়ই স্কুল কামাই করছে। মা থাকলে সে উপায় ছিল না। স্কুলে যেতেই হত।

তারেকের আজকাল প্রায়ই মনে হয় মানুষের সংসার না থাকাই ভালো। আর থাকলেও সে সংসার হবে সাময়িক ধরনের সংসার। সেই সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা সবই থাকবে। মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, কয়েকদিন থেকে চলে আসা। সব পুরুষরা থাকবে হোটেলে। সবার জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। ঘরে এটাচড বাথ থাকবে, টিভি থাকবে। খাবারের সময় হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাবে। ছেলের জন্মদিন,

www.MurchOna.com

ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি এইসব উৎসবে সংসারে ফিরে যাওয়া। আবার ফিরে আসা।

রীনা চলে যাবার পর লাবণীর সঙ্গে তারেকের আর তেমন যোগাযোগ হয় নি। লাবণী একটা চিঠি লিখেছিল। কেমন আছেন, ভালো আছেন টাইপ চিঠি। চিঠির জবাব দেয়া হয় নি। তারেক রোজই একবার ভাবে চিঠির জবাব দেবে—শেষে আর দেয়া হয় না। রাতে ঘুম পেয়ে যায়। ইদানীং তার ঘুমও খুব বেড়েছে। ভাত খাবার পর থেকে হাই উঠতে থাকে।

দুই পুত্রকে নিয়ে তারেক পড়াতে বসল। বাচ্চা দুটি বিচ্ছু হয়েছে। যমজ বাচ্চারা বিচ্ছু ধরনের হয় এটি সনাতন সিদ্ধ ব্যাপার। এরা দুজন যমজ না হলেও বিচ্ছুর ওপরেও এক ডিগ্রি বিচ্ছু। হোমওয়ার্কের খাতায় ভূতের ছবি আঁকা। মাথা থেকে এইসব দুষ্টামি দূর করতে হবে। কঠিন হওয়া যাবে না। কাঠিন্য যে কোনো সমস্যার বড় বাধা।

'কেমন আছিস রে টগর?'

'গুড আছি বাবা।'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'গুড হচ্ছে।'

'কথায় কথায় গুড বলছিস কেন?'

'মিস বলেছে বাসায় সব সময় ইংরেজি বলতে হবে।'

'হোমওয়ার্কের খাতায় এটা কিসের ছবি?'

'ভূতের ছবি।'

'ভূতের গলা এত লম্বা থাকে নাকি?'

'এটা সাপভূত তো এইজন্যে গলা লম্বা। সাপভূতদের গলা লম্বা হয়।'

'হোমওয়ার্কের খাতায় ছবি আঁকছিস কেন?'

'ছবি আঁকার খাতা শেষ হয়ে গেছে এই জন্যে।'

'মিস রাগ করবে।'

'মিস খুব এংরি হবে। রাগের ইংরেজি হল এংরি।'

'এংরি বানান কী?'

'বানান জানি না।'

'পলাশ তুই জানিস?'

'জানি না।'

'গুড বানান জানিস?'

'জানি, কিন্তু বলব না।'

'বলবি না কেন?'

'তুমি তো আমাদের মিস না।। মিস বানান জিজ্ঞেস করলে বলতে হয়।'

'আর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হয় না?'

'না।'

www.MurchOna.com

তারেক সিগারেট ধরাল। এদের পড়শোনা করানো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। একজন টিচার রেখে দিতে হবে। বাড়তি খরচ, তাতে অসুবিধা হবে না। সংসারে মানুষ কমে গেছে। লায়লার বিয়ে হলে আরো কমবে। তার বেতনও কিছু বাড়বে। খুব শিগগিরই প্রমোশন হবার কথা। পলাশ বলল, বাবা সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

'কে বলেছে, মিস?'

'না, মা বলেছে।'

মার প্রসঙ্গ চলে আসায় তারেক একটু শঙ্কিত বোধ করল। এই প্রসঙ্গ আলোচনায় না আসাই বোধহয় মঙ্গলজনক। টগর গম্ভীর গলায় বলল, যে সিগারেট খায় সে মারা যায়। আর সিগারেট খাবার সময় আশপাশে যারা থাকে তারাও মারা যায়। তুমি সিগারেট খেলে আমরা মারা যাব।

'কে বলেছে, তোদের মা না মিস?'

'মা বলেছে। সিগারেট যেমন খারাপ, চকলেটও খারাপ। চকলেট খেলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। এক রকম পোকা এসে দাঁত খেয়ে ফেলে। দাঁতের ইংরেজি হল টুথ।'

তারেক সিগারেট ফেলে দিল। মার প্রসঙ্গ চলে এসেছে—এখন কি সেই বিষয়ে দু-একটা কথা বলা ঠিক হবে? না পুরো বিষয়টা নিয়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'টুথের বানান কী?'

'ট উ-কারে টু, থ—টুথ।'

'বাংলা বানান না ইংরেজি?'

'জানি তোমাকে বলব না।'

তারেক ইতস্তত করে বলল, তোর মা যে আসছে না এ নিয়ে কী করা যায় বল তো? টগর-পলাশ দুজনই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারেক বাচ্চাদের দিকে না তাকিয়ে বলল, তোর মা যে আসছে না, এ জন্যে নিশ্চয়ই তোদের মন খারাপ। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

পলাশ বলল, দেখা হয় তো।

পলাশের এই কথা বলা মনে হয় ঠিক হয় নি। টগর চোখের ইশারায় তাকে চুপ করতে বলছে। তারেক বিস্মিত হয়ে দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মার সঙ্গে দেখা হয়?'

'হুঁ।'

'বাসায় আসে নাকি?'

'না স্কুলে যায়।'

'স্কুলে যায়?'

'একদিন মা তার বাসায় নিয়ে গেল।'

'বাসায় নিয়ে গেল মানে—বাসা ভাড়া করেছে? বাসা কোথায়?'

www.MurchOna.com

'জানি না।'

'বাসাটা কেমন?'

'সুন্দর।'

'সে একাই থাকে না আরো লোকজন থাকে?'

'জানি না।'

'জানিস না মানে কী? বাসায় আর কাউকে দেখিস নি?'

'উঁহুঁ।'

'তোদের মা যে তোদের দেখতে আসে, তোরা যে তার বাসায় গিয়েছিলি এটা এ বাড়ির আর কে জানে?'

'সবাই জানে। শুধু তুমি জান না।'

'মার বাসায় কীভাবে গিয়েছিলি—সে এসে নিয়ে গিয়েছিল?'

'চাচু নিয়ে গিয়েছে। আবার নিয়ে এসেছে।'

'হাসান নিয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

তারেক অ্যাশট্রেতে ফেলে দেয়া আধ–খাওয়া সিগারেট তুলে নিল। তার দুই পুত্র তার দিকে তাকিয়ে আছে। টগর বলল, ব্যাটম্যান মানে কী, তুমি জান বাবা?

তারেক অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, না।

'ব্যাটম্যান মানে হল বাদুরমানুষ। ব্যাট মানে বাদুর। ম্যান মানে মানুষ।

'ও।'

'বাদুরমানুষ কিন্তু উড়তে পারে না। শুধু লাফ দিতে পারে। একটা বাড়ির ছাদ থেকে আরেকটা বাড়ির ছাদে যায়। আর ঘোস্ট মানে কী জান?'

'হুঁ।'

'ঘোস্ট মানে ভূত। ভূত কিন্তু পৃথিবীতে হয় না। শুধু কার্টুনে হয়। আমাদের মিস বলেছে। অদৃশ্য মানব কাকে বলে তুমি কি জান বাবা?'

'না।'

'অদৃশ্য মানবকে চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য মানব কিন্তু ভূত না। মানুষ।'

'হুঁ।'

'অদৃশ্য মানব চোখে দেখা যায় না এই জন্যে এদের ছবিও আঁকা যায় না। কিন্তু পলাশ তো বোকা—এই জন্যে সে অদৃশ্য মানবের ছবি এঁকেছে। ছবি দেখবে বাবা?'

তারেক 'হুঁ' বলল কিন্তু উঠে চলে গেল। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—সবাই মিলে কি তাকে বয়কট করেছে? হাসানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা দরকার। হাসানের সঙ্গে তার দেখা ইদানীং হচ্ছে না। হাসানের ব্যস্ততা খুব বেড়েছে। কোনো একটা কাজটাজ বোধহয় করছে। কী কাজ তা এখনো জিজ্ঞেস করা হয় নি। যে কাজই করুক খুব পরিশ্রমের কাজ নিশ্চয়ই। রোদে পুড়ে চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। সস্তা

www.MurchOna.com

সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছে। হাসান পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় তামাকের একটা ফ্যাক্টরি হেঁটে চলে গেল। জর্দা দিয়ে পানও খাচ্ছে—দাত লাল—মুখ দিয়ে ভুরভুরে জর্দার গন্ধ আসে।

হাসান দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারেক দরজা ধাক্কা দিতেই উঠে এসে দরজা খুলল।

'ঘুমোচ্ছিলি?'

'না। শুয়েছিলাম।'

'দশটা বাজতেই শুয়ে পড়লি, শরীর খারাপ?'

'জ্বর জ্বর লাগছে।'

'রোদে রোদে ঘুরলে জ্বর তো লাগবেই—ভাদ্র মাসের রোদে তাল পেকে যায়, মানুষ তো পাকবেই। ভাদ্র মাসে রাস্তাঘাটে যত মানুষ ঘোরে তাদের বেশিরভাগই পাকা মানুষ।'

'সিগারেট লাগবে ভাইয়া?'

'না সিগারেট লাগবে না। এক প্যাকেট কিনেছিলাম, সাতটা খেয়েছি। এখনো তেরটা বাকি আছে। এলাম তোর সাথে একটু গল্প-গুজব করি বাতিটা জ্বালা।'

হাসান অনিচ্ছার সঙ্গে বাতি জ্বালাল। তার জ্বর এসেছে। ভালো জ্বর। দুপুরে সে কিছু খায় নি। রাতেও খায় নি। ক্ষিধেয় নাড়ি পাক দিচ্ছে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে কোনো খাবার সামনে আনলেই বমি হয়ে যাবে।

তারেক বসতে বসতে বলল, তোর ভাবী ঝোঁকের মাথায় ফট করে চলে গেল। এই নিয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলা হয় নি।

'কথা বলার কী আছে?'

'সেটাও ঠিক কথা বলার কী আছে? লজ্জাজনক ব্যাপার।'

'তোমার জন্যে লজ্জাজনক তো বটেই। যা ঘটেছে তোমার জন্যেই ঘটেছে।'

'তোর ভাবী কোথায় আছে কিছু জানিস?'

'শ্যামলীতে আছে। তাঁর এক বান্ধবীর বাড়িতে।'

'ও আচ্ছা।'

'ঠিকানা চাও?'

'না ঠিকানা দিয়ে কী করব?'

'তুমি যদি মনে কর—ভাবীর সঙ্গে কথা বলে তাকে ফিরিয়ে আনবে।'

'সেটা ঠিক না। ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোনো কাজের কথা না। আমি তাকে চলে যেতে বলি নি—সে চলে গেছে। আমি যদি তাকে চলে যেতে বলতাম তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার ছিল। যদি আসার হয় নিজেই আসবে।'

হাসান হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাবী কঠিন জিনিস। নিজ থেকে আসবে না।

'না এলে কী আর করা। বাচ্চাদের খানিক সমস্যা হবে—এই আর কী? সমস্যা তো

www.MurchOna.com

পৃথিবীতে থাকেই। সমস্যা নিয়েই আমাদের বাস করতে হয়।'

'তুমি কি তোমার অফিসের ওই মহিলাকে বিয়ে করবে?'

'বিয়ের কথা আসছে কেন?'

'বিয়ে হচ্ছে না?'

তারেক সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সহজ গলায় বলল, টগরের কাছে শুনলাম—ওদের মার সঙ্গে দেখা হয়—এটা ভালো। আর্লি স্টেজে মার ভালবাসা দরকার। মায়ের ভালবাসা ভিটামিনের মতো কাজ করে। যাক—সময়ে-অসময়ে ভিটামিনটা পাচ্ছে।

'হুঁ।'

'ও কি চাকরি-বাকরি কিছু করছে?'

'জানি না। হয়তো করছে।'

'চাকরির বাজার খুবই টাইট—তবে মেয়েদের স্কোপ বেশি। বলিস ভালোমতো যোগাযোগ করতে। পত্রিকা দেখে এপ্লিকেশন করলে হবে না। সরাসরি উপস্থিত হতে হবে।'

'ভাইয়া আমার মাথা ধরেছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'দে একটা সিগারেট খাই। সিগারেটটা শেষ করে চলে যাব।'

'নিজের ঘরে গিয়ে খাও।'

'তোর এখানে খেয়ে যাই।'

'ভাইয়া তুমি কি ভাবীকে টেলিফোন করতে চাও? ভাবী যে বাড়িতে থাকে সেখানকার টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে আছে।'

'টেলিফোন করে কী করব?'

'কী করবে তা জানি না। টেলিফোন নাম্বার আছে তুমি চাইলে দিতে পারি।'

'আচ্ছা দে রেখে দেই। তোর এই অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে রোদে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছিস। ব্যাপার কী?'

'কোনো ব্যাপার না।'

'রোদে বেশি ঘুরবি না। চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে খুব খারাপ। স্কিনক্যানসার হয়।'

'হুঁ। ভাইয়া এই নাও ভাবীর টেলিফোন। এখন চলে যাও। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা—কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'হালকা ধরনের কথাবার্তা বললে বরং মাথাধরাটা কমে। লাইট ডিসকাশন ওষুধের মতো কাজ করে।'

'ভাইয়া আমার বেলায় করে না। তাছাড়া আমাদের ডিসকাশন মোটেই লাইট হচ্ছে না।'

তারেক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোর সঙ্গে আরেকটা জরুরি কথা ছিল—এখন মনে পড়ছে না।

'মনে পড়লে বলবে।'

www.MurchOna.com

'যখন মনে পড়বে তখন দেখা যাবে তুই পাশে নেই! আর তোর সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন আর জরুরি কথাটা মনে পড়বে না। মানুষের জীবন মানেই এই জাতীয় জটিলতা।'

'হুঁ।'

'মানুষের মনে যে বয়সে নানান ধরনের শখ হয় সে বয়সে টাকা-পয়সা থাকে না। বুড়ো বয়সে যখন টাকা-পয়সা হয় তখন আর শখ থাকে না।'

'তোমার কী শখ?'

'ব্যাংককে গিয়ে একবার একটা ম্যাসেজ নেয়ার শখ ছিল। এই বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। আমার পরিচিত কয়েকজন ম্যাসেজ নিয়েছে। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বিরাট একটা কাচের ঘরের পেছনে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ইয়াং মেয়েরা সেজেগুজে বসে থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নম্বর আছে। তোর একটা মেয়ে পছন্দ হল—ধর তার নাম্বার তিন শ তের। তুই তিন শ তের নাম্বারের একটা কার্ড....।'

'ভাইয়া চুপ কর। তোমার কাছ থেকে এসব শুনতে খুবই অস্বস্তি লাগছে। এইসব তুমি কী বলছ?'

'কী বলছি মানে? খারাপ কী বলছি?'

'কী বলছ বুঝতে পারছ না? তোমার জীবনের সবচে বড় শখ একটা বেশ্যা মেয়ে তোমার গা দলাই মলাই করবে।'

'বেশ্যা মেয়ে বলছিস কেন? ওরা সব কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়ে। স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির মেয়ে। তাছাড়া এটাই যে আমার জীবনের সবচে বড় শখ তাও না। অনেকগুলো শখের মধ্যে একটা....।'

'ভাইয়া আমার খুবই মাথা ধরেছে, তুমি এখন যাও।'

'শ্যাম্পেনের এত নামধাম শুনেছি। খেয়ে দেখার শখ ছিল—একটা বোতলের দামই শুনেছি দু-তিন হাজার টাকা.....।'

'ভাইয়া প্লিজ! আমি আরেকদিন তোমার শখের কথাগুলো শুনব।'

'তুই এমন রেগে গেলি কেন?'

'রাগি নি। আমি তো বললাম, আমার খুব মাথা ধরেছে।'

'কমলার মাকে বল এক বালতি গরম পানি করে দিতে। গরম পানি দিয়ে হট শাওয়ার নিলে শরীরটা হালকা হবে, ভালো ঘুম হবে।'

'আচ্ছা আমার যা করার করব তুমি যাও।'

'ফট করে রেগে গেলি। আশ্চর্য!'

তারেক নিজের ঘরে ঢুকল। হাসানকে যে জরুরি কথাটা বলার ছিল সেই কথা তখনি মনে পড়ল। তাকে গিয়ে সেই কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। অকারণে সে যেমন রেগে গেছে—দরজায় ধাক্কা দিলে সে হয়তো দরজাই খুলবে না। কথাটা হচ্ছে তার অফিসে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছে। মেয়েটার নাম চিত্রলেখা। সে হাসানকে খুঁজছে। খুব নাকি জরুরি। একবার না, মেয়েটা টেলিফোন করেছে দুবার।

www.MurchOna.com

ঘুমোতে যাবার আগে তারেক একটা কাগজে বড় বড় করে লিখল—চিত্রলেখা। সকালবেলা এই কাগজটা দেখলেই তার মনে পড়বে। হাসানকে খবরটা দেয়া যাবে। সবচে ভালো হত এখন দিতে পারলে।

রীনাকে টেলিফোন করার কোনো ইচ্ছা তারেকের ছিল না। অফিসে এসে রুমাল বের করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখে রীনার টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজ। টেলিফোন করলে কে ধরবে? রীনার বান্ধবী? নাকি রীনাই ধরবে? তারেক টেলিফোন করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। তারপরেও কী মনে করে করল। দুটা রিঙের ভেতর না ধরলে সে রেখে দেবে।

দুটা রিং বাজতেই রীনা ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, হ্যালো কাকে চাচ্ছেন?

তারেক বলল, কে রীনা?

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না। কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'ও আচ্ছা এইটা জানার জন্যে। বাসার খবর ভালো—টগর পলাশ দুজনই ভালো আছে।'

'আচ্ছা।'

'হাসানের শরীরটা মনে হয় খারাপ। কাল রাতে জ্বরটর মনে হয় এসেছে ভাত খায় নি। রোদে রোদে ঘুরে চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলেছি রোদে কম ঘুরতে।'

'ভালো।'

'লায়লার বিয়ের কথা হচ্ছিল—বিয়েটা হয়ে যাবে মনে হয়। ছেলে ভালো। বয়স সামান্য বেশি। ডিভোর্সড।'

'ও।'

'রকিব এসেছিল। ও এর মধ্যে দু মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল। ঘুরেটুরে এসেছে। দু মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল আমি তো জানতামই না। তাজমহল দেখে এসেছে। জয়সলমীরও গিয়েছিল। উটের পিঠে চড়ে ছবি তুলেছে। আমার জন্যে জয়পুরী পাঞ্জাবি এনেছে। তোমার জন্যে একটা শাড়ি এনেছে। আমি হাসানকে বলব তোমাকে দিয়ে আসতে। ও তো তোমার বাসা চেনে।'

'আর কিছু বলবে?'

'না।'

'চিটাগাঙের ওই মেয়ে—লাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'ও দুটা চিঠি দিয়েছিল। আগে জবাব দেই নি—কাল একটার জবাব দিয়েছি।'

'এর মধ্যে চিটাগাং যাও নি?'

'না।'

'কবে যাবে?—ঘুরে আসছ না কেন? লাবণী আর তার মেয়েকে নিয়ে কক্সবাজার

www.MurchOna.com

থেকে ঘুরে আস। সমুদ্র দেখিয়ে আন।'

তারেক কিছু বলল না। রীনা বলল, টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। তারেক বলল, আচ্ছা পরে কথা হবে। তুমি ভালো থেকো।

'আমি ভালোই থাকব। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা শোন, আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি আমার অফিসের গাড়ি এসে গেছে। হর্ন দিচ্ছে।'

'অফিসের গাড়ি এসেছে মানে তুমি কি চাকরি করছ নাকি?'

'সামান্য চাকরি করছি।'

'রিসিপশনিস্ট? শোন, রিসিপশনিস্টের কাজে কোনো প্রসপেক্ট নেই—অন্য কোনো লাইনে ঢোকার চেষ্টা কর।'

'আমি এখন রাখলাম।'

তারেকের একটু মন খারাপ লাগছে। অফিসের ব্যাপারটা ভালোমতো জানা হল না। কোন অফিস—কত বেতন কিছুই জানা হল না। অফিসের টেলিফোন নাম্বারটাও নিয়ে রাখলে হত।

রীনা ভালো আছে কি না তা সে এখনো বুঝতে পারছে না। দিনের বেলায় সে বেশ ভালোই থাকে। দিনটা শুরু হয় ব্যস্ততার ভেতর শেষও হয় ব্যস্ততার ভেতর। সন্ধ্যার পর থেকে কিছু করার থাকে না। বুকে হাঁপ ধরার মতো হয়। সে বসে থাকে টিভির সামনে। টিভিতে ক্রমাগত হিন্দিগানের নাচ হতে থাকে। নাচের মুদ্রা কুৎসিত। নাচের সঙ্গে যে গান হয় সেই গানের সুর একই রকম। তারপরেও নাচ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। কারণ গৃহকর্তা মনসুর সাহেব এই অনুষ্ঠানটাই দেখেন। রীনা এ বাড়িতে আছে আশ্রিতের মতো। একজন আশ্রিতের ইচ্ছা–অনিচ্ছা থাকতে পারে না।

শ্যামলী রিং রোডের এই বাড়ি রীনার বান্ধবী আফরোজার। আফরোজা রীনার সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। পাস করার পর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। দশ বছর পর আবার যোগাযোগ হয়েছে। কাকতালীয়ভাবেই হয়েছে। আফরোজা স্কুলে থাকতেও হড়বড় করে কথা বলত—এখনো হড়বড় করেই বলে। সে রীনাকে জড়িয়ে ধরে হড়বড় করে যে কথা বলল তা হচ্ছে—তুই পাগলীর মতো এইসব কী বলছিস? স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিস। চাকরি খুঁজছিস। আমি তোর জন্যে চাকরি কোথায় পাব? কাকে আমি চিনি? তবে চাকরি দিতে না পারলেও তোকে থাকতে দিতে পারব। চলে আয় আমার

www.MurchOna.com

বাড়িতে। রিং রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। চার বেডরুমের ফ্ল্যাট। একটা গেস্টরুম খালি পড়ে থাকে। ওইখানে থাকবি।

রীনা বলল, তোর হাসবেন্ড কিছু বলবে না।

'কিছুই বলবে না। আমার হাসবেন্ড হচ্ছে টবের গাছের মতো। কথাবার্তা কিছুই বলে না। সন্ধ্যাবেলা টিভির সামনে বসে। মাঝখানে একবার ভাত খাওয়ার জন্যে ওঠে। বারটা বাজলে ঘুমোতে যায়।'

'উনি করেন কী?'

'ব্যবসাপাতি করে। কী ব্যবসা তাও জানি না। ও কী করে না করে তা নিয়ে ভাবতে হবে না—তুই আয় তো। কাঁথা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়।'

রীনা রিং রোডে আফরোজার ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে উঠল। সুন্দর গোছানো ফ্ল্যাট। দামি হোটেলের মতো সবকিছু ঝকঝক করছে। যে গেস্টরুমে রীনাকে থাকতে দেয়া হয়েছে সেখানেও এসি আছে। মেঝেতে দামি কার্পেট। আফরোজা বলল, গরম লাগলে এসি ছাড়বি। কোনোরকম কিপ্টামি করবি না। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবি। পরের বাড়িতে আছিস বলেই যে কিছু কর্ম করবি—চা বানাবি, রান্না করবি তাও না। তিনটা কাজের মানুষ। কাজ না করে করে ওদেরও হাতে পায়ে জং ধরে গেছে। রীনা বলল, তোর ছেলেপুলে কী?

'ছেলেপুলে কিছু নেই। আমার নাকি কী সব সমস্যা আছে। ও বলছিল টেস্টটিউব বেবি নিতে। শুনেই আমার ঘেন্না লাগল। টেস্টটিউব অদল বদল হয়ে যাবে—কার না কার দিয়ে দেবে। ছিঃ। তারপরও কলকাতা গিয়ে দু মাস ছিলাম। লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে—ডাক্তাররা খোঁচাখুঁচি করে যন্ত্রণার চূড়ান্ত করেছে। বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া আমি ভালোই আছি। পালক নেবার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। দেখা যাক। আমার এত গরজ নেই।'

আফরোজার স্বামীর নাম নুরউদ্দিন। থলথলে ধরনের শরীর। দেখেই মনে হয় এই মানুষটার জন্ম হয়েছে আরাম করার জন্যে। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বেশিরভাগ সময় চেয়ারে পা তুলে বসেই থাকে। হয় খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়তো টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে। হাঁটাচলা করতে মনে হয় কষ্ট হয়।

আফরোজা রীনাকে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—এ হচ্ছে স্কুলজীবনে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড—রীনা। রীনা আমাদের ফ্ল্যাটে কিছুদিন থাকবে। কতদিন এটা বোঝা যাচ্ছে না। মাসখানেকও হতে পারে—আবার বছরখানেকও হতে পারে। বুঝতে পারছ?

নুরউদ্দিন বলল, হুঁ।

আফরোজা বলল, রীনার দিকে তাকিয়ে হুঁ বল। অন্যদিকে তাকিয়ে হুঁ বলছ কেন? আরেকটা কথা শোন—তুমি তোমার পরিচিত সবাইকে বলে দেবে রীনার জন্যে যেন একটা চাকরির খোঁজ করে। ও বি.এ. পাস করেছে। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। অতি সুইট মেয়ে।

'আচ্ছা।'

'বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে দুটা কথা বল। ভদ্রতাও তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? বেচারি মনে করবে কী?'

নুরউদ্দিন রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবী দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন।

আফরোজা বিরক্ত গলায় বলল, ভাবী ডাকছ কেন? তুমি নাম ধরে ডাকবে। বয়সে তুমি আমার দশ বছরের বড়। রীনার চেয়েও দশ বছরের বড়। নাম ধরে ডাকবে কোনো অসুবিধা নেই।

'আচ্ছা।'

'ওর নাম কী জান?'

'না।'

'ওর নাম রীনা।'

'ও আচ্ছা রীনা।'

'তুমি রীনার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে।'

'আচ্ছা।'

রীনা লক্ষ্য করল মানুষটা আসলেই টবের গাছের মতো। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বসে বসেই সময় কাটিয়ে দেয়। নিজে কথা বলে না। অন্যের কথা শোনার আগ্রহও তার নেই। মাঝে মাঝে রীনার মনে হয়—আফরোজা যে তাকে ফ্ল্যাটবাড়িতে এনে তুলেছে সে তার নিজের গরজেই এনে তুলেছে। আফরোজার কথা বলার মানুষ দরকার। মুখ সেলাই করে দুজন মানুষ দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করতে পারে না। রীনার মাঝে মাঝেই মনে হয়—সংসারে ছেলেপুলে থাকাটা যে কত দরকার তা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ এই সংসারটা তৈরি করেছেন।

তবে কথা না বললেও রীনার নুরউদ্দিনকে পছন্দ হয়েছে। পুরুষদের স্বভাবই হচ্ছে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আশপাশের মেয়েদের শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়া। এই মানুষটি তা থেকে মুক্ত। তার ভদ্রতাবোধও ভালো। মানুষটা টিভি সেটের সামনে বসে থাকে খালি গায়ে। রীনা ঘরে এলে পাশে খুলে রাখা পাঞ্জাবিটা চট করে গায়ে দেয়। রীনা বলেছে—আপনার যদি খালি গায়ে থাকতে আরাম লাগে আপনি সেইভাবে থাকুন। আমি কিছু মনে করব না। নুরউদ্দিন খালি গা হয় নি। তাছাড়া রীনাকে সে রীনা নামেও ডাকছে না। ভাবীই ডাকছে। এটিও রীনার পছন্দ হয়েছে। বান্ধবীর স্বামী তাকে নাম ধরে ডাকবে এটা ভাবতে তার ভালো লাগে না।

নুরউদ্দিনের যে ব্যাপারটা রীনার খারাপ লাগে তা হচ্ছে ভদ্রলোকের মদ্যপানের অভ্যাস আছে। সবদিন না—মাঝে মাঝে। প্রথম দিন মদ্যপানের দৃশ্য দেখে আতংকে রীনার হাতপা নীল হয়ে যাবার উপক্রম হল। মদ্যপানের ব্যাপারটা বড় বড় হোটেলে হয়, এবং অপরিচিত লোকরা মদ্যপান করে—এই ছিল তার ধারণা। পরিচিত একজন মানুষ চেয়ারে পা তুলে মদ খাবে এই দৃশ্য রীনার কল্পনাতেও ছিল না। আফরোজা এই দৃশ্য দেখেও কিছু বলছে না এতেও রীনা খুব অবাক হচ্ছে। সে বলেই ফেলল, আফরোজা তুই কিছু বলছিস না?



www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আফরোজা বলল, কী বলব?

'উনি যে ড্রিংক করছেন।'

'বদঅভ্যাস করে ফেলেছে, বলে কী হবে। শুরুতে বলেছি কাজ হয় নি—এখন আর বলি–টলি না। তাছাড়া কোনো সমস্যা করে না। নিজের মনে খায়। মদে ওর কিছু হয় না। টাল না হয়ে পুরো এক বোতল ভদকা সে খেতে পারে।'

'টাল না হয়ে মানে কী?'

'টাল হল—মাতাল। মদভর্তি চৌবাচ্চায় ওকে ডুবিয়ে দে ও চৌবাচ্চার সব মদ খেয়ে বের হয়ে এসে বলবে—ভাত দাও। ক্ষিধে হয়েছে।'

'কী আছে এর মধ্যে যে উনি এত আগ্রহ করে খাচ্ছেন?'

'কিছুই নেই। তিতকুট একটা জিনিস, খেলে মাথা ঘোরে।'

'তুই খেয়ে দেখেছিস?'

'হুঁ। একবার রাগ করে খেয়েছিলাম—অতি অতি অতি কুৎসিত। তুই একবার খেয়ে দেখিস।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের আবার কী? ছেলেরা খেতে পারলে আমাদের খেতে অসুবিধা কী।'

মদ্যপানের পর নুরউদ্দিনের তেমন কোনো পরিবর্তন রীনার চোখে পড়ে নি। শুধু একটা পরিবর্তন হয়—টুকটাক দু–একটা কথা বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। যেমন একদিন রীনা বলল, আপনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ দেখেন আপনার ভালো লাগে?

নুরউদ্দিন গ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে বলল, না। মনে হয় একদল ছেলেমেয়ে পিটি করছে।

'ভালো লাগে না তো দেখেন কেন?'

'কিছু করার নেই এইজন্যে দেখি। দেখিও ঠিক না, তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকা আর দেখা এক না।'

'গল্পের বইটই আপনি পড়েন না?'

'কলেজ জীবনে দু–একটা পড়েছি। এখন আর পড়ি না।'

'পড়েন না কেন?'

'সব বই তো একই রকম—একটা পড়লেই সব পড়া হয়। একটা ছেলে থাকবে, একটা মেয়ে থাকবে। তাদের প্রেম হবে। তারপর হয় তাদের বিয়ে হবে, নয় বিয়ে হবে না। এই তো ব্যাপার।'

'আপনার বন্ধুবান্ধব খুব কম?'

'হুঁ। বন্ধু কম, শত্রুও কম। যাদের বন্ধু বেশি তাদের শত্রুও বেশি। যাদের কোনো বন্ধু নেই, তাদের কোনো শত্রুও নেই।'

রীনার চাকরি নুরউদ্দিনই যোগাড় করে দিল। এক কথায়—মাসে ছ হাজার টাকা বেতনের চাকরি তো সহজ ব্যাপার না। রীনার বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে লোকটার

www.MurchOna.com

প্রধান কাজ সন্ধ্যার পর থেকে টিভির সামনে বসে মদ্যপান করা সে এক কথায় চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে এটা রীনা ভাবে নি। হাসান বছরের পর বছর ঘুরে চাকরি পায় নি। আর সে দশ দিনের মাথায় চাকরি পেয়ে গেল। থলথলে শরীরের খালি গায়ের মানুষটার ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

চাকরি রীনার ভালো লাগছে। সুন্দর ছিমছাম অফিস। ভালো ব্যবসা হচ্ছে। অফিসের লোকজনদের মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সবার ভেতরই ব্যস্ততা। রীনার বসকেও তার পছন্দ হয়েছে। স্মার্ট মানুষ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। টকটকে লাল গেঞ্জি গায়ে দিয়ে একদিন অফিসে এসেছিলেন। তাঁকে পঁচিশ–ছাব্বিশ বছর বয়েসী যুবকের মতো লাগছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তা মার্জিত। অফিসের বসরা সব সময় গোমড়া মুখে থাকেন। ভদ্রলোকের মুখ গোমড়া না—কথায় কথায় রসিকতা করেন। রসিকতা যখন করেন—এমন গম্ভীর ভঙ্গিতে করেন যে প্রথম কিছুক্ষণ বোঝাই যায় না—রসিকতা।

প্রথম দিন রীনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। দরজায় পেতলের দুটা অক্ষর A. H.—আজিজুল হকের আদ্যক্ষর। নামের বদলে কেউ শুধু আদ্যক্ষর দরজায় লাগিয়ে রাখতে পারে রীনা ভাবে নি। সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোক বললেন, রীনা কী খবর?

রীনা বলল, জ্বি স্যার ভালো।

'কাজ বুঝে নিয়েছেন?'

'জ্বি।'

'আপনার কাজটা কী বলুন তো?'

রীনা হকচকিয়ে গেল। তাকে রিসিপশনে বসতে বলা হয়েছে। এর বেশি কিছু বলা হয় নি। ভদ্রলোককে সেটা বলা কি ঠিক হবে? রীনা ইতস্তত করতে লাগল। হক সাহেব বললেন, ওরা আপনাকে কী করতে বলেছে, আমি জানি না। আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে রোজ একবার এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ হাসিমুখে গল্প করা। অফিসের বেশিরভাগ মানুষ গোমড়া মুখে বসে থাকে। আমার অসহ্য লাগে।

রীনা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ভদ্রলোকের এ জাতীয় কথা বলার মানে কী? মেয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে অফিস বসদের নানান ধরনের গল্প শোনা যায়। এ রকমই কি? উনি কি অন্য কিছু বলার চেষ্টা করছেন?

'রীনা।'

'জ্বি।'

'আমার কথা শুনে মোটেই ঘাবড়াবেন না। রসিকতা করছি। তবে আমি সত্যি সত্যি হাসিমুখ দেখতে পছন্দ করি। নকল হাসিতেও আমার আপত্তি নেই। সত্যি কান্নার চেয়েও নকল হাসি আমার কাছে অনেক ভালো। ঠিকমতো কাজ শিখুন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি—মেয়েরা যখন অফিসে কাজ করতে আসে তখন হয় তারা দারুণ কাজের হয়, নয়তো নিতান্তই অকাজের হয়। মাঝামাঝি কিছু মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, শুধু পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায়। আমি কর্মী মহিলা চাই। গল্পবাজ মহিলা না যাদের

www.MurchOna.com

প্রধান কাজ ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে ঘষা। প্রথম দিনে অনেক কথা বলে ফেললাম—আর না।'

রীনা প্রথম কাজ শুরু করেছিল রিসিপশনে—এখন তাকে দেয়া হয়েছে ফরেন করেসপনডেন্স ডেস্কে। যে বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে তাকে কাজ শিখতে হচ্ছে তিনি খিটখিটে এবং বদমেজাজী। কথায় কথায় তিনি রীনাকে ধমক দেন তবে প্রায় প্রতিদিনই বলেন—তোমার মাথা পরিষ্কার। অন্যরা যে কাজ এক বছরে শিখেছে তুমি তা শিখেছ এক মাসে।

এই জাতীয় কথা শুনতে আনন্দ লাগে। বুড়ো ভদ্রলোক রীনাকে শুধু যে আনন্দ দেবার জন্যে এই কথাগুলো বলছেন—তা যে না, রীনা নিজেও তা বুঝতে পারে। কাজ করতে তার ভালো লাগে। হক সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে একদিন বললেন, আপনার কাজের খুব সুনাম শুনি। আপনি স্পোকেন ইংরেজি কেমন জানেন?

রীনা বলল, ভালো জানি না স্যার।

'ভিসিআরে বেশি বেশি ইংরেজি ছবি দেখে স্পোকেন ইংলিশ বানিয়ে নিন। আপনাকে আমরা আমাদের লন্ডন অফিসে পাঠিয়ে দেব। দেশের বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো?'

'জ্বি না স্যার।'

'আপনার পারিবারিক আনফরচুনেট অবস্থার কথা আমাকে বলা হয়েছে। পারিবারিক বিধিনিষেধ নেই তো?'

'জ্বি না।'

'ভালো করে ভেবে বলুন। সব ঠিকঠাক করে আপনার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করা হল—তারপর আপনি বেঁকে বসলেন বা আপনার স্বামী বেঁকে বসলেন। এমন হবে না তো?'

'জ্বি না।'

'হুট করে কিছু বলতে হবে না। আপনি সপ্তাহখানিক ভাবুন। তারপর বলুন।'

রীনা এক সপ্তাহ ভেবেছে। কখনো তার কাছে মনে হয়েছে—না সম্ভব না। দেশে সে আছে বলেই অন্তত সপ্তাহে একবার সে টগর-পলাশকে দেখতে পারছে। আবার কখনো মনে হয়েছে—সব ছেড়েছুড়ে দূরে চলে যেতে। একবার মনে হল তারেক যদি শোনে সে লন্ডন চলে যাচ্ছে তাহলে সে কী বলবে? টেলিফোনে আলাপ করবে না সরাসরি তার অফিসে চলে যাবে? অফিসে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তারেক যদি ভাবে সে আসলে এসেছে ঘরে ফিরে যেতে? ভাবলে ভাবুক। যদি সে সত্যি সত্যি লন্ডনে চলে যায়—যাবার আগে একবার দেখা করাও তো উচিত।

বুধবার দুপুরবেলা রীনা তারেকের অফিসে উপস্থিত হল। তারেক লাঞ্চ সেরে পান চিবোচ্ছিল। রীনাকে দেখে বিস্মিত-অবাক কিছুই হল না। স্বাভাবিক গলায় বলল, রীনা কী খবর?

www.MurchOna.com

রীনা বলল, ভালো।

'আজ আমার ব্যাডলাক, সকালে এসে দেখি ফ্যান নষ্ট। সকাল থেকে গরমে সিদ্ধ হচ্ছি। মিস্ত্রি আনতে লোক গেছে। এগারটার সময় গেছে—এখন দুটা। মিস্ত্রিও নেই, লোকও নেই। নো ম্যাংগো, নো গানিব্যাগ। আমও নেই ছালাও নেই।'

রীনা বলল, তুমি কেমন আছ?

'ভালো।'

'বাসার খবর কী?'

'বাসার খবরও ভালো। পলাশ গতকাল রেলিঙের উপর পড়ে একটা দাঁত ভেঙে ফেলেছে। রক্তটক্ত কিছু বের হয় নি। কট করে দাঁতের একটা কণা ভেঙে গেল।'

'তোমার চাকরি কেমন চলছে?'

'ভালো।'

'প্রথম প্রথম চাকরি খুব ভালো লাগে। কিছুদিন পর আর ভালো লাগে না। আমার তো রোজ সকালে অফিসে এসে একবার করে ইচ্ছা করে ফাইল টাইল সব জ্বালিয়ে দিয়ে হাঁটা ধরি।'

'কোনদিকে হাঁটা ধরতে ইচ্ছা করে, চিটাগাঙের দিকে?'

'হাঁটা ধরতে ইচ্ছ করে এই পর্যন্তই। তুমি চা খাবে?'

'না।'

'পান খাবে? মিষ্টিজর্দা দেয়া পান আছে। দুপুরে খাবার পর একটা পান খেতে ভালো লাগে। পান হচ্ছে পিত্তনাশক এবং হজম সহায়ক।'

রীনা অবাক হয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী আশ্চর্য—দু মাস পর দেখা—মানুষটা কত সহজেই না কথা বলছে। যেন কিছু যায় আসে না। রীনা বলল, আমাদের অফিসের একটা ব্রাঞ্চ আছে লন্ডনে। আমাকে খুব সম্ভব সেখানে পাঠাবে।

'কবে?'

'জানি না কবে।'

'বেতন কত দেবে? দেশে যে বেতন দেবে বাইরে সে বেতন দিলে তো হবে না। ফরেন কারেন্সিতে বেতন হওয়া উচিত।'

'উচিত হলে নিশ্চয়ই ফরেন কারেন্সিতে বেতন দেবে। তোমার ওই মেয়ের খবর কী?'

'লাবণীর কথা বলছ? ভালোই আছে। গত সপ্তাহে চিটাগাং গিয়েছিলাম—ওদের কক্সবাজার ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। লাবণীর মেয়েটা আগে সমুদ্র দেখে নি। এই প্রথম দেখল। খুব খুশি।'

'তুমি এইভাবে ঘোরাফেরা করছ লোকজনের চোখে লাগছে—তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল না কেন?'

তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, এক বউ থাকতে আরেক বউ ঘরে আনব কীভাবে?

'আইনে বাধা আছে?'

www.MurchOna.com

'ইসলামি আইনে বাধা নেই—কিন্তু দেশে তো পুরোপুরি ইসলামি আইন নেই—'

'থাকলে তোমার সুবিধা হত তাই না?'

তারেক সিগারেট ধরাল। রীনার কান্না পাচ্ছে। এখানে আসা তার উচিত হয় নি। মানুষটার সঙ্গে তার বাসায় চলে যেতে ইচ্ছা করছে। একবার যদি সে বলত—রীনা তুমি চল আমার সঙ্গে—সে নিশ্চয়ই যেত। রীনা ক্লান্ত গলায় বলল, যাই কেমন?

'দাঁড়াও পিয়নকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। রিকশা ঠিক করে দেবে। দুপুরবেলায় রিকশা-বেবিট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না।'

রীনা বলল, রিকশা লাগবে না।

অফিস থেকে বের হয়ে রীনার ইচ্ছা করল আবার তারেকের সঙ্গে দুটা কথা বলতে। ওকে খুব রোগা লাগছে। ওর কি ঘুম হচ্ছে না?

আজ লায়লার বিয়ে।

দায়সারা টাইপ বিয়ে। বর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবে। কয়েকজন আত্মীয়স্বজন থাকবে। কাজি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। তারা কনে নিয়ে চলে যাবে। পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহর। এক লাখ উসুল।

এটা কী রকম বিয়ে? গায়ে হলুদ না, কিছু না। লায়লা ঠিক করে ফেলেছে দুপুরে সে পালিয়ে যাবে। কোথায় যাবে এখনো ঠিক করে নি। কল্যাণপুরে তার এক বান্ধবী থাকে। তাদের বাড়িতে ওঠা যায়। সেখানে টেলিফোন আছে। টেলিফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

বিয়ের দিনটা অন্যরকম থাকে। অথচ তার বিয়ের দিন অন্য দিনগুলোর চেয়ে মোটেও আলাদা না। সবকিছু আগের মতো শুধু টগর-পলাশ স্কুলে যাচ্ছে না। তারা বারান্দায় মহা উৎসাহে ফুটবল খেলছে।

তারেকও অফিসে যায় নি। সে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ছেলেদের খেলা দেখছে। তারেক বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

লায়লা চা বানাতে গেল। কমলার মা বলল, বিয়ার দিন চুলার ধারে আইয়েন না আফা। ঘরে গিয়া টাইট হইয়া বইয়া থাকেন। চা আমি বানাইতেছি।

লায়লা তাকে ধমক দিয়েছে—বেশি কথা বলবে না কমলার মা। এত কথা আমার ভালো লাগে না।

www.MurchOna.com

চা বানাতে গিয়ে লায়লার চোখে পানি এসে গেল। তার কত শখ ছিল অল্পবয়েসী, লম্বা পাতলা সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যার সঙ্গে সে নানান ধরনের আহ্লাদী করবে। আহ্লাদী করতে তার খুব ভালো লাগে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে সে আহ্লাদী কী করবে? হেডমাস্টার চেহারার একজন মানুষ। আগে বিয়ে হয়েছে। সেই পক্ষের ছেলে আছে। কে জানে ছেলেও হয়তো বাবার বিয়েতে বরযাত্রী আসবে।

মানুষটার কথাবার্তাও গা জ্বালা ধরনের—শুনুন প্লেইন এন্ড সিম্পল বিয়ে হবে। কোনো অনুষ্ঠান না, কিচ্ছু না। অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমি যেতে চাচ্ছি না।

তুই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে যাবি কী রে গাধা? তোর একটা চক্ষুলজ্জা নেই! দুদিন পরে পরে বিয়ে করছিস!

লায়লা তার বিয়ের খবর কাউকে জানায় নি। কোন লজ্জায় জানাবে? সবাই হাসাহাসি করবে না! হয়তো বলবে—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? বিয়ের আগেই এত বড় ছেলে?

'ভাইয়া চা নাও।'

তারেক চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, মা-বাবা কেউ তো এখনো আসছে না? মা বোধহয় রাগ করেই বসে আছে। আমাকে গিয়ে রাগ ভাঙিয়ে আনতে হবে। বড়বুবুরই বা ব্যাপারটা কী? সব ঠিকঠাক করে—তাঁরই খোঁজ নেই।

লায়লা জবাব দিল না। তারেক বলল, চা ভালো বানিয়েছিস। একটু কড়া হয়েছে—আরেকটু কড়া হলে ভালো হত। রকিব কি তোর বিয়ের খবর জানে?

'আমি জানি না।'

'হাসানকে বলেছিলাম খবর দিতে। দিয়েছে হয়তো। লায়লা যা আমার জন্যে আরেক কাপ চা আন।'

লায়লা চা আনতে গেল। সেখান থেকেই দেখল হাসান বের হচ্ছে। এই সকালে চা-টা না খেয়ে কোথায় যাচ্ছে। লায়লা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। হাসানকে ডাকবে না ডাকবে না করেও ডাকল, ভাইয়া শোন। যাচ্ছ কোথায়?

'রহমানদের বাড়িতে। তার দাদির অবস্থা নাকি খুব খারাপ। রাতে খবর পাঠিয়েছে যেতে পারি নি। চট করে দেখে আসি।'

'চা খাবে?'

'চা হচ্ছে নাকি? চা হলে দে। তোর মুখ এমন শুকনা লাগছে কেন? রাতে ঘুম হয় নি?'

'না।'

'বিয়ে নিয়ে টেনশান করছিস?'

'তোমরা কেউ টেনশান করছ না, আমি শুধু শুধু টেনশান করব কেন?'

'রাগ করেছিস নাকি?'

'আমি রাগ করব কেন? আমার রাগ করার কী আছে? তুমি ভাইয়ার কাছে বোস আমি চা নিয়ে আসছি।'

www.MurchOna.com

লায়লার চোখে আবার পানি আসছে। হাসানকে সরিয়ে দিতে না পারলে সে তার চোখের পানি দেখে ফেলবে। কী দরকার চোখের পানি দেখানোর।

'লায়লা!'

'হুঁ।'

'আমি দেরি করব না। যাব আর আসব—যেতে-আসতে যা সময় লাগে। এই ধর দু ঘণ্টা। তোর কিছু লাগবে?'

'না আমার আবার কী লাগবে?'

'হুট করে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল—এইজন্যে আর উৎসব হচ্ছে না। এটা নিয়ে মন খারাপ করবি না। উৎসব বড় ব্যাপার না। যার সঙ্গে সারাজীবন থাকবি সেই মানুষটা বড় ব্যাপার। ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'ভালো।'

'এখন তুই খুব রেগে আছিস—তোর পছন্দ হবে সবচে বেশি। তুই আমাদের সামনেই ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আহ্লাদী করবি—দেখে রাগে আমাদের গা জ্বলে যাবে।'

'এই নাও তোমার চা।'

'লায়লা আজ সকালে কি তুই আয়নায় নিজেকে দেখেছিস?'

'আয়নায় নিজেকে দেখার কী আছে।'

'তোকে আজ খুবই সুন্দর লাগছে। যা আয়নায় নিজেকে দেখে আয়।'

'ভাইয়া প্লিজ আহ্লাদী করবে না।'

লায়লা তারেকের চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়ে গেল। আসলেই আয়নার সামনে আজ দাঁড়ানো হয় নি। হাসান যখন বলেছে তখন একবার নিজেকে দেখতেই হয়। লায়লা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে, তখন চোখে পড়ল বাসার সামনে ট্যাক্সি থামল। ট্যাক্সিভর্তি মানুষ। বড়বুবু সবাইকে নিয়ে চলে এসেছেন। পেছনে আরেকটা ট্যাক্সি সেখান থেকে মা-বাবা নামছেন। সবার মুখ হাসি হাসি। এ কী! উৎসব শুরু হয়ে গেল নাকি? লায়লার বুকে সামান্য কাঁপন লাগল। ছোটবেলায় ঈদের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই যেমন মনে হত আজ ঈদ এবং বুকে কাঁপন লাগত তেমন কাঁপন।

টগর এবং পলাশ দাদিমা দাদিমা বলে বিকট চিৎকার করছে। বড়বুবু হাতে অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে নামছেন। কে জানে প্যাকেটগুলোতে কী আছে।

আম্বিয়া খাতুন আবারো একটা ভেলকি দেখিয়েছেন। হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিলেন। এক সময় শ্বাস নেয়া স্তিমিত হয়ে গেল। সেকান্দর আলি "ও আমার মারে" বলে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠতেই আম্বিয়া খাতুন ক্ষীণ গলায় বললেন—গাধাটা চিল্লায় কেন? আম্বিয়া খাতুনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিয়মিত শ্বাস পড়তে লাগল। তিনি পানি খেতে চাইলেন। আত্মীয়স্বজনরা দল বেঁধে এসেছিলেন তারা চলে যেতে চাচ্ছিলেন, সেকান্দর আলি বললেন—এখন যাবেন না। মৃত্যুর আগে আগে হঠাৎ শরীরটা ভালো হয়ে যায়। তাই হচ্ছে। আপনারা চলে যাবেন, ঘটনা ঘটে

www.MurchOna.com

যাবে। আপনাদের মনে থাকবে আফসোস—শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারলেন না। আত্মীয়স্বজন বেশিরভাগই থেকে গেলেন। সব অপেক্ষাই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর অপেক্ষাও তাই।

হাসান যখন পৌঁছল তখন লোকজনে বাড়ি গমগম করছে। উৎসব উৎসব ভাব। ছোট বাচ্চারা উঠোনে খেলছে। বয়স্করা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছেন। ট্রেভর্তি চা এসেছে। চা নেয়া হচ্ছে। সবার মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। শুধু সেকান্দর আলি বিরসমুখে বসে আছেন। রাত্রি জাগরণের কারণে তাঁর শরীর খারাপ করেছে। সামান্য হাঁপানির টানও উঠেছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকলে হত। সেটা ভালো দেখায় না। মার এখন তখন অবস্থা আর পুত্র এসি ঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে! তাঁর যেসব আত্মীয়স্বজন একটু পর পর তাঁকে বলছে "সেকান্দর তুমি যাও শুয়ে একটু রেস্ট নাও, তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না"—তারাই তখন নানান কথা ছড়াবে। দরকার কী?

হাসানকে দেখে সেকান্দর আলি বললেন, কী খবর হাসান?

হাসান বলল, জ্বি চাচা ভালো।

'মার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলেন। এসেছ ভালো করেছ। যাও দেখা দিয়ে এস।'

'রহমান কোথায়?'

'ওকে টঙ্গী পাঠিয়েছি। একজন কাউকে তো ব্যবসাপাতি দেখতে হবে।'

'জ্বি দেখতে তো হবেই।'

'শোন হাসান, তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গ্রামের দিকে যেতে হবে। স্কুলমাস্টারি। শিক্ষকতা পেশা হিসেবে খারাপ না। গ্রামে থাকবে ফ্রেশ আলোবাতাস, ফ্রেশ সবজি। সবাই শহর শহর করলে গ্রামগুলো চলবে কীভাবে?'

'জায়গাটা কোথায়?'

'আমাদের গ্রামের বাড়িতে। আমারই দেয়া আমার মায়ের নামে স্কুল—আম্বিয়া খাতুন গার্লস হাইস্কুল।'

'ও আচ্ছা।'

'নদীর পাড়ে স্কুল। অতি মনোরম পরিবেশ। মেয়েদের হোস্টেল আছে। শিক্ষকদের থাকার জায়গা আছে। বেতন যা দেয়া হয় খারাপ না। সরকারি ডিএ তো আছেই। আনম্যারিড কোনো শিক্ষক ওই স্কুলে দেয়া হয় না—তোমার বেলায় নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। গ্রামে যাবে?'

'জ্বি ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ ভেবে দেখ। আর যদি যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে বিয়ে করে ফেল। বউ নিয়ে থাকবে। সুখে থাকবে। তোমরা ঢাকা শহর ঢাকা শহর কর। কী আছে এই শহরে। পলিউশন। বেবিট্যাক্সির ধোঁয়া খেয়ে মানুষের গড় আয়ু কমেছে পাঁচ বছর। ঠিক না?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও মার সঙ্গে দেখা করে আস। একটা কথা শোন—মা তোমার জন্যে এত

www.MurchOna.com

ব্যস্ত কেন?'

'জানি না চাচা।'

'বুঝলে হাসান, মার এই ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝি না। আমি অতি মাতৃভক্ত ছেলে। মা যা বলেছে করেছি। স্কুল বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। শীতের সময় আসে মা বলে ওরে গরিব–দুঃখীকে শীতের কম্বল দে, পুরোনো কম্বল দিবি না—নতুন কম্বল। দেই নতুন কম্বল। অমুক এতিমখানার ছেলেপুলেদের ঈদের কাপড় দে। এতিমখানায় কি ছেলেপুলে একটা–দুটা থাকে? শত শত ছেলেপুলে। উপায় কী—মাতৃআজ্ঞা; তাদের দেই কাপড়—অথচ দেখ আমাকে সহ্যই করতে পারেন না। আচ্ছা তুমি যাও দেখা করে আস। চাকরির ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে আমাকে জানাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হাসান ভেতরের দিকে রওনা হল।

আম্বিয়া খাতুনকে আধশোয়া করে বসানো হয়েছে। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে চামচে করে তাঁকে স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি তাকে দেখে খুবই বিরক্তমুখে তাকাল। আম্বিয়া খাতুন বললেন, কী রে হাসান তোর সময় হল শেষ পর্যন্ত?

'কেমন আছেন দাদিমা?'

'ভালো আছি। দেখছিস না স্যুপ খাচ্ছি। তোর চাকরি বাকরি কিছু হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'যার যা ক্ষমতা আল্লাহপাক তাকে তাই দেন। যার ক্ষমতা চোর হবার তাকে তিনি চোর বানান। যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই তাকে কিছুই বানান না—সে তোর মতো পথে পথে ঘোরে। বুঝেছিস?'

'জ্বি।'

'সেকান্দরকে বলেছি তোর চাকরির জন্যে।'

'দাদিমা আমার চাকরির জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'ব্যস্ত তোকে কে বলেছে? তোর চাকরি হলেই কী আর না হলেই কী? যা আমার সামনে থেকে। যাবার আগে সেকান্দরের সঙ্গে দেখা করে যাবি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোকে স্কুলের চাকরি গছিয়ে দিতে চাইবে। খবরদার নিবি না। কোনোমতে একটা চালাঘর তুলে দিয়েছে—না আছে ছাত্র না আছে কিছু। মাস্টাররা বেতন পায় না। বুঝেছিস?'

'জ্বি।'

'বিয়েটিয়ে করবি না?'

হাসান চুপ করে রইল।

'না করাই ভালো । বউ তো আর তোর মতো বাতাস খেয়ে থাকবে না। তোকে না চলে যেতে বললাম, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আজকাল কি কানেও শুনতে পাস না?'

www.MurchOna.com

যে মেয়েটি স্যুপ খাওয়াচ্ছিল সে শুকনো গলায় বলল, আপনি এখন যান। উনাকে আর বিরক্ত করবেন না। স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি।

হাসান বের হয়ে এল। এই বৃদ্ধার স্নেহের কোনো কারণ সে জানে না। কোনোদিন জানবেও না। ঘর থেকে বের হবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, এই বৃদ্ধার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। এ রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই তবু মনে হল। গুরুতর অসুস্থ যে কোনো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এ রকম অনুভূতি হয়—যার আসলে তেমন গুরুত্ব নেই।

সেকান্দর সাহেব বললেন, হাসান চলে যাচ্ছ নাকি?

'জ্বি।'

'মা কী বলল?'

'তেমন কিছু বলেন নি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। স্কুলের ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে জানাবে। স্কুলের চাকরি খারাপ না। স্যাটিসফেকশন আছে। একটা ভালো কাজ করছ তার স্যাটিসফেকশন।'

'জ্বি।'

'সন্ধ্যার দিকে সময় পেলে একবার এসো। মার জন্যে খতমে শেফা পড়াচ্ছি। বাদ মাগরেব দোয়া হবে।'

'বাসায় একটা কাজ আছে চাচা।'

'কাজ থাকলে আসার দরকার নেই।'

সেকান্দর আলি বিমর্ষমুখে সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে তিনি কোনো স্বাদ পাচ্ছেন না।

লায়লার বিয়ে হয়ে গেল।

তার মন খারাপ ভাবটা বিয়ের পর পুরোপুরি কেটে গেল। যতটা দায়সারা বিয়ে হবে বলে সে ভেবেছিল দেখা গেল বিয়েটা সে রকম দায়সারা হয় নি। ওরা বিয়ের শাড়িই এনেছে তিনটা। একটার চেয়ে আরেকটা সুন্দর। এর মধ্যে একটা নীল শাড়ি দেখে লায়লা মোহিত হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, ভাবী নীল শাড়িটা কেমন লাগছে?

বিয়ে উপলক্ষে রীনা এসেছে। সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছে। টগর–পলাশ মাকে দেখে বেশ স্বাভাবিক আছে। তাদের মধ্যে বাড়তি কোনো আবেগ বা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না।

রীনা বলল, শাড়িটা তো খুবই সুন্দর।

'এখন বল শাড়ি কোনটা পরব?'

'সবচে সুন্দরটাই পর। নীলটা পর।'

'কিন্তু ভাবী লাল  শাড়ি ছাড়া বিয়ে কেমন কেমন জানি লাগছে।'

'তাহলে থাক লালটাই পর। বিয়ে পড়ানো হোক—তারপর বদলে নীলটা পরলেই হবে।'

www.MurchOna.com

গায়ে হলুদ হয় নি বলে লায়লার মনে যে খুঁতখুঁতানি ছিল সেটা দূর হয়েছে—রীনা দুপুরে এসেই গায় হলুদের ব্যবস্থা করেছে। লায়লা খুবই আপত্তি করছিল, কী ছাতার বিয়ে তার আবার গায়ে হলুদ! ভাবী তুমি বরং কিছু শুকনা মরিচ পিষে গায়ে ডলে দাও। গায়ে মরিচ হয়ে যাক!

রীনা ধমক দিয়েছে—ঝামেলা করবে না তো। এস বলছি।

লায়লা আর ঝামেলা করে নি। খুশি মনেই গিয়েছে।

বিয়ের শাড়ি পরানোর পর লায়লার খুব ইচ্ছা করতে লাগল কোনো একটা পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে আসতে। ভুরুও প্লাক করা দরকার। ভুরু প্লাক সে নিজে নিজে করে। বিউটি পার্লারে ওরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে করবে। কিন্তু কথাটা সে বলবে কাকে? বলতে লজ্জাও লাগবে। তার বান্ধবীরা কেউ থাকলে বলত। কাউকেই আসতে বলা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে আসতে বললে ভালো হত। নীল শাড়িটা সবাইকে দেখাতে ইচ্ছা করছে।

বরযাত্রীদের কাজি নিয়ে আসার কথা। তারা আনতে ভুলে গেছেন। গাড়ি পাঠানো হয়েছে কাজি আনতে। লায়লা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। মাথার চুল বাঁধাটা নিয়ে তার মনটা খুঁতখুঁত করছে। আচ্ছা লজ্জার মাথা খেয়ে সে কি ভাবীকে বলে ফেলবে? ভাবী আবার তাকে বেহায়া ভাববে না তো? লায়লা ক্ষীণস্বরে ডাকল, ভাবী।

রীনা বলল, কী ব্যাপার বল? লায়লা তোমাকে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। আয়নায় দেখেছ নিজেকে?

'চুল বাঁধাটা মনে হয় ঠিক হয় নি ভাবী। কেমন ফুলে ফুলে আছে।'

রীনা বলল, লায়লা চল একটা কাজ করি। এখনো তো হাতে সময় আছে চল কোনো পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে আসি।

'যাব কী করে ভাবী? বেবিট্যাক্সি করে? বিয়ের শাড়ি পরে বেবিট্যাক্সি করে যাওয়া বিশ্রী দেখাবে না?'

'বেবিট্যাক্সি করে যাব কেন? তোমার বরের গাড়ি নিয়ে যাব। তোমার বরের গাড়ি তো তোমারই গাড়ি।'

'দেখ ভাবী তুমি যা ভালো বোঝ। কী ছাতার বিয়ে—এর জন্যে আবার পার্লারে গিয়ে চুল বাঁধা!'

'লায়লা তোমার গয়নাগুলো দেখেছ। একটা নীল পাথরের সেটও আছে। তোমার নীল শাড়ির সঙ্গে খুব মানাবে।'

'ওইসব তুমি দেখ ভাবী, আমার কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে না।'

দেখতে ইচ্ছা করছে না বললেও লায়লা পাথরের সেটটা আগেই দেখেছে। উফ! এত সুন্দর!

যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেই মানুষটাকেও সে এক ফাঁকে দেখেছে। বাহ্! পায়জামা-পাঞ্জাবিতে খুব মানিয়েছে! আর আগে একবার দেখেছিল শার্ট-প্যান্ট পরা—তখন এত ভালো লাগে নি। আশ্চর্যের ব্যাপার—লোকটার ছেলের জন্যেও তার মায়া লাগছে। বাচ্চা

www.MurchOna.com

একটা ছেলে—মার ভালবাসা পাচ্ছে না। ছেলেটাকে সে অবশ্যই আদর করবে। সে বেচারা তো কোনো দোষ করে নি। তাকে এরা কোথায় একা একা রেখে এসেছে কে জানে। মনে করে নিয়ে এলেই হত। লোকে কী বলবে? বলুক। লায়লা মানুষের কথার ধার ধারে না।

লায়লার বান্ধবীরাও শেষ পর্যন্ত বিয়েতে এসে যুক্ত হল। বিউটি পার্লার থেকে লায়লা তাদের টেলিফোন করে দিয়েছিল। দুজনের বাসায় টেলিফোন ছিল না। লায়লা চিঠি লিখে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য এই গাড়িটা তাদের ভাবতেও ভালো লাগছে। সে যখন ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে বলল, এই দুজনকে আমার চিঠিটা দিয়ে আনতে পারবেন? ড্রাইভার বলেছে, অবশ্যই পারব ম্যাডাম। ড্রাইভারের মুখে ম্যাডাম শব্দটা শুনতে এত ভালো লাগল!

বর-কনে চলে যাবার পর মনোয়ারা রীনাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, শোন বউমা তুমি যে এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি দশ রাকাত নফল নামায পড়ে তোমার জন্যে দোয়া করেছি। মা তুমি কি থাকবে না চলে যাবে?

'আমি চলে যাব। হাসানকে বলেছি ও পৌঁছে দেবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আমি তারেককে ডাকি ও কানে ধরে তোমার সামনে দশবার উঠবোস করুক।'

'ছিঃ মা! কী বলছেন এসব!'

'ভুল বলছি না। ঠিকই বলছি। ও কানে ধরে উঠবোস করলে তোমার রাগটা একটু পড়বে।'

'মা এইসবের কোনো দরকার নেই।'

'তারেক যে কাণ্ড করেছে তারপরে তোমাকে আমি থাকতেও বলতে পারি না। বুড়ো মার একটা কথা তুমি রাখ। আজ রাতটা থাক কাল সকালে চলে যেও।'

'একটা রাত থাকলে কী হবে?'

'গাধাটার সঙ্গে কথা বল। কথা বলে তোমার যদি মন গলে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে মা আজ রাতটা থেকে যাচ্ছি।'

'একটু বস আমার সামনে। তোমার সঙ্গে গল্প করি। লায়লাকে কেমন মনে হল মা—খুশি?'

'হ্যাঁ, খুব খুশি।'

'একেবারে গাধা মেয়ে। শাড়ি-গয়না দেখে এলিয়ে পড়েছে। যে যা চায় আল্লাহ তাকে তাই দেন। ও শাড়ি-গয়না চেয়েছিল, আল্লাহ তাকে শাড়ি-গয়না দিয়েছেন। আমার একেকটা ছেলেমেয়ে হয়েছে একেক পদের।'

তারেক শুয়ে পড়ছিল। রীনা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, একটা পান দাও তো।

যেন কিছুই হয় নি সব আগের মতো আছে। রীনা পান এনে দিল। তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, বাতি নিভিয়ে আস। তুমি ছিলে না মশারি তুলে ফেলেছিলাম।

www.MurchOna.com

মশারি খাটিয়েছি।

'ভালো।'

'মশা অবশ্যি নেই বললেই হয়। কয়েকদিন ঝড় হয়েছে তো বেশিরভাগ মশার পাখা ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে ওরা উড়তে পারে না।'

'ভালো।'

রীনা বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, লাবণী কেমন আছে?

'ভালো আছে। ওর মেয়েটার নিউমোনিয়ার মতো হয়েছে। খুবই টেনশানে আছি। নিউমোনিয়া খারাপ ধরনের অসুখ। চিকিৎসার চেয়ে যত্নটা বেশি লাগে। লাবণী অফিস নিয়ে ব্যস্ত, বাচ্চাটার যত্ন হচ্ছে কি না কে জানে।'

'ডাক্তার দেখছে না?'

'দেখছে। রসিফিন দিচ্ছে। রসিফিন ভালো এন্টিবায়োটিক। নিউ জেনারেশন ড্রাগ। ঠিকমতো ওষুধ পড়ছে কি না কে জানে।'

'তুমি চলে যাও। দেখেশুনে ওষুধ দেবে।'

'যাব। বৃহস্পতিবার নাইটকোচে চলে যাব। শুক্র–শনি ছুটি আছে। নাইটকোচগুলো ভালো করেছে। পাঁচ ঘণ্টা লাগে যেতে। গাড়িতে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে।'

তারেক মশারির ভেতর থেকে বের হবার উপক্রম করল। রীনা বলল, যাচ্ছ কোথায়?

'একটা সিগারেট খেয়ে আসি। তুমি তো আবার সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পার না।'

তারেক চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। আগুনের ফুলকি উঠছে–নামছে। রীনা তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। এই মানুষটাকে ছেড়ে সে কাল ভোরে চলে যাবে। কিন্তু তার কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না করছে মানুষটার সঙ্গে থাকতে! একটা জীবন সুখে–দুঃখে পার করে দিতে!

রীনা চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আপনার নাম?'

'জ্বি আমার নাম হাসান। হাসানুজ্জামান।'

'আপনি কী করেন?'

'কিছু করি না—বেকার বলতে পারেন। সম্প্রতি অবশ্য একটা চাকরি পেয়েছি।'

www.MurchOna.com

'কী চাকরি?'

'স্কুল টিচারের চাকরি। ঢাকার বাইরে।'

'আপনি ধূমপান করেন?'

'জ্বি।'

'নিন একটা সিগারেট খান।'

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। হাসান সিগারেট নিল। তার অস্বস্তি বাড়ছে। তাকে থানায় ডেকে আনার কারণ স্পষ্ট হচ্ছে না। তারাও ভেঙে কিছু বলছেন না। ওসি সাহেবকে বেশ ভদ্র মনে হচ্ছে। পুলিশের চাকরি না করে এই ভদ্রলোক কোনো কলেজের শিক্ষকতাও করতে পারতেন। খাকি পোশাকে তাঁকে মানাচ্ছে না।

'চা খাবেন?'

'জ্বি না। আমাকে কেন ডেকেছেন দয়া করে বলবেন?'

'আপনার ছোট ভাই আছে না—রকিব?'

'জ্বি।'

'তার সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ নেই?'

'যোগাযোগ থাকবে না কেন? আছে তো। মাঝখানে বেশ কিছুদিনের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল।'

'শেষ কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

শেষ কবে দেখা হয়েছে হাসান মনে করতে পারল না। লায়লার বিয়েতে আসে নি এটা মনে আছে। তাকে খবর দেয়া হয়েছিল, সে নিজেই খবর দিয়ে এসেছে।

'দিন তারিখ বলতে হবে না। মোটামুটি একটা সময় বললেই হবে।'

'শেষবার সে এসেছিল খুব সম্ভব দিন পনের আগে। কেন বলুন তো?'

'এর মধ্যে সে কি কোনো খবর পাঠিয়েছে?'

'জ্বি না। পাঠালেও আমি জানি না।'

'সে কি বাসায় আপনাদের কারো কাছে টাকা-পয়সা রাখতে দিয়েছে?'

'জ্বি না।'

'এমন কি হতে পারে যে কারো কাছে রাখতে দিয়েছে আপনি তা জানেন না? ব্যাপারটা গোপনে ঘটেছে।'

'আমি আসলে কিছু বুঝতে পারছি না। এই প্রশ্নগুলো আপনি কেন করছেন জানতে পারলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হত।'

'চা দিতে বলি—এক কাপ খান। চা খেতে খেতে কথা বলি। দিতে বলব?'

'বলুন।'

ওসি সাহেব চা দিতে বললেন। হাসান খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রকিব কি কোনো ঝামেলায় পড়েছে? ঝামেলাটা কোন ধরনের? বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনোই কারণ নেই। রকিব রগচটা কিন্তু ভালো ছেলে।

'চা নিন হাসান সাহেব।'

www.MurchOna.com

হাসান চা নিল। ওসি সাহেব বললেন, আমি বেশ কিছুদিন আগে এজজন এস.আইকে পাঠিয়েছিলাম। ও আপনার বাবার সঙ্গে রকিব সম্পর্কে কথা বলেছিল। এক ধরনের সাবধানবাণী বলতে পারেন। উনি কি ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করেন নি?

'আমাকে কিছু বলেন নি। মনে হয় অন্য কারো সঙ্গেও বলেন নি। বাবা কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। সমস্যার কথা একেবারেই বলেন না।'

'আপনার ছোট ভাই রকিব বাজে ধরনের সমস্যায় জড়িত ছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানি এক্সটরশন?'

'কী বললেন?'

'বিত্তবান লোকজন আটকে রেখে টাকা চেয়ে পাঠানো।'

'কী বলছেন এসব?'

'তার বিরুদ্ধে একটা হত্যা মামলাও আছে।'

'আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'জ্বি না ভুল হচ্ছে না।'

'আমার মনে হয় শত্রুতাবশত তার সম্পর্কে এই জাতীয় কথা বলা হচ্ছে। সে ছাত্র রাজনীতি করে—তাকে বিপদে ফেলার জন্যে এইসব হয়তো ছড়াচ্ছে। সে খুবই ভালো ছেলে। পড়াশোনায় ভালো। চিকেন পক্স নিয়ে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছিল—তারপরেও চারটা লেটার নিয়ে এস.এস.সি. পাস করেছিল।'

'বুঝলেন হাসান সাহেব—দেশের পরিবেশ এখন এমন রাতারাতি একজন ভালোমানুষ নষ্টমানুষ হয়ে যায়।'

'নষ্ট হবার একটা সীমা থাকে। সীমার নিচে নষ্ট হওয়া সম্ভব না। আপনি কী করে বললেন রকিব হত্যা মামলার আসামি?'

'আপনার চা কি শেষ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'চলুন আমার সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?'

'আপনি একটা ডেডবডি আইডেনটিফাই করবেন।'

হাসান হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল। খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা এইসব কী বলছে। সে ডেডবডি আইডেনটিফাই করবে কেন? কার ডেডবডি?

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেয়া ডেডবডি। চেনার অবস্থা না। পচেগলে গিয়েছে। নিকট আত্মীয়স্বজনরা মাথার চুল দেখে, জামাকাপড় দেখে হয়তো আইডেনটিফাই করতে পারবেন। এই জন্যেই আপনাকে আনা।'

'আপনার কী করে ধারণা হল এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি?'

'আপনার ভাইয়ের একজন সহযোগীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তার স্বীকারোক্তি

www.MurchOna.com

থেকে জেনেছি। সে বলেছে রকিবকে ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়—তারপর ডেডবডি ইটসহ বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দেয়া হয়।'

হাসানের মনে হল—খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা আসলে মানুষ না, পিশাচ। এর হৃদয় বলে কিছু নেই। সে নির্বিকারভাবে কীভাবে কথাগুলো বলছে? তার মন বলে কিছু নেই? তার কি বাসায় ভাইবোন নেই? ছেলেমেয়ে নেই? সে কি স্ত্রীর সঙ্গে বসে টিভিতে নাটক দেখে না? ঘন বর্ষায় কি তার বাড়িতে খিচুড়ি ইলিশ মাছ রান্না হয় না?

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'নিন আরেকটা সিগারেট নিন।'

'জ্বি না সিগারেট নেব না।'

'তাহলে চলুন।'

'কোথায় যাব?'

'মেডিকেল কলেজে। ডেডবডি মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। আপনি আইডেনটিফাই করার পর সুরতহাল হবে। যদিও সুরতহাল অর্থহীন। তবুও নিয়ম রক্ষার জন্যে করতে হবে।'

'আপনি যে ডেডবডি আমাকে দেখাতে যাচ্ছেন সেটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না। আপনারা মস্ত বড় ভুল করছেন।'

'ভুল হতেও পারে। ভুল হচ্ছে কি না তা জানার জন্যেই আপনাকে নিয়ে যাওয়া।'

লাশের পাশে একজন ডোম দাঁড়িয়ে। তার নাক গামছা দিয়ে বাঁধা। তার হাতে একটা লাঠি। সে লাঠি দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছে।

ওসি সাহেব বললেন, দেখলেন!

হাসান জবাব দিল না।

'দাঁতগুলো দেখুন। উপরের পাটির প্রথম দাঁতটা ভাঙা। হাতের রিস্টওয়াচটা দেখুন!'

হাসান বলল, এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না।

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে—চলুন যাই।'

ঘর থেকে বের হয়েই হাসান বলল, আমার মাথা ঘুরছে শরীর কেমন যেন করছে। আমি বমি করব।

'বারান্দায় গিয়ে বমি করুন। কোনো অসুবিধা নেই। আমি পানি এনে দিচ্ছি।'

হাসান মুখ ভর্তি করে বমি করল। তার মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরটা পুরোপুরি মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে উল্টো মানুষ। শরীরের বাইরের অংশ চলে যাবে ভেতরে। ভেতরের অংশ চলে আসবে বাইরে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

www.MurchOna.com

'এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন?'

'জ্বি।'

'নিন পানি দিয়ে মুখ ধোন। একটা পান খান।'

'আমি কি চলে যেতে পারি?'

'জ্বি পারেন। চলুন আমি আপনাকে একটা রিকশা করে দি। পুলিশের গাড়ি করে পাঠাতে পারতাম সেটা ঠিক হবে না। প্রতিবেশীরা নানান কথা বলতে পারে।'

'আপনাকে রিকশা করে দিতে হবে না। ধন্যবাদ।'

ওসি সাহেব বললেন, কুৎসিত একটা দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি—সামান্য ভদ্রতা আমাকে করতে দিন।

'ওসি সাহেব!'

'জ্বি।'

'ডেডবডিটা আমার ছোট ভাইয়ের।'

'আমি জানি।'

'আমি কাউকে বলতে চাচ্ছি না। কাউকে না। বাবা–মা কাউকে না। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা নেই।'

'সবাই জানবে একটা ছেলে ছিল, হারিয়ে গেছে। কত মানুষ তো হারিয়ে যায়।'

'তা যায়।'

'আমার ভাইয়ের কি জানাজা হবে? কবর হবে?'

'হ্যাঁ হবে। আপনি কাঁদবেন না।'

'ওসি সাহেব আপনার নামটা কি জানতে পারি?'

'কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে আমার নামও রকিব। হাসান সাহেব কাঁদবেন না প্লিজ। আর ভাই শুনুন—আই অ্যাম সরি।'

জ্বরে হাসানের গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে কেউ নেই। তারেক গিয়েছে চিটাগাং। রীনা এসে টগর–পলাশকে নিয়ে গেছে। লায়লা তার শ্বশুরবাড়িতে। হাসানের মা তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে। শুধু হাসানের বাবা আশরাফুজ্জামান সাহেব আছেন। তবে এই মুহূর্তে তিনি বাড়িতে নেই। চায়ের স্টলে বসে আছেন। গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে। তিনি জিলাপি খাচ্ছেন। রসে তার মুখ মাখামাখি। এত ভালো জিলাপি তিনি অনেকদিন পর খাচ্ছেন। মাখনের মতো মোলায়েম হয়েছে। মুখে দেয়ামাত্র গলে যাচ্ছে।

কমলার মা গোঙানির শব্দ শুনে হাসানের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ভীত গলায় ডাকল, ভাইজান?

হাসান চোখ মেলল। তার চোখ টকটকে লাল। হাসান ভারি গলায় বলল, কে?

কমলার মা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভাইজান আমি।

www.MurchOna.com

হাসান আবারো বলল, কে?

'ভাইজান আমি কমলার মা। আপনের কী হইছে ভাইজান?'

'মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কমলার মা।'

'খুব বেশি?'

'হ্যাঁ খুব বেশি।'

হাসান চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে জেগে আছে অথচ সেই বিশ্রী স্বপ্নটা আবার শুরু হয়েছে। একদল হাঁস হেঁটে যাচ্ছে। সে হাঁটছে হাঁসের সঙ্গে। হাঁসরা শামুক গুগলি জাতীয় খাবার খাচ্ছে। সেও খাচ্ছে। ঝিনুকের খোল খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা হাঁস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাঁসটার চোখ মানুষের চোখের মতো বড় বড়।

জেগে থেকেই সে এই দুঃস্বপ্নটা দেখছে কেন? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? এই দুঃস্বপ্নের কথা সে তিতলী ছাড়া আর কাউকে বলে নি।

স্বপ্নের কথা শুনে তিতলী বলেছিল খিচুড়ি দিয়ে ভুনা হাঁসের মাংস খেলে তোমার হাঁসের স্বপ্ন দেখার এই রোগ সেরে যাবে। শীতকাল আসুক আমি নিজে তোমাকে ভুনা হাঁসের মাংস খাওয়াব। তুমি কি জান আমি খুব ভালো রাঁধুনী?

'না জানি না।'

'আমার অনেক কিছুই তুমি জান না। একেক করে জানবে আর মুগ্ধ হবে। এই পৃথিবীতে মটরশুঁটি দিয়ে কই মাছের ঝোল আমার চেয়ে ভালো কেউ রাঁধতে পারে না। শীতকাল আসুক তোমাকে মটরশুঁটি আর কই মাছের ঝোল খাওয়াব।'

'আচ্ছা।'

'মাছের ঝোল রান্নার গোপন কৌশল কি তুমি জান?'

'জানি না।'

'জানতে চাও?'

'না।'

'জানতে না চাইলেও বলব। মাছের ঝোল রান্নার আসল কৌশল হল—অনেকক্ষণ ধরে মসলা কষাতে হবে। মাছ ছাড়ার আগে ক্রমাগত মসলা কষাবে। চামচ নাড়তে নাড়তে হাত ব্যথা হয়ে যাবে তবু চামচ নাড়ানো বন্ধ করবে না। বুঝেছ?'

'হুঁ।'

'শীতকাল আসতে কত দেরি? এখন কোন কাল? বর্ষা শেষ হয়ে গেছে না?'

হাসান চোখ মেলল।

কমলার মা বলল, ভাইজান মাথাত পানি ঢালমু?

হাসান বলল, না।

'যন্ত্রণা কি আরো বাড়ছে ভাইজান?'

'হুঁ।'

'মাথা বিষের বড়ি খাইবেন?'

www.MurchOna.com

'না। তুমি এখন যাও।'

হাসান চোখ বন্ধ করছে না। চোখ বন্ধ করলেই হাঁসের পাল চলে আসবে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে। কে এসে চুড়ি পরে? তিতলী না তো? হাসান জানে কেউ নেই তারপরেও বলল, কে তিতলী! আশ্চর্য ব্যাপার। মাথার ভেতরে তিতলী কথা বলে উঠল।

'হুঁ।'

'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'তোমাকে অনেক দিন থেকে মনে মনে খুঁজছি।'

'কেন?'

'ওই যে একটা গান করেছিলে বুড়িগঙ্গায় ওই গানের লাইনগুলো কী?'

'আমি তো গান করি নি।'

'তিতলী শোন!'

'শুনছি।'

'আমি খুব একটা অন্যায় করেছি। তোমাকে বলা হয় নি।'

'বল।'

'নাদিয়া এত ভালো রেজাল্ট করেছে, ওকে কনগ্রাচুলেশনস জানানো হয় নি। আমি ওর জন্যে একটা গিফট কিনে রেখেছিলাম। সেই গিফটটাও তাকে দেয়া হয় নি।'

'একদিন বাসায় গিয়ে ওকে দিয়ে এসো।'

'তুমি রাগ করবে না তো?'

'আমি রাগ করব কেন?'

'তিতলী!'

'বল শুনছি।'

'হাঁসের স্বপ্নটা আমি এখনো দেখি।'

'ও আচ্ছা।'

'স্বপ্নটা দেখার সময় মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'তিতলী আমার মনটা সারাক্ষণ খুব খারাপ থাকে।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি জান আমি এখনো মাঝে মাঝে তোমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি?'

'ও আচ্ছা।'

'কয়েকদিন আগে তোমাদের কলেজে গিয়েছিলাম। মনের ভুলে চলে গিয়েছি।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

www.MurchOna.com

'ও আচ্ছা।'

আশরাফুজ্জামান বাড়িতে ফিরলেন রাত ন'টায়। তিনি ছেলেকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কী হয়েছে হাসানের? তিনি ভীত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে রে? তোর চোখ এত লাল কেন?

হাসান লাল চোখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

তিতলী লক্ষ্য করল শওকতের বাঁ গাল খানিকটা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পরপর গালে হাত দিচ্ছে। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। বেশিরকম চিন্তিত হলে শওকত মাথার চুল টানে। এখন মাথার চুলও টানছে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। চিন্তিত হবার মতো কোনো কারণ কি ঘটেছে? পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। ট্রাভেলার্স চেকভর্তি মানিব্যাগ খোয়া গেছে? তিতলী বসে আছে। কাঠমণ্ডু এয়ারপোর্টে। সে কৌতূহল নিয়ে শওকতকে লক্ষ্য করছে। সমস্যায় যে সে পড়েছে তা তাকে দেখে বোঝা যায়। মানুষটার একটা বড় গুণ হচ্ছে যত সমস্যাতেই পড়ুক সে ধৈর্য হারায় না। খুব বেশি হলে মাথার চুল টানে। চুল টানারও কি কোনো বিশেষ ভঙ্গি আছে? টেনশান বেশি হলে মাথার সামনের চুল টানা। টেনশান কম হলে পেছনের চুল টানা জাতীয় কিছু। তিতলী এমনভাবে মানুষটাকে কখনো লক্ষ্য করে নি। প্রয়োজন বোধ করে নি। এখনো প্রয়োজন বোধ করছে না।

শওকত বড় একটা পেপার গ্লাস নিয়ে তিতলীর দিকে আসছে। তার ভুরু কুঁচকে আছে। চিন্তা মনে হয় আরো বেড়েছে।

'তিতলী নাও পেপসি খাও।'

তিতলী গ্লাস হাতে নিল। তার পেপসি খেতে ইচ্ছে করছে না—মানুষটা এত আগ্রহ করে এনেছে, না খেলে ভালো দেখায় না। একবারের জন্যে হলেও গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়ানো দরকার। তারপর হাতে নিয়ে বসে থাকলেই হবে।

তিতলী বলল, কোনো সমস্যা হয়েছে?

'না। তেমন কিছু না। আমার সুটকেসটা আসে নি। ওরা বলছে এক ঘণ্টা পর রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্সের একটা প্লেন আসবে। সুটকেসটা নাকি সেখানে। অপেক্ষা করা ছাড়া পথ দেখছি না। তোমার বোধহয় চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছে।'

www.MurchOna.com

'খারাপ লাগছে না। তোমার গাল ফোলা। কী হয়েছে?'

'হঠাৎ করে দাঁত ব্যথা শুরু হয়েছে।'

'বেশি?'

'হ্যাঁ বেশি। হোটেলে গিয়ে পেইনকিলার টিলার খেতে হবে।'

'আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে।'

'প্যারাসিটামলের স্টেজ পার হয়ে গেছে। তুমি বস, আমি হোটেলের খোঁজ নিই। গল্পের বইটই কিছু এনেছ? বসে বসে পড়।'

'গল্পের বই লাগবে না।'

শওকত চিন্তিতমুখে হোটেল ইনকোয়েরির দিকে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাংলাদেশ এম্বেসির এক ভদ্রলোকের আসার কথা। হোটেল বুকিং তাঁরই করে রাখার কথা। তিনি আসেন নি। এম্বেসিতে টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারটা বাজে। অফিস আওয়ার্স শেষ। হোটেল রিজার্ভেশনের সমস্যা হয়তো হবে না। এখন ট্যুরিস্ট সিজন না। ভরা বর্ষায় কেউ নেপাল বেড়াতে আসে না। হোটেলের চেয়েও বেশি জরুরি—একজন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া। দাঁতের ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মাথা দপ দপ করছে। নেপাল এয়ারলাইন্সে সুটকেস না এলে ভালো সমস্যা হবে। তার নিজের সব কাপড় ওই সুটকেসে। সুটকেস পাওয়া না গেলে রেডিমেড শার্ট-প্যান্ট থেকে শুরু করে টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সবই কিনতে হবে।

নেপাল এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট দু ঘণ্টা দেরি করে এল। সেখানে সুটকেস নেই। শওকতের গাল আরো ফুলেছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে গেছে। বাইরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। পাহাড়ি অঞ্চল বলেই কি বৃষ্টির ফোঁটা এত বড়?

এম্বেসির ভদ্রলোকের নাম সোবাহান। তিনি শেষ পর্যন্ত এসেছেন। ভদ্রলোক বিমানের টাইমিঙে গণ্ডগোল করেছেন। তবে ভদ্রলোক করিতকর্মা। নগরকোটে হোটেল বুকিং নিয়ে রেখেছেন। কাঠমণ্ডুতে নাকি দেখার কিছু নেই। ভদ্রলোকের মতে হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় নগরকোটে হওয়া উচিত। ভদ্রলোক এয়ারপোর্ট থেকেই শওকতের সুটকেস খুঁজে বের করলেন। পরের দিন বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে সুটকেস আসবে এটা নিশ্চিত করলেন। ডেনটিস্টের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। বিদেশের এম্বেসিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা ঘুমানো এবং শপিং করা ছাড়া অন্য কিছুই পারেন না বলে যে ধারণা দেশে প্রচলিত তা সম্ভবত সত্যি নয়।

ভদ্রলোক শওকতকে শার্ট-প্যান্ট কিনতে দিলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, কাল তো সুটকেস চলেই আসছে—শুধু শুধু ডলার খরচ করবেন কেন? একটা রাতেরই তো কারবার। ভাবীর শাড়ি প্যাঁচ দিয়ে লুঙ্গির মতো পরে শুয়ে থাকবেন। দুপুরের মধ্যে আমি সুটকেস পৌঁছে দেব। পরদিন রওনা করবেন পোখরা।

শওকত বলল, কোথায় যাব?

'পোখরা। সেখানে খুব সুন্দর তিনটা হ্রদ আছে—ফিওয়া, বেগনাস এবং রূপা। লেকগুলোর উৎস হল অন্নপূর্ণা রেঞ্জের তুষার গলা পানি। ফিওয়া হ্রদের পাশে লেকভিউ

www.MurchOna.com

হোটেল। একটা রুম নিয়ে রেখেছি। এসি রুম, আপনাদের পছন্দ হবে।'

'যাব কীভাবে?'

'বাইরোডে যাবেন। ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন। প্লেনেও যাওয়া যায়। ওয়ান ওয়ে টিকিট ফোর্টি নাইন ডলার। প্লেনে যাওয়া অর্থহীন। পোখরা যাবার দুপাশের দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা।'

'কাঠমণ্ডুতে কিছু দেখার নেই?'

'মন্দির ফন্দির আছে—চাইলে একদিন দেখিয়ে আনব। ইউরোপ আমেরিকার ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে নিয়ে খুব আগ্রহ করে পটাপট মন্দিরের ছবি তোলে। মন্দির দেখার জন্যে নেপালে আসার দরকার কী? নেপালে এসেছেন হিমালয় দেখবেন। প্রাণভরে হিমালয় দেখুন। তবে...।'

'তবে কী?'

'বর্ষাকাল তো। হিমালয় দেখতে পারবেন কি না, সেটা হল কথা। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কিচ্ছু দেখা যায় না। আপনাদের ভাগ্য ভালো হলে ইনশাল্লাহ্ দেখবেন।'

তারা নগরকোটে পৌঁছল রাত আটটার দিকে। বৃষ্টি তখনো ঝরছে। মুষলধারে না হলেও ঝিরঝির করে পড়ছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। রাস্তায় আলো নেই। একপাশে গভীর গিরিখাদ। স্টিয়ারিঙের হাত শক্ত না হলে ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে। বৃষ্টিভেজা রাস্তাও খুব পিছল। মাঝে মাঝেই গাড়ি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী ড্রাইভার জয় পশুপতিনাথজী বলে গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে।

শওকত বলল, রাস্তা তো ভয়াবহ। তিতলী তোমার ভয় লাগছে?

তিতলী বলল, না।

'তাহলে তোমাকে 'সাহসী তরুণী' টাইটেল দেয়া যায়। ভয়ের চোটে আমার দাঁত ব্যথা সাময়িকভাবে চলে গেছে। আমার ধারণা হোটেলে পৌঁছার পর ভয় কেটে যাবে, দাঁত ব্যথা আবার শুরু হবে।'

'সেক্ষেত্রে হোটেলে না পৌঁছে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ভালো।'

শওকত শব্দ করে হাসল। তিতলীর মনে হল—মানুষটার হাসি খুব সুন্দর। হাসান ভাইয়ের হাসিও সুন্দর, তবে হাসান ভাই এত শব্দ করে হাসত না। তিতলীর অস্বস্তি লাগছে। তুলনামূলক চিন্তা সে কেন করছে। এর মধ্যে তুলনার কী আছে?

বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমেছে। ড্রাইভার জয় জয় পশুপতিনাথজী বলে দু হাত একত্র করে স্টিয়ারিংকে নমস্কারের মতো করেছে। তিতলী ভীত গলায় বলল, কী হয়েছে? ড্রাইভার হাসিমুখে বলল, বহেনজি আ গয়া।

'এত অন্ধকার কেন?'

নেপালি ড্রাইভার বাংলা বাক্য বুঝল। জবাব দিল ইংরেজিতে—নো ইলেকট্রিসিটি। পাওয়ার ফেইলিউর।

www.MurchOna.com

অন্ধকারে এতক্ষণ চোখে পড়ে নি—এখন দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণে বিশাল দোতলা হোটেল। ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ইলেকট্রিসিটি না থাকলে এত বড় হোটেলে চার্জলাইট জ্বলবে, বাতি জ্বলবে—পুরোপুরি অন্ধকার থাকবে কেন? এত বড় ট্যুরিস্ট স্পটে লোকজনও তো থাকার কথা। মনে হচ্ছে চারদিক খাঁখাঁ করছে। বৃষ্টি সুচের মতো গায়ে বিঁধছে। তিতলীর শরীর কাঁপছে। এত ঠাণ্ডা বৃষ্টি এর আগে তার গায়ে পড়ে নি। পাহাড়ি বৃষ্টি কি এত ঠাণ্ডা হয়? বৃষ্টির এই নমুনা জানলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখতেন না, এস কর স্নান নবধারা জলে।

তিতলী হোটেলের লবিতে পা দেয়ামাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে এল। চারদিক ঝলমল করে উঠল। হোটেল দেখে তিতলী মুগ্ধ। শোবার ঘরগুলো বড় বড়। ঘরে কাঠের পুরোনো ধরনের আসবাব। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা সুন্দর। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হোটেলের আয়না সচরাচর ভালো হয় না। বাথরুমও ঝকঝক করছে।

তিতলী খুশি খুশি গলায় বলল, হোটেলটা তো খুব সুন্দর।

শওকত বলল, হোটেলটা খুব সুন্দর না। মাঝারি ধরনের। তুমি কখনো ভালো হোটেলে থাক নি বলে তোমার কাছে এত সুন্দর লাগছে। তোমার কি ক্ষিধে লাগছে?

'হুঁ।'

'তাহলে তুমি এক কাজ কর খেয়ে এস। ডাইনিং হলে চলে যাও। রাত বেশি হলে ডিনার পাবে না।'

'তুমি খাবে না?'

'আমার দাঁতের যে অবস্থা! পানি ছাড়া কিছু খেতে পারব না। তাছাড়া খেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব।'

'আমি একা একা খেতে যাব?'

'হ্যাঁ যাবে। আমরা যে বিচিত্র জীবন শুরু করেছি সেখানে দোকার ব্যাপার তো নেই—তাই না? এক কাজ কর—ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নাও কিংবা গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর খেতে যাও। মেনু দেখে দেখে অর্ডার দেবে সমস্যা কিছু নেই। পারবে না?'

'পারব।'

'গুড।'

শওকত বিছানায় গা এলিয়ে দিল। শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। গা কেমন ঘিনঘিন করছে। বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি। ছাড়ার উপায়ও নেই। একসেট কাপড় হলেও কেনা দরকার ছিল। গরম পানিতে গোসল সেরে হোটেলের গামছা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকলে হয়। ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে একজন তরুণীর সামনে ব্যাপারটা শোভন হবে না। এই তরুণী তার স্ত্রী এটিও খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ভিক্টোরিয়ান যুগের গল্প–উপন্যাসে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন স্বামী–স্ত্রী হয়তো থাকে। এ যুগে কি থাকে? তিতলী যা

www.MurchOna.com

করছে তা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা থেকে করছে। আর সে নিজে যা করছে তাও কি অসুস্থতা নয়? অন্যের অসুখকে প্রশ্রয় দেয়াও তো এক ধরনের অসুখ। সে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিতলী সহজ হচ্ছে না বরং উল্টোটা হচ্ছে—অস্বাভাবিক সম্পর্কই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এক সময় আরো স্বাভাবিক মনে হবে। ভুল হচ্ছে, মস্ত বড় ভুল। ভুলের ছোট্ট চারা রোপণ করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চারা ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে গেছে। এই মহীরুহ এখন আর খুব সহজে টান দিয়ে উপড়ে ফেলা যাবে না। বড় করাত দিয়ে গাছটা কাটতে হবে। সেই করাত দুজনের করাত। করাতের এক মাথা থাকবে তার হাতে অন্য মাথা থাকবে তিতলীর হাতে। তিতলী কি সেই করাতের এক মাথা ধরবে? মনে হয় না।

শওকতের জ্বর বাড়ছে। মনে হচ্ছে এন্টিবায়োটিকগুলো কাজ করছে না। ঠাণ্ডাও বোধহয় লেগেছে—বুকের ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। সামান্য কাশি। নিউমোনিয়া না তো? বড় ধরনের অসুখ বাঁধিয়ে ফেললে তিতলী সমস্যায় পড়বে। বিদেশে অসুস্থ মানুষ মানে নানান যন্ত্রণা। তিতলী নামের এই মেয়েটিকে এ জাতীয় যন্ত্রণায় ফেলার কোনো অর্থ হয় না। মেয়েটা কে? কেউ না। খুব রূপবতী একটা মেয়ে যে বাস করছে ভয়ঙ্কর এক ঘোরের জগতে। ঘোর কাটছে না। সম্ভবত কাটবেও না।

'তিতলী?'

'হুঁ।'

'ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে বল। পানি খাব।'

'কাকে বলব?'

'রুম সার্ভিসকে বলতে হবে। আচ্ছা টেলিফোনটা আমার কাছে দাও—আমিই বলছি।'

'তোমার জ্বর কি বেড়েছে?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'মাথায় পানি ঢালতে হবে?'

'না। তুমি বসে আছ কেন? খেতে যাও।'

তিতলী চলে গেল। শওকত ভেবেছিল তিতলী গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে। এই ভদ্রতা সাধারণ ভদ্রতা। তিতলীর কাছ থেকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু কি আশা করা যায় না?

নতুন জায়গায় তিতলীর ঘুম হয় না। নগরকোটের হোটেলে তার খুব ভালো ঘুম হল। দীর্ঘ ঘুম এবং খুব আরামের ঘুম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। হোটেলের ভেতরে তখনো অন্ধকার। শওকত চাদর মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। বাচ্চাদের এই অভ্যাস শওকতের আছে। মাথার নিচে বালিশ থাকে না। তিতলীর একবার ইচ্ছা করল শওকতের মাথাটা বালিশে তুলে দেয়। তারপরই মনে হল থাক।

www.MurchOna.com

সে বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধোল। কলটা ছাড়ল খুব সাবধানে। অসুস্থ মানুষ—ঘুম যেন না ভাঙে।

তিতলী ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এল। সেখান থেকে চলে এল হোটেলের বাগানে। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। যে বিস্ময়কর দৃশ্য তার সামনে ছিল তার জন্যে তার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। দিগন্তজুড়ে হিমালয় পর্বতমালা। বরফের চাদরে তার গা ঢাকা। প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণে সেই চাদরে সোনালি আভা লাগতে শুরু করেছে। এ কী অপরূপ দৃশ্য! তিতলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন কুয়াশা তাকে ঢেকে ফেলল। বর্ষাকালে এত কুয়াশা এল কোথেকে? হঠাৎ তার মনে হল—এটা মেঘ না তো? জলভরা একখণ্ড মেঘ কি তাকে জড়িয়ে ধরেছে? অবশ্যই তাই। এম্বেসির সোবাহান সাহেব এ জাতীয় কথাই তো বলেছিলেন। নগরকোট এত উঁচুতে যে গায়ের উপর দিয়ে মেঘ চলে যায়। হাতের মুঠোয় মেঘ ধরা যায়। এই তো সেই মেঘ। আকাশের মেঘ হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে! মেঘে শরীর ডুবিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! চোখের সামনে হিমালয়ের রং বদলে যাচ্ছে—প্রকৃতি এত সুন্দর হয়? তিতলীর রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। এত সুন্দর কখনো একা দেখা যায় না। শওকতকে এনে দেখাতে হবে। ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বাগানে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। হোটেলের গেস্টরা চেয়ারে বসে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের সামনে পটভর্তি চা। তিতলীরাও তাই করবে। দুজন বসে চা খাবে তারপর হঠাৎ একসময় বিশাল একখণ্ড মেঘের ভেতর তারা ডুবে যাবে।

তিতলী শওকতের গায়ে হাত রেখে কোমলস্বরে ডাকল—এই ওঠ তো। ওঠ।

শওকত চোখ মেলল। অদ্ভুত একটা দৃশ্য সে দেখছে—তিতলী তার গা ঘেঁষে বসে আছে। তিতলীর একটা হাত তার পিঠে। এটি কি কোনো স্বপ্নদৃশ্য? না স্বপ্নদৃশ্য নয়। তিতলীর গা থেকে বাসি ফুলের গন্ধ আসছে। স্বপ্নদৃশ্যে গন্ধ থাকে না।

'চট করে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

'কেন?'

'বাইরে যে কী সুন্দর! আমি এতক্ষণ মেঘের ভেতর দাঁড়িয়েছিলাম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। এই দেখ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। শুয়ে আছ কেন ওঠ।'

শওকত হাত বাড়িয়ে তিতলীর হাত ধরল। তিতলী হাত সরিয়ে নিল না। শওকত তাকে কাছে টানল। তিতলী কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল—তারপর হঠাৎ নিজেকে ছেড়ে দিল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কী করছ দরজা খোলা! শওকত বলল, থাকুক খোলা।

তিতলী বলল, তোমার গায়ে জ্বর নেই?

'না নেই।'

www.MurchOna.com

তিতলী বলল, আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে। তুমি কি এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে ছাড়বে?

'এক সেকেন্ডে কী করবে?'

'দরজা লাগিয়ে দেব।'

'দরজা লাগাতে হবে না।'

'কী আশ্চর্য! বারান্দা দিয়ে বেয়ারারা আসা-যাওয়া করছে।'

'ওরা হাইলি ট্রেন্ড। হোটেলের খোলা দরজা দিয়ে এরা কখনো ভেতরে তাকাবে না।'

'আমরা হিমালয় দেখব না?'

'হিমালয় পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'আমিও তো পালিয়ে যাচ্ছি না। ছিঃ ছিঃ তুমি তো আমাকে নগ্ন করে ফেলছ। আমি কিন্তু এখন ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বিছানা থেকে ফেলে দেব।'

'ফেলে দাও।'

ধাক্কা দিতে গিয়ে তিতলী ধাক্কা দিতে পারল না। তার শরীর জেগে উঠেছে। সে গভীর মমতা ও ভালবাসায় শওকতকে জড়িয়ে ধরল। হিমালয় সূর্যকিরণ মেখে তার রং বদলাচ্ছে। ফেরারি মেঘমালার দু-একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলের চারপাশে। তিতলীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে কোনো একটা দুষ্ট প্রকৃতির মেঘ বোধহয় খোলা দরজা দিয়ে তাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা ডুবে গেছে মেঘের দিঘিতে।

তারেক অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। কোনো কথাটথা না। চুপচাপ বসে থাকা।

হাসান চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার বিছানার চাদরটা ধবধবে সাদা। গায়ে যে চাদরটা আছে তার রঙও সাদা। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। বাইরে বেশ গরম। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু হাসানের মনে হয় শীত লাগছে।

তারেক বলল, তোর মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমেছে?

হাসান নিচু গলায় বলল, হুঁ।

হুঁ বলার ধরন থেকেই বোঝা যায় মাথার যন্ত্রণা আসলে কমে নি। কড়া পেইনকিলার ব্যথাটাকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

www.MurchOna.com

'তুই যে এত বড় অসুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতি বুঝতেই পারি নি। আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে।'

'অসুখ-বিসুখ তো পৃথিবীতে আছেই।'

'তাও ঠিক।'

তারেক আবার চুপ করে গেল। হাসান বলল, শুধু শুধু বসে আছ কেন? চলে যাও।

'কোথায় যাব?'

'তোমার ঘরে যাও। অফিস থেকে এসেছ বিশ্রাম কর।'

'তোর কি কিছু খেতেটেতে ইচ্ছা করে?'

'না।'

'খেতে ইচ্ছে হলে বল। লজ্জা করবি না।'

হাসান হাসল। একবার ভাবল বলে, আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে। আঙুর নিয়ে এসো। বলা ঠিক হবে না। ভাইজান সত্যি আধকেজি আঙুর কিনে নিয়ে আসবে।

'হাসান!'

'জ্বি ভাইজান।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে।'

'তুমি ঘরে যাও তো। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।'

'আমার যদি ক্ষমতা থাকত—অবশ্যই তোকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতাম। ঘরবাড়ি জমিজমা থাকলে অবশ্যই বিক্রি করতাম। কিছুই নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডে ষোল-সতের হাজার টাকা আছে। আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি। দেখি কী করা যায়। লায়লার স্বামীর কাছে টাকা ধার চাইব?'

'কারো কাছে কিচ্ছু চাইতে হবে না।'

'সে তো বাইরের কেউ না। এখন তো আমাদেরই একজন। টাকা তো আমি মেরেও দিচ্ছি না। মাসে মাসে শোধ দেব। মাসে তিন হাজার টাকা করে শোধ দিলেও বছরে হয় ছত্রিশ হাজার...'

'ভাইজান আমার আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে।'

'কোনো ব্যাপারই না। এনে দিচ্ছি। কোনটা খাবি—সাদাটা না কালোটা? আচ্ছা যা দু পদেরই আনব। ভিটামিন সি ছাড়া আঙুরে অবশ্য ফুডভ্যালু কিছু নেই। তোর যখন খেতে ইচ্ছে করছে খা।'

তারেক উঠে দাঁড়াল। হাসান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেউ একজন পাশে এসে বসলেই তার খারাপ লাগে। পুরোপুরি একা সময়টা কাটাতে পারলে ভালো লাগত। কেউ কাছে আসবে না। চিঠি লিখবে। সেই চিঠিগুলো থাকবে বালিশের নিচে। যখন মাথার যন্ত্রণা একটু কমবে তখন সে চিঠি খুলে পড়বে। মানুষের সঙ্গের চেয়ে তাদের চিঠি পড়াটা এখন বোধহয় আনন্দময় হবে।

লিটনের একটা চিঠি পরশুদিন পেয়েছে। চিঠিটা বালিশের নিচে ছিল। আজ সকালে পড়েছে। কয়েকদিন পর হয়তো আবারো পড়বে। লিটন লিখেছে—

www.MurchOna.com

*হাসান,*

*তোকে চিঠি লিখতে অনেক দেরি করে ফেললাম। আসলে কী ব্যস্ততায় যে সময় কাটছে। আমাকে না দেখলে তুই আমার ব্যস্ততা বুঝতে পারবি না। আমি ভোর আটটায় চলে যাই। ফিরি সন্ধ্যার পর। গ্রোসারি করা, ঘর-সংসার দেখা, রান্না করা—সব তোর ভাবীর একা করতে হয়। সেই বেচারিরও নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমাদের এপার্টমেন্টটা উনত্রিশ তলায়। আর লন্ড্রিঘর হচ্ছে এক তলায়। কাপড় ধুতে হলেও নিচে নামতে হয়। এত উঁচুতে থাকতে শুরুতে খুব অস্বস্তি লাগত। মনে হত জোরে বাতাস এলেই বিল্ডিংটা বুঝি ভেঙে পড়বে। এখন অবশ্য সয়ে গেছে।*

*শম্পা সারাদিন কী করে জানিস? শুধু ঘর গোছায়। রাজ্যের জিনিস কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলেছে। তার যে এমন খরুচে হাত তা জানতাম না। তার শখের জিনিস কী জানিস—স্টাফড এনিমেল। ঘরটাকে সে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছে। আমি একদিন তার উপর সামান্য রাগই করলাম—সে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করেছে। তার অভিমান ভাঙাবার জন্যে শেষে আমি নিজেই একটা বিশাল হাতি কিনে দিয়েছি। দাম কত নিয়েছে শুনলে তুই ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি—সাত শ সিঙ্গাপুরি ডলার। শম্পার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও খরুচে হাত হয়ে যাচ্ছে। এক সময় কী যে কষ্ট করেছি ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। আমার খুব ইচ্ছা তোকে এনে কিছুদিন আমাদের সংসারে রাখি। আরেকটু গুছিয়ে বসেই তোর জন্যে টিকিট পাঠাব।*

*ইতি লিটন।*

*পুনশ্চ : হাসান তুই কি একটা কাজ করবি? খুব সুন্দর কিছু বাংলা নাম পাঠাবি? কুড়িটা ছেলের নাম এবং কুড়িটা মেয়ের নাম। কী জন্যে নাম পাঠাতে বলছি বুঝতেই পারছিস। বিদেশে শিশুপালন খুবই যন্ত্রণা হবে। কী আর করা। আমরা খুবই খুশি। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।*

হাসানকে রোজই একবার লায়লা দেখতে আসে। এই মেয়েটাকে হাসানের ভালো লাগে। লায়লা ঘরে ঢোকে কাঁদো কাঁদো মুখে।

"ভাইয়া আজ তোমার অবস্থা কী?" বলে বিছানায় বসে। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ থেকে কাঁদো কাঁদো ভাবটা চলে যায়। সে মনের আনন্দে তার সংসারের গল্প শুরু করে। গল্প করার সময় আনন্দে সে ঝলমল করতে থাকে। হাসানের সব সময় মনে হয় এই আনন্দের পাশে দীর্ঘ সময় থাকলে তার মাথার অসুখটা কমে যাবে।

ভাইয়া শোন—বাবু কী রকম যে দুষ্ট তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ওর বাবার অবশ্য ধারণা আগে এত দুষ্ট ছিল না। আমি নাকি লাই দিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্ট বানাচ্ছি। এত ছোট একটা বাচ্চা আমি তো আদর করবই। মুখে ভাত তুলে না দিলে সে খায় না।

বেচারা ছেলেমানুষ না। ও কী বলে জান? ও বলে রাত্রি তুমি বাবুকে যতটা ভালবাস আমাকে তার দশ ভাগের এক ভাগও বাস না। বুঝলে ভাইয়া ও আমাকে লায়লা ডাকে না। লায়লার অর্থ রাত। সেই জন্যে ডাকে রাত্রি। লজ্জার ব্যাপার না? এখন কী করব বল? আদর করে ডাকে আমি তো 'না' বলতে পারি না। পরশুদিন আবার বলল, চল সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি। ছেলের স্কুল কামাই করে আমি সিঙ্গাপুর যাব। আমার এত শখ নেই। ও তা শুনবে না। ওর স্বভাব হচ্ছে একবার কোনো একটা কথা মুখ দিয়ে বলে ফেললে সেটা করতেই হবে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এদিকে আমার ড্রাইভার কী করেছে জান? গত মঙ্গলবারের কথা। আমাকে বলল, চাকা পাংচার হয়েছে ঠিক করতে হবে। আমি এক শ টাকা দিলাম সে আর টাকা ফেরত দেয় না। বৃহস্পতিবারে তাকে ডেকে বললাম চাকা পাংচার সারাই করতে কুড়ি টাকা লাগে। বাকি আশি টাকা কোথায়? সে বলল, ম্যাডাম পকেটমার হয়ে গেছে। ওই আশি টাকা তো গেছেই আমার নিজেরও দু শ টাকা গেছে। এখন সে এডভান্স বেতন চায়। আমার অবস্থা দেখেছ?

'তোর তো কঠিন অবস্থা।'

'কঠিন অবস্থা তো বটেই। কাউকে যে তুমি বিশ্বাস করবে সে উপায় নেই। সবার দিকে চোখ রাখতে হয়। আমি তো আর মাছি না যে আমার পঞ্চাশ হাজার চোখ আছে। আমি একা কদিক সামলাব?'

'তা তো ঠিকই।'

'সন্ধ্যা হতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমোতে পারি না। ওর অভ্যাস হচ্ছে রাতে ছবি দেখা। আমাদের একটা LD প্লেয়ার আছে। LD নিয়ে আসে। রোজ ছবি দেখে। LD কী জান ভাইয়া?'

'না।'

'LD হল লেজার ডিস্ক। পুরো সিনেমাটা একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো রেকর্ডে থাকে। কী সুন্দর ছবি যে আসে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না। একদিন আমাদের বাসায় নিয়ে দেখাব। সরি বাসা বলে ফেললাম। বলা উচিত ছিল বাড়ি। বাসা তো না, আমরা তো আর ভাড়া বাড়িতে থাকি না যে বাসা। তাই না ভাইয়া? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না। চোখ বন্ধ করে আছি।'

'ঠিক আছে তুমি রেস্ট নাও। আর শোন ভাইয়া, বেশি চিন্তা করবে না। আমি রোজ এসে দেখে যাব। ও বলছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে। মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি মিরাকলের মতো কাজ করে। ওর এক আত্মীয়ের তোমার মতো ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছিল। ডাক্তাররা সব জবাব দিয়ে দিয়েছে। তখন সে হোমিওপ্যাথি শুরু করে। আস্তে আস্তে টিউমার মিলিয়ে যায়। যে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিলেন তিনি আবার ইন্ডিয়া চলে গেলেন। আমি ওকে বলেছি—ইন্ডিয়াতেই যাক আর বিলাতেই যাক তুমি সেই ডাক্তারের খোঁজ বের করবে।'

'দেখ খুঁজে।'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'ভাইয়া আজ যাই?'

'আচ্ছা।'

হাসানের অসুখের খবর সে কাউকে দেয় নি। তারপরেও কেমন করে জানি সবাই জেনে গেছে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ উপস্থিত হচ্ছে। হাসানকে বিস্মিত করে একদিন সুমি এসে উপস্থিত। তার গায়ে ধবধবে সাদা ফ্রক। হাতে অনেকগুলো গোলাপ। কী সুন্দরই না হয়েছে মেয়েটা! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'থ্যাংক য়্যু। খবর পেলে কোথায়?'

সুমি মুখ টিপে হেসেছে। খবর কোথায় পেয়েছে সে বলবে না।

'এত বড় অসুখ কী করে বাঁধালেন?'

'বুঝতে পারছি না সুমি। অসুখের কথা থাক। তুমি কেমন আছ বল?'

'ভালো আছি।'

'তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ?'

'হুঁ।'

'তোমার যে ই.এস.পি. ক্ষমতা ছিল এখনো কি আছে? ভবিষ্যৎ বলতে পারতে। এখনো কি পার?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বল দেখি আমি আর কতদিন বাঁচব?'

সুমি হাতের ফুলগুলো নাড়াচাড়া করছে। কিছু বলছে না। কিন্তু তার মুখ বিষণ্ন নয়।

'স্যার আপনার জন্যে একটা মজার জিনিস এনেছি।'

'মজার জিনিসটা কী?'

'এক ধরনের ক্যান্ডি। মুখে দিয়ে রাখবেন—এক সময় মুখের ভেতর পট পট শব্দ হতে থাকবে।'

'সে কী?'

'বাবা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছেন। মুখে দিয়ে দেখুন।'

হাসান ক্যান্ডি মুখে দিয়েছে। এক সময় মুখের ভেতর সত্যি সত্যি পট পট শব্দ হওয়া শুরু করল। হাসান থু করে ক্যান্ডি ফেলে দিল। সুমি হাসছে খিলখিল করে। হাসান মুগ্ধ হয়ে হাসির শব্দ শুনছে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে হাসানের অবস্থা খুব খারাপ হল। তাকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। হাসপাতালটাই হয়ে গেল তার ঘরবাড়ি। কেবিনের স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। বিবর্ণ দেয়াল। ফেনাইলের গন্ধমাখা মেঝেতে তার জীবন আটকে গেল। মানুষের সঙ্গ তার অসহ্য বোধ হতে শুরু করল। কেবিনের জানালা খুলে আকাশ দেখতে তার ভালো

www.MurchOna.com

লাগে না। তার ভালো লাগে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজেকে ছোট্ট করে শুয়ে থাকতে। নিজের মনে কথা বলতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিজের মনে কথা বলে। একেক সময় একেকজন এসে তার মাথায় উপস্থিত হয়। একদিন যেমন এলেন আম্বিয়া খাতুন।

'কী রে হাসান আমার মৃত্যু সংবাদ শুনেও তুই দেখতে এলি না। তুই এত বড় পাষণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

'দাদিমা আমি অসুখ হয়ে পড়ে আছি।'

'অসুখ হবে না—রোদের মধ্যে টো-টো করে ঘোর। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। অসুখ হয়েছে ভালো হয়েছে।'

'আপনি এমন রেগে আছেন কেন দাদিমা?'

'জোয়ান ছেলে অসুখ বাঁধিয়ে বিছানায় পড়ে আছিস রাগব না? আমি খুবই রাগ করেছি। দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে আছিস কেন? মরার আগেই তুই দেখি ঘরটাকে কবর বানিয়ে ফেলেছিস। জানালা খোল।'

'জানালা খুলতে ইচ্ছা করে না দাদিমা।'

'ইচ্ছা না করলেও খুলতে হবে। দাঁড়া আমি খুলে দিচ্ছি।'

আম্বিয়া খাতুন অনেক চেষ্টা করলেন। জানালা খুলতে পারলেন না। বৃদ্ধার প্রাণান্ত চেষ্টা দেখে হাসান নিজের মনে খুব হাসল। হাসান যতই হাসছে বৃদ্ধা ততই রাগছেন।

হাসানকে খুব অবাক করে দিয়ে হাসপাতালের কেবিনে উপস্থিত হল চিত্রলেখা। তার উপস্থিতি কল্পনায় নয়, বাস্তবে। চিত্রলেখা আগের চেয়ে রোগা হয়েছে। গায়ের রঙও খানিক কমেছে। কিন্তু সে আরো সুন্দর হয়েছে।

চিত্রলেখা হাসিমুখে বলল, আপনার অসুখের খবর আমি অনেক আগেই পেয়েছি—আসতে দেরি করলাম।

এই প্রথম হাসান লক্ষ্য করল কেউ একজন হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে এসে হেসে হেসে কথা বলছে। যেন হাসানের অসুস্থতা কোনো ব্যাপারই না।

'দাড়িগোঁফ গজিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। শেভ করেন না কেন?'

'রোজ করি না। দু-এক দিন পর পর করি।'

'রোজ শেভ করবেন। সকালবেলা শেভ করে আয়না দিয়ে চুল আঁচড়ে—আয়নার দিকে তাকিয়ে বলবেন, হ্যালো ইয়াংম্যান।'

'আচ্ছা বলব। আপনি আমাকে দেখতে আসবেন আমি ভাবি নি।'

'অন্যেরা ভাবতে পারে না—এমন সব কাণ্ডকারখানা আমি প্রায়ই করি। শুনুন হাসান সাহেব, আপনি বোধহয় জানেন যে আমি একজন ডাক্তার।'

'জ্বি জানি।'

'আপনার অসুখ সম্পর্কে যা খোঁজখবর নেবার আমি নিয়েছি। ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস দেখেছি। ডায়াগনোসিস ভালো করেছেন। মনে হচ্ছে টিউমারটা শেকড়

www.MurchOna.com

বসিয়ে দিয়েছে।'

'তার মানে কি এই যে আমার সময় শেষ?'

'হ্যাঁ মানে মোটামুটি তাই। তবে শুনুন হাসান সাহেব—অপারেশন এবং রেডিওথেরাপির সুযোগ আছে। অপারেশনটা খুবই জটিল। তবে জনস হবকিন্সে দুজন সার্জন আছেন যাঁদের হাত জাদুকরী হাত। তারপরেও রিকোভারির সম্ভাবনা কম। থার্টি পার্সেন্ট। তবে থার্টি পার্সেন্ট সম্ভাবনাও এক অর্থে অনেক সম্ভাবনা। তাই না?'

'জ্বি।'

'আমি সেই সম্ভাবনাটা যাচাই করতে চাই। আপনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং সম্ভাবনাটুকু পরীক্ষা করার আমার ইচ্ছা। আপত্তি আছে?'

'আপনি এটা করতে চাচ্ছেন কেন?'

'দুটা কারণ আছে। প্রথমটা আপনাকে বলা যাবে। দ্বিতীয়টা বলা যাবে না। প্রথম কারণ হল, আমার বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন—আপনার কোনো সমস্যা হলে দেখতে।'

'ও আচ্ছা।'

চিত্রলেখার দ্বিতীয় কারণটা অনেক জোরালো। হাসান নামের অতি দুর্বল এই মানুষটাকে হিশামুদ্দিন সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি পছন্দ তার নিজের। অহংকারী মেয়েরা নিজের পছন্দের কথা সব সময়ই লুকিয়ে রাখে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'আমি যদি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আপনার আপত্তি আছে?'

'জ্বি না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

চিত্রলেখা হঠাৎ লক্ষ্য করল তার চোখে পানি চলে আসছে। সে জানালার কাছে সরে গেল।

'জানালা বন্ধ কেন? জানালা খুলে দি কেমন?'

'জ্বি আচ্ছা।'

চিত্রলেখা জানালা খুলে দিয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা মেঘের স্তূপ ভেসে ভেসে আসছে। খুব সাবধানে চিত্রলেখা তার চোখ মুছল। তার কাছে মনে হল—মেঘের সঙ্গে মানুষের খুব মিল। মানুষ যেমন কাঁদে মেঘও কাঁদে। বৃষ্টি হচ্ছে মেঘের অশ্রু। চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে মেঘের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখকরা কল্পনা করতে খুব ভালবাসেন। আমার কল্পনা করতে ভালো লাগছে—হাসপাতালের জানালা থেকে যে মেঘটা দেখা যাচ্ছে সেই মেঘই এক সময় ঢেকে দিয়েছিল তিতলী এবং শওকতকে।

মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুব একটা হয় না। কল্পনা করতে ভালো লাগে

www.MurchOna.com

হাসানের অসুখ সেরে গেছে। সে শুরু করেছে আনন্দময় একটা জীবন। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতে গিয়েছে। নদীতে খুব ঢেউ উঠেছে। চিত্রলেখা ভয় পেয়ে বলছে, এ কোথায় নিয়ে এলে? আমি তো সাঁতার জানি না। নৌকা এমন দুলছে কেন? নৌকার মাঝি হাসিমুখে বলছে, টাইট হইয়া বহেন আফা আমি আছি কোনো চিন্তা নেই।

খুব সহজে কল্পনা করা যায়, তারেক ঘর গোছাতে গিয়ে হঠাৎ ড্রয়ারে খুঁজে পেয়েছে রীনার লেখা চিঠি—চিঠিটা খুব ছোট্ট। রীনা লিখেছে, "তুমি কোনোদিন জানবে না, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি।" চিঠি পড়েই তারেক বের হল। যে করেই হোক রাগ ভাঙিয়ে রীনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাস্তব কখনো গল্পের মতো হয় না। বাস্তবের রীনা ফিরে আসে না। বাস্তবের হাসানদের সঙ্গে কখনো বুড়িগঙ্গার জলের উপর চিত্রলেখার দেখা হয় না। তবে বাস্তবেও সুন্দর সুন্দর কিছু ব্যাপার ঘটে। যেমন—লিটনের ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়। লিটন তার বন্ধু হাসানের পাঠানো দুটি নাম থেকে একটি নাম তার মেয়ের জন্যে রাখে। দুটি নামের কোনোটাই তার পছন্দ না—তিতলী, চিত্রলেখা। তারপরেও সে মৃত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেয়ের নাম রাখল—"চিত্রলেখা"।

জীবন বয়ে চলবে। আবার এক নতুন গল্প শুরু হবে নতুন চিত্রলেখাকে নিয়ে। কোনো এক লেখক লিখবেন নতুন গল্প, আশা ও আনন্দের অপূর্ব কোনো সঙ্গীত।

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com